পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 343 Wednesday, 18 November, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৩৪৩ সংখ্যা ✱ ১ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩, বুধবার, ১৮ নভেম্বর ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

২২ লক্ষ কর্মসংস্থান! যাঁরা আগ্রহী অবিলম্বে আবেদন করুন!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বরঃ ভিনরাজ্যে কর্মরত বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের নিজের রাজ্যে ফিরিয়ে এনে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে এবার বড়সড় পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। রাজ্যের প্রায় ২২ লক্ষ নথিভুক্ত পরিযায়ী শ্রমিককে সরকারি তরফে বিশেষ এসএমএস বার্তা পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েত দফতরের তরফ থেকে এই বার্তা পাঠানো হচ্ছে বলে দফতর সূত্রে খবর। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে আগেই সরকারের সদিচ্ছার কথা জানানো হয়েছিল। এবার সেই লক্ষ্যেই সরাসরি শ্রমিকদের মোবাইলে বার্তা পাঠিয়ে রাজ্যে ফিরে আসার আহ্বান জানানো হচ্ছে। গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েত দফতরের পাঠানো এসএমএসে পরিযায়ী শ্রমিকদের জানানো হচ্ছে। এক, তাঁরা যেন ভিনরাজ্য ছেড়ে নিজের রাজ্যে ফিরে আসেন। বাংলাতেই তাঁদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে এবং সরকার তাঁদের কাজের ব্যবস্থা করে দেবে। যাঁদের এখনও জব কার্ড নেই, তাঁদের দ্রুত জব কার্ড তৈরি করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি, 'জি রাম জি' প্রকল্পের অধীনে প্রচুর কাজের সুযোগ রয়েছে বলেও ওই বার্তায় উল্লেখ করা হয়েছে। দফতর সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, কেবল একবার নয়, প্রতি ১৫ দিন অন্তর পরিযায়ী শ্রমিকদের ফোনে এই সচেতনতামূলক ও আহ্বানমূলক বার্তা পাঠানো হচ্ছে। মূলত ভিনরাজ্যে কর্মরত শ্রমিকরা যাতে নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে এসে বাংলার মাটিতেই সম্মানজনক জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই রাজ্য সরকারের এই বিশেষ পদক্ষেপ।

অভিষেকের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বরঃ কলকাতা হাইকোর্টে বড় ধাক্কা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ। গত ৭ নভেম্বর তিনি সমাজ-মাধ্যমে যে পোস্ট করেছেন তা 'ক্রিমিন্যাল কনটেম্পট'। রায়ে জানালেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। বিচারপ্রক্রিয়ার প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করেছেন অভিষেক। শুধু সাংসদ নন, তিনি মামলাকারীও। পর্যবেক্ষণ বিচারপতির। এ দিন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে শোকজও করেছে কোর্ট। ১৫ দিনের মধ্যে জবাব তলব করা হয়েছে। গত ৭ নভেম্বর জন্মদিন ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ওই দিন রাতে বাড়ির বাইরে তীব্র উত্তেজনা-অশান্তি তৈরি হয়। সেই ঘটনা তুলে ধরে সরাসরি কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট-কে আক্রমণ করেন সাংসদ। কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টকে আক্রমণ করে অভিষেক লেখেন, 'এই গোটা ঘটনায় নীরব দর্শক হয়ে থাকার জন্য ধন্যবাদ।' আজ ছিল কলকাতা হাইকোর্টে অভিষেকের নিরাপত্তা বাড়ানো সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানি। সেই সময় রাজ্য সরকারের আইনজীবী সরাসরি অভিষেকের সোশ্যাল মিডিয়ার বক্তব্যকে তুলে ধরেন। জানান, অভিষেক কীভাবে বিচারপতিদের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন। প্রশ্ন তুলেছেন, কয়েকজন বিচারপতি ঠিকমতো বিচার করছেন না। এরপরই বিচারপতি কৃষ্ণা রাও জানতে চান, কারা রয়েছে অভিষেকের তালিকায়? সেই তালিকা তুলে দেওয়া হোক। তাহলে স্পষ্ট হবে কে বিজেপি আর কে তৃণমূল। এরপর অভিষেকের নিরাপত্তা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত পুনরায় ২ সপ্তাহে বিবেচনার নির্দেশ রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিবকে। আদালতে বিচারপক্রিয়ার প্রভাব, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ফৌজদারি আদালত অবমাননা। কেন তাঁর বিরুদ্ধে সাজা দেবে না আদালত, তাই শোকজের জবাবে জানাতে হবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পরবর্তী শুনানি ৮ ডিসেম্বর এই মামলার হবে পরবর্তী শুনানি।

'কোনও ষড়যন্ত্র বরদাস্ত নয়, ভারতমাতাকে রক্ষা করব'

বেলডাঙা থেকে ফের হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বেলডাঙা, ১৭ নভেম্বরঃ মঙ্গলবার বেলডাঙার ভারত সেবাশ্রম সংঘের ঐতিহ্যবাহী জগদ্ধাত্রীপুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে রাজ্যের ভেঙে পড়া আইনশৃঙ্খলার চিত্র নিয়ে অত্যন্ত কড়া ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের বর্তমান সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে সরব হওয়ার পাশাপাশি বিগত তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের জমানাকে সরাসরি নিশানা করে তিনি বলেন যে একসময় সারা ভারত জুড়ে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প-বাণিজ্য এবং আধ্যাত্মিকতার যে গৌরবময় বিস্তার ও ঐতিহ্য ছিল, তা আজ ক্রমে ক্রমে নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে রাজ্যটি সর্বক্ষেত্রেই বহু পিছনে চলে গেছে। সাম্প্রতিক অতীতে তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে বারবার মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠার প্রসঙ্গ অত্যন্ত জোরালোভাবে তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বেশ কিছু গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ''কেন বারবার ধুলিান কিংবা শামসেরগঞ্জের মতো অঞ্চলগুলি অশান্ত হয়ে উঠবে? কেন চলন্ত ট্রেনে ইট ছোড়ার মতো বর্বরোচিত ঘটনা ঘটবে? কেন সামান্য কারণে বেলডাঙা বারবার অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠবে এবং কথায় কথায় জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করে সাধারণ মানুষের চলাচলের অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে?'' এই ধরনের নৈরাজ্যমূলক পরিস্থিতি কোনওভাবেই চলতে পারে না বলে মন্তব্য করে তিনি রাজ্যের নারী সুরক্ষা, সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং সার্বিক উন্নয়নের ওপর বিশেষ জোর দেন। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে কোনও ধরনের দুর্বলতা বা ছাড় দেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হুঙ্কার দেন যে ভারতমাতার বিরুদ্ধে কোনও ধরনের চক্রান্ত বা দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র এ রাজ্যে আর বরদাস্ত করা হবে না। তিনি স্পষ্ট বলেন, ''কোনও ষড়যন্ত্রই সফল হতে দেওয়া হবে না এবং কেন বারবার ধুলিয়ান, শামসেরগঞ্জের মতো জায়গায় আইন অমান্য করে কথায় কথায় জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করা হবে, তার জবাবদিহি প্রশাসন করবে।'' এদিনই আবার একটি যুব ও ধর্মীয় সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বড় ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। জানান, আগামী ২৯ ডিসেম্বর কলকাতার ঐতিহাসিক ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে দশ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের কর্মসূচি হবে। তাঁর অভিযোগ, অতীতে বাম জমানার মত তৃণমূল সরকারও সনাতন সংস্কৃতি ও ধর্মীয় উৎসব পালনের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। রাম মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর মিছিল করার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, সেই সময় রাম মন্দিরের বিরোধিতায় পথে নেমেছিলেন মমতা। এছাড়া বিধানসভার ভেতরে মহাকুম্ভের মতো পবিত্র বিষয়কে কটাক্ষ করার নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেন, সনাতন সংস্কৃতি ও হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টার উত্তর পেয়েছেন মমতা, নির্বাচনে হেরেছেন তিনি। বেলডাঙার পর এদিন কৃষ্ণনগরেও যান মুখ্যমন্ত্রী। বাংলায় আম্বানিরা বড় বিনিয়োগ করবে বলে আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার কৃষ্ণনগরে বুড়িমার পুজোয় গিয়ে ক্যাম্পা কোলা কারখানার কথা জানালেন তিনি। শুভেন্দু বললেন, ''খুব শীঘ্রই হরিণঘাটার শিল্পতালুকে ক্যাম্পা কোলার কারখানার ভূমিপুজো হবে।'' তবে তার দিনক্ষণ জানাননি মুখ্যমন্ত্রী। পুজো উদ্যোক্তাদের দাবি, এই প্রথম কোনও মুখ্যমন্ত্রী কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজোয় 'বুড়িমা'কে দর্শন করলেন। গত কয়েক দিন ধরেই

● এরপর ৬ পাতায়...



মঙ্গলবার কৃষ্ণনগরে বুড়িমার পুজোয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

'পাঁচটা কেন, পাঁচশোটা এনকাউন্টার হলেও কম হবে!'



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বরঃ বদলের বাংলায় রাজ্যে একের পর এক 'এনকউন্টার' নিয়ে আলোচনার মধ্যেই কড়া হুঁশিয়ারি মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের। স্পষ্ট কথা বরাবরই স্পষ্ট করে বলতে পছন্দ করেন বিজেপি নেতা। এবার তাঁর বক্তব্য, ''অনেকে বলছেন পাঁচটা এনকাউন্টার হয়েছে, আমি বলি পাঁচশোটা হলেও কম হবে! কেউ এদিক-ওদিক করলেই পুলিশের গুলি আছে।'' মা-বোনেদের সুরক্ষা এবং সাধারণ মানুষের নির্ভয়ে ধর্ম-কর্ম করার অধিকার সুনিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার যে কোনও আপস করবে না, তা এ দিন ফের একবার জোর গলায় জানিয়ে দেন তিনি। পূর্বতন তৃণমূল সরকারের জমানায় রাজ্যে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্যের অভিযোগ তুলে দিলীপ ঘোষ বলেন, ''একসময় দুষ্কৃতীরা দাপিয়ে বেড়িয়েছে, আমাদের ঠিকমতো ধর্ম-কর্ম করতে দেওয়া হয়নি। মা-বোনেরা ভয়ে ভয়ে বাজারে বেরোতেন। কিন্তু মানুষই ভোট দিয়ে সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। এখন হিন্দু মা-বোনেদের দিকে কেউ ট্যারা চোখে তাকালে তাদের কী দুর্ভোগ হবে, তা সবাই দেখতে পাচ্ছে।'' সাধারণ মানুষকে মাথা উঁচু করে বাঁচার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ''অনেক রক্তের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে, কারও ভয়ে সিঁটিয়ে থাকার জন্য নয়।'' বাংলার ঐতিহ্য ও মনীষীদের অবদানের কথা স্মরণ করে দিলীপ বলেন, ''বাংলার পবিত্র মাটি গোটা দুনিয়াকে পথ দেখিয়েছে। অথচ এখানেই আমাদের ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়ার এবং রাজ্যটাকে বাংলাদেশ বানানোর চক্রান্ত চলছিল। আমরা সেই চক্রান্ত থেকে মুক্তি পেয়েছি এবং প্রমাণ করেছি যে আমরা পারি। এই মাটিতে কোনও দুষ্কৃতী বা মৌলবাদীদের জায়গা নেই।'' আগামী দিনে বাংলা থেকে দুর্নীতি, তোলাবাজি ও সিন্ডিকেট-রাজ সম্পূর্ণ নির্মূল করে নতুন প্রজন্মের জন্য এক সুরক্ষিত পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। প্রসঙ্গত, রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত ছ'মাসে মোট পাঁচটি 'এনকাউন্টারের' ঘটনা ঘটেছে। এর আগে বারুইপুর, গাইঘাটা, সামশেরগঞ্জ এবং রায়গঞ্জে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিল অভিযুক্তরা। সর্বশেষ সংযোজন শান্তিনিকেতনে পুলিশ কনস্টেবলকে গুলি করার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত রতন শেখের এনকাউন্টার। রাজ্যের এই পঞ্চম এনকাউন্টার প্রসঙ্গে আগেই অবস্থান স্পষ্ট করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেছিলেন, বাংলায় ধর্ষক, খুনিদের কোনও জায়গা নেই। পুলিশকে গুলি করলে যা করার সেটাই করবে। গুলি করতে এলে পুলিশ কি বাতাসা খাওয়াবে? গুন্ডারা বাংলাদেশ পালাও, এখানে থাকলে যা করার তাই করব। উল্লেখ্য, রাজ্যে ক্ষমতায় আসার আগেই অপরাধীদের উদ্দেশে শুভেন্দু হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, অপরাধীরা ছাড় পাবে না। সকালে জমা, বিকেলে খরচ হবে। দিলীপ ঘোষের মন্তব্যে সেই অবস্থানেরই প্রতিধ্বনি শোনা গেল মঙ্গলবার।

সেন্ট স্টিফেন স্কুলে ব্যালকনি থেকে ঝাঁপ অষ্টম শ্রেণির ছাত্রের!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বরঃ দমদমের সেন্ট স্টিফেন স্কুলে ভয়ঙ্কর ঘটনা! স্কুল চলাকালীন চারতলার ব্যালকনি থেকে ঝাঁপ দিয়ে গুরুতর জখম হল অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্র। আহত পড়ুয়ার নাম তানিশ দাস। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে নাগেরবাজারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার জেরে স্কুলের পড়ুয়া ও অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। স্কুল ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনকার মতো এদিন সকালেও নির্ধারিত সময়েই স্কুলে এসেছিল তানিশ। সকাল থেকে স্বাভাবিক ছন্দেই সে প্রথম কয়েকটি ক্লাসও করে। কিন্তু সকাল ১১টা থেকে



১২টার মধ্যে, চতুর্থ পিরিয়ডের পর আচমকাই বিপত্তি ঘটে। অভিযোগ, চারতলার বারান্দার প্রায় ৪ ফুট উঁচু পাঁচিল টপকে সে নীচে ঝাঁপ দেয়। ঘটনাটি নজরে আসতেই সহপাঠী ও অন্যান্য পড়ুয়াদের মধ্যে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয়ে যায়। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি আসেন শিক্ষক ও স্কুল কর্তৃপক্ষ। রক্তাক্ত ও গুরুতর জখম অবস্থায় তানিশকে উদ্ধার করে দ্রুত নাগেরবাজার সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, ওই ছাত্রের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক এবং তাকে পর্যবেক্ষণে রেখে চিকিৎসা চলছে। কিন্তু ক্লাস চলাকালীন হঠাৎ এমন কী ঘটল যে অষ্টম শ্রেণির ওই ছাত্র চারতলা থেকে ঝাঁপ দিল? সে নিজেই ঝাঁপ দিয়েছে, নাকি অসাবধানতাবশত পা পিছলে পড়ে গিয়েছে- তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। স্কুলের অন্দরে কোনও মানসিক চাপ বা বকাবকির ঘটনা ঘটেছিল কি না, তাও ভাবাচ্ছে অনেককে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমদম থানার পুলিশ। ছাত্রটি নিজে ঝাঁপ দিয়েছে নাকি নিছক দুর্ঘটনা, তা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি স্কুল কর্তৃপক্ষের নজরদারিতে কোনও গাফিলতি ছিল কি না, সমস্ত দিক থেকেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উত্তরপ্রদেশের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ

নতুন তালিকায় জুড়ল ১৮ লক্ষ নাম, রাজ্যে মোট ভোটার ছাড়াল ১৩.৫৮ কোটি

সংবাদ সংস্থা, লখনউ, ১৭ নভেম্বরঃ ২০২৭ সালের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রকাশিত হল রাজ্যের খসড়া ভোটার তালিকা। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক নবদীপ রিনওয়া জানিয়েছেন, নতুন এই তালিকায় মোট ভোটারের সংখ্যা



গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১৩ কোটি ৫৮ লক্ষ ৬৮ হাজার ৯০৫ জনে। এর মধ্যে মহিলা ভোটারের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৬.২০ কোটি। মঙ্গলবার লখনউয়ের লোক ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে এই খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয়। বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন প্রক্রিয়ার পর প্রকাশিত এই খসড়া তালিকায় জানানো হয়েছে, রাজ্যের মোট ভোটার ১৩ কোটি ৫৮ লক্ষ ৬৮ হাজার ৯০৫ জন। এদের মধ্যে, পুরুষ ভোটার ৭ কোটি ৩৮ লক্ষ ৫৮ হাজার ৫১০ জন। এছাড়াও, রাজ্যে মহিলা ভোটার ৬ কোটি ২০ লক্ষ ৬ হাজার ৩৫৩ জন। খসড়া তালিকায় জানানো হয়েছে, উত্তরপ্রদেশে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছে ৪ হাজার ৪২ জন। তালিকায় নতুন ভোটার রয়েছেন ১১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩৫২ জন। এরা সবাই মূলত ১৮-১৯ বছর বয়সি ভোটার। চলতি বছরের গত ১০ এপ্রিল প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকার তুলনায় এবারের খসড়ায় নতুন করে ১৮ লক্ষ ৮৪ হাজার ১১৩ জন ভোটারের নাম বেড়েছে।

● এরপর ৬ পাতায়...

ধর্ষণের পর দেওয়ালে ছুড়ে-ছুড়ে মেরেছিল

হুগলির শিশুকন্যাকে ধর্ষণ-নৃশংস খুনে আসামির ফাঁসির রায় বহাল রাখল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বরঃ ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের পর আবার খুন-ধর্ষণ মামলায় ফাঁসির সাজা। কলকাতা হাইকোর্ট হুগলির এক নাবালিকাকে ধর্ষণ-খুনের মামলায় অভিযুক্তের ফাঁসির সাজা বহাল রাখল। এর আগে নিম্ন আদালত ওই অভিযুক্তকে ফাঁসির



সাজা শুনিয়েছিল। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে যায় অভিযুক্ত। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ এদিন সেই সাজা বহাল রাখে। তবে তার সুপ্রিম কোর্টে আবেদনের জন্য তিন মাস এই রায় কার্যকর স্থগিত রাখেছে আদালত। ২০২৪ সালের ২৪ নভেম্বর হুগলির গুড়াপে এক পাঁচ বছরের শিশুকন্যা নিখোঁজ হয়ে যায়। সন্ধ্যাবেলা বাড়ির সামনে থেকেই নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল ওই শিশু। বাজারে যাওয়ার সময় তাকে খেলা করতে দেখেছিলেন বাবা। ফিরে এসে মেয়ের খোঁজ না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। ডাকেন প্রতিবেশীদেরও। সকলে মিলে এলাকায় খোঁজাখুঁজি করতে গিয়েই অশোক সিংহ নামে প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে শিশুর দেহ উদ্ধার হয়েছিল। ডাঁই করে রাখা কাঠের নিচ থেকে রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় তাঁর। এরপরেই অভিযুক্ত প্রৌঢ়কে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। ঘটনায় ২০২৫ সালে হুগলির পকসো আদালত ২৭

● এরপর ৬ পাতায়...

'আমি মাথা নত করার ছেলে নই' অভিষেক



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বরঃ বিচারপতিদের একাংশকে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেখানোর অভিযোগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে শো-কজ করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার বিকেলে দিল্লি থেকে ফিরে অভিষেক স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, বিচারব্যবস্থা কোনও রায় দিলে, তা নিয়ে প্রশ্ন করার অধিকার তাঁর আছে। কারণ তিনি জনপ্রতিনিধি। হুঁশিয়ারির সুরে অভিষেক বলেন, ''আমি মাথা নত করার ছেলে নই।'' মঙ্গলবার সকালেই হাইকোর্ট অভিষেককে শো-কজ করেছিল। বিকালে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ বলেন, ''জুডিশিয়ারি যদি কনস্টিটিউশনাল অথরিটি হয়, তা হলে আমিও পাবলিক অথরিটি। বিচারব্যবস্থার রায় নিয়ে প্রশ্ন করার অধিকার আছে। দেশের সংবিধান এবং আমাকে নির্বাচিত করা নির্বাচকমণ্ডলী আমায় সেই অধিকার দিয়েছে।'' অভিষেক দাবি করেন, তিনি কোনও বিচারপতি সম্পর্কে বলেননি। তিনি প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের উদাহরণ টেনে বলেন, উনিই বলেছিলেন বিচারপতি থাকালীন তাঁর সঙ্গে বিজেপির যোগ ছিল। পরে তিনি বিজেপির সাংসদ হন। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের আরও দাবি, দেশের মুখ্য নির্বাচন জ্ঞানেশ কুমার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানেননি। তার পরেও তাঁর বিরুদ্ধে আবমাননার রুল জারি হয়নি। বিজেপি সাংসদ বিপ্লব দেব, নিশিকান্ত দুবেদের উদাহরণ দিয়ে বলেন, এঁরা প্রত্যেকেই বিচারব্যবস্থা নিয়ে নানা সময়ে বিবিধ মন্তব্য করেছেন, কিন্তু তাঁদের শো-কজ করা হয়নি। এখানেই বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অভিষেক। প্রশ্ন তুলেছেন, কেন শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে এফআইআর হলে তা স্থগিত করে দেওয়া হয় আর তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক মিথ্যে মামলায় বারংবার থানায় ডাকা হয়। তৃণমূল সাংসদের বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে এসআইআর প্রক্রিয়া সঠিক ভাবে না-হওয়ার জন্য। তার পরেও শীর্ষ আদালত নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অবমাননার নোটিস জারি করেনি। তবে দিল্লি থেকে ফিরে অভিষেক স্পষ্ট করেননি, তিনি কোর্টের বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে তিনি শো-কজের জবাব দেবেন কিনা।

অব্যবস্থা নিয়ে মুখ খোলার জের? চোরবাগান কাণ্ডের পর সাংবাদিক বৈঠক করা সেই ইন্টার্নদের শো-কজ নোটিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বরঃ চোরবাগান কাণ্ডের পর কলকাতা মেডিক্যালের অব্যবস্থা নিয়ে মুখ খোলার জের! আট ইন্টার্ন চিকিৎসককে শো-কজ করা হল। কেন ডিউটি না করে মুখ খুলেছেন ইন্টার্নরা, সেই কারণ জানতে চেয়েই শো-কজ। আগামী তিন দিনের মধ্যে শো-কজের জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত ১৭ অক্টোবর কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বর থেকে চোরবাগানে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় গুরুতর জখম রোগীদের হঠাৎ করে একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরের সরকারি সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে উত্তেজনার সূত্রপাত হয়েছিল। ওই দিন গভীর রাতে যখন তড়িঘড়ি রোগী স্থানান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়, ঠিক তখনই মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র চিকিৎসকেরা একত্রিত হয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন এবং প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে একাধিক গুরুতর প্রশ্ন তোলেন। তাঁদের প্রধান বক্তব্য ছিল যে সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর একেবারে সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করছে এই ধরনের সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলি। এমতাবস্থায় সেখানে চিকিৎসাধীন রোগীরা উন্নত ও নিখরচায় জীবনদায়ী চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হবেন না, এটাই সাধারণ মানুষের কাছে একমাত্র প্রত্যাশিত বিষয়। কিন্তু তা না করে হঠাৎ করে কেন সরকারি হাসপাতাল ছেড়ে রোগীদের কর্পোরেট বা বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হল, সেই প্রশ্ন তুলেছিলেন তাঁরা। জুনিয়র



চিকিৎসকদের এই ধরনের প্রকাশ্য পদক্ষেপ এবং নির্ধারিত সরকারি দায়িত্ব বা ডিউটি অসমাপ্ত রেখেই সাংবাদিক বৈঠকে অংশ নেওয়ার বিষয়টি দ্রুত রাজ্যের প্রশাসনিক মহলের শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছয়। ডিউটি ছেড়ে কীভাবে চিকিৎসকেরা এমন একটি জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে যোগ দিলেন এবং সরকারের নীতি নিয়ে প্রকাশ্যে প্রশ্ন তুললেন, সেই পুরো ঘটনার একটি বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় বা সিএমও-তে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে সেই প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিসকদের আন্দোলন বা প্রতিবাদের মুখ বন্ধ করার বিষয়টি সামনে এলেও ইন্টার্নদের অত্যন্ত সংবেদনশীল ও গুরুতর 'ডিউটি বিক্রি' সংক্রান্ত কোনও দুর্নীতি বা অনিয়মের বিষয়টি তখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে আসেনি। পরবর্তী সময়ে এই ঘটনার মোড় সম্পূর্ণ ঘুরে যায় যখন সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলির অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষদের নিয়ে রাজ্য স্বাস্থ্য ভবনে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় প্রথমবার অত্যন্ত কঠোরভাবে এই চাঞ্চল্যকর 'ডিউটি বিক্রি'র বিষয়টি সকলের সামনে নিয়ে আসেন এবং প্রশাসনের অন্দরে চলা গোপন দুর্নীতির পর্দাফাঁস করেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বৈঠকে উপস্থিত সমস্ত কলেজের অধ্যক্ষদের স্পষ্টভাবে জানান যে কলকাতার প্রখ্যাত মেডিক্যাল কলেজগুলি তো বটেই, এমনকি রাজ্যের বিভিন্ন জেলা স্তরের সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলিতেও বর্তমানে একপ্রকার রমরমা সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে। যেখানে একটি চক্র তৈরি করে ইন্টার্ন চিকিৎসকদের নির্ধারিত ডিউটি বা নাইট শিফট সরাসরি টাকার বিনিময়ে অন্যের কাছে 'বিক্রি' করে দেওয়ার মতো গুরুতর বেআইনি কারবার চলছে।

ম্যালেরিয়া নিযন্ত্রণে ভারতের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির প্রশংসা রাষ্ট্রপতির



নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর ঃ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ-এর অধীনস্থ 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ম্যালেরিয়া রিসার্চ'-এর সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে মঙ্গলবার বক্তব্য রাখলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। নতুন দিল্লিতে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে তিনি ম্যালেরিয়া নির্মূল ও নিযন্ত্রণে দেশের গবেষক ও বিজ্ঞানীদের নিরলস প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে ভারতের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন।গ্রামীণ জীবনে ম্যালেরিয়ার ভয়াবহতা ও নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেন, গ্রামে বড় হওয়ার সুবাদে আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি যে ম্যালেরিয়া কীভাবে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করত। অনেক রোগী একটু সুস্থ বোধ করলেই চিকিসকের নির্ধারিত ওষুধের কোর্স শেষ না করেই ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দিতেন, যার ফলে বারবার সংক্রমণ ফিরে আসত। পরবর্তীকালে আমি গ্রামাঞ্চলে চিকিসার সম্পূর্ণ কোর্স শেষ করার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ করেছিলাম।চিকিৎসা ও রোগ নির্ণয় ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং বিজ্ঞানীদের অবদানের প্রশংসা করে তিনি আরও বলেন, ম্যালেরিয়া মোকাবিলায় গবেষক এবং বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টাকে আমি সাধুবাদ জানাই। আগে নিযমিত রক্তের নমুনা পরীক্ষাও করা হতো না, কিন্তু এখন দ্রুত পরীক্ষার ফলাফল রোগ শনাক্ত করতে এবং সঠিক চিকিৎসা পরিচালনা করতে সাহায্য করছে। বিশেষ করে বর্ষাকালে জ্বরের ঘটনাগুলি নির্ণযের ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যন্ত উৎসাহজনক পরিবর্তন।ম্যালেরিয়ার সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, আগে জ্বরকে প্রাযশই জীবনের এক অনিবার্য অংশ হিসেবে মেনে নেওয়া হতো। ম্যালেরিা শিশুদের স্কুল থেকে দূরে রাখত এবং কৃষক ও শ্রমিকদের দিনের পর দিন কাজ করতে বাধা দিত- যা তাঁদের জীবিকা, শিক্ষা এবং ভবিষ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করত। তবে এটি অত্যন্ত উৎসাহজনক যে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারত ম্যালেরিয়া নিযন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।উল্লেখ্য, দেশে ম্যালেরিয়া নির্মূল করার লক্ষ্যে গবেষণা, আধুনিক রোগ নির্ণয় পদ্ধতি এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিগত ৫০ বছর ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে আইসিএমআর-ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ম্যালেরিয়া রিসার্চ।

তীব্র শীতকে উপেক্ষাই করেই ভাদেরওয়াহ উপত্যকায় জারি তল্লাশি অভিযান

ভাদেরওয়াহ, ১৭ নভেম্বর ঃ হিমাঙ্কের নিচে নেমে যাওয়া কনকনে ঠান্ডা এবং প্রতিকূল আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে জম্মু ও কাশ্মীরের ভাদেরওয়াহ উপত্যকা জুড়ে নিবিড় টহলদারি ও তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশাল অপারেশনস গ্রুপ-এর যৌথ দল। যে কোনও ধরনের নাশকতামূলক কার্যকলাপ এবং জঙ্গি অনুপ্রবেশ রুখতে এই দুর্গম ও তুষারাবৃত অঞ্চলগুলিতে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও কড়া নজরদারি বজায় রাখা হয়েছে।নিরাপত্তা বাহিনী সূত্রে জানা গিয়েছে, শীতের তীব্রতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উপত্যকার উঁচু পাহাড়ি এলাকা ও বনাঞ্চলগুলিতে নজরদারি আরও

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতার মাধ্যমেই গড়ে উঠবে ভবিষ্যৎঃপ্রধানমন্ত্রী



ম্যানিলা, ১৭ নভেম্বর ঃ ফিলিপিন্সের রাজধানী ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত ২৩-তম আসিয়ান-ভারত শীর্ষ সম্মেলনে মঙ্গলবার যোগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আসিয়ানের ১১টি সদস্য রাষ্ট্রের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে একটি গ্রুপ ফটোগ্রাফে অংশ নেন তিনি। সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ভারত ও আসিয়ান দেশগুলির অভিন্ন ভবিষ্য, আঞ্চলিক শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি'-র সাফল্যের ওপর বিশেষ জোর দেন। তিনি স্পষ্ট জানান, বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে ভারত ও আসিয়ানের ভবিষ্য প্রতিযোগিতা নয়, বরং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই গা ওঠা উচিত।সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরে ন্দ্র মোদী বলেন, আসিয়ানের সফল সভাপতিত্ব এবং ভারতের কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য আমি প্রেসিডেন্ট মার্কোসকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। এই ফরম্যাটে আসিয়ান নেতাদের সঙ্গে এটি আমার ১৩-তম মতবিনিময়। গত কয়েক বছরে আমাদের ' অ্যাক্টি ইস্ট পলিসি' ভারত-আসিয়ান সম্পর্ককে নতুন গতি এবং গভীরতা প্রদান করেছে।বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত কয়েক বছরে বিশ্ব একের পর এক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। আজ বিশ্বে শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং উপাদনশীলতার প্রয়োজন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। এই প্রেক্ষাপটে এ বছরের মূল ভাবনা বা থিম- ' আওয়ার ফিউচার টুগেদার' বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। ভারত এবং আসিয়ান সম্মিলিতভাবে বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশের প্রতিনিধিত্ব করে। তাই এটি অপরিহার্য যে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নয়, বরং সহযোগিতার মাধ্যমে গঠিত হোক। এটি অর্জনের জন্য আমাদের সক্ষমতা এবং দৃঢ় সংকল্প উভয়ই রয়েছে।ভারত ও আসিয়ানের ভবিষ্য রূপরেখা তুলে ধরে নরেন্দ্র মোদী আরও বলেন, একসঙ্গে মিলে আমরা আমাদের অঞ্চলকে শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রতীকে পরিণত করতে পারি। বন্ধুরা, এটি কোনও আসিয়ান দেশে আমার তৃতীয় সফর, যা ভারতের কাছে আসিয়ানের বিশেষ গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে ভারতের উন্নয়ন এবং আসিয়ানের সমৃদ্ধি গভীরভাবে একে অপরের সাথে যুক্ত। আগামী বছরগুলিতে ' আসিয়ান কমিউনিটি ভিশন ২০৪৫' এবং 'বিকশিত ভারত ২০৪৭' আমাদের অভিন্ন আকাঙ্ক্ষা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।আসিয়ানের ঐক্য ও কেন্দ্রীয়তার প্রতি ভারতের অটল সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত ১২ বছরে আমরা আমাদের অংশীদারিত্বে নতুন গতি এনেছি। এখন সময় এসেছে যৌথভাবে আমাদের অঞ্চলের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার। আসিয়ানের ঐক্য এবং কেন্দ্রীয়তার প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতি দৃঢ় ও অবিচল রয়েছে। আমি আত্মবিশ্বাসী যে আজকের এই বৈঠক আমাদের ' কম্প্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ'-কে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে এবং একটি নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমৃদ্ধ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল গঠনে অবদান রাখবে। আমি আপনাদের মতামত ও পরামর্শ শোনার অপেক্ষায় রয়েছি।

ম্যানিলার ' গুরদ্বার খালসা দিওয়ান'-এর পুনর্নবীকরণ কাজের সূচনা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

ম্যানিলা, ১৭ নভেম্বর ঃফিলিপিন্স সফরে গিয়ে মঙ্গলবার রাজধানী ম্যানিলার ঐতিহাসিক ' গুরদ্বার খালসা দিওয়ান' পরিদর্শন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন তিনি এই প্রাচীন উপাসনালয়টির পুনর্নবীকরণ কাজের সূচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই গুরুদ্বারটি ফিলিপিন্সের প্রাচীনতম শিখ উপাসনালয় এবং প্রবাসী শিখ সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এদিন গুরুদ্বারে পৌঁছে প্রধানমন্ত্রী সেখানে প্রার্থনা করেন এবং প্রবাসী শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।প্রধানমন্ত্রীর এই সফর ভারত ও ফিলিপিন্সের মধ্যকার চিরন্তন সভ্যতাগত ও সাংস্কৃতিক বন্ধনকে আরও সুদৃ করার বার্তা বহন করে। পাশাপাশি, গুরু সাহেবদের শাশ্বত শিক্ষা এবং ' সেবা ও ' সরবত দা ভালা' (সকলের মঙ্গল)-র আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ফিলিপাইনের সমাজ গঠনে শিখ সম্প্রদায়ের অমূল্য অবদানকে এর মাধ্যমে বিশেষ স্বীকৃতি জানানো হলো।উল্লেখ্য, ২৩-তম আসিয়ান-ভারত শীর্ষ সম্মেলন এবং ২১-তম পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে তিন দিনের সফরে বর্তমানে ফিলিপিন্সে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

দেশে নেতৃত্বের ধারণায় আমূল পরিবর্তন এসেছে, লক্ষ্য এখন বিকশিত ভারত ২০৪৭ ঃঅশোক কুমার লাহিড়ী



নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর ঃ স্বাধীনতা লাভের পর থেকে দেশে নেতৃত্বের ধারণায় উল্লেখযোগ্য বিবর্তন ঘটেছে এবং বর্তমানে তা দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্য ছাড়িয়ে ২০৪৭ সালের মধ্যে ' বিকশিত ভারত' গড়ে তোলার বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির দিকে এগিয়ে চলেছে বলে মন্তব্য করলেন নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান অশোক কুমার লাহিড়ী। মঙ্গলবার নীতি আয়োগ আয়োজিত 'লিডারশিপ অ্যাজ আ মিশন' শীর্ষক প্রথম জাতীয় কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই কথা বলেন।কর্মশালায় ভাষণ দিতে গিয়ে নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান অশোক কুমার লাহিী বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে নেতৃত্বের ধারণাটি উল্লেখযোগ্যভাবে বিবর্তিত হয়েছে, যা দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্য থেকে সরে এসে ২০৪৭ সালের মধ্যে ' বিকশিত ভারত'-এর বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির দিকে মো। নিয়েছে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী উদ্যোগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২২ সালের স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে এই দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন এবং ২০২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর ' বিকশিত ভারত ২০৪৭-ভয়েস অফ ইউথ' উদ্যোগের সূচনা করেছিলেন, যার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য যুবসমাজকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।উল্লেখ্য, সুশাসনের ২৫ বছর পূর্তি এবং প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নীতি আয়োগের পক্ষ থেকে আয়োজিত এই প্রথম জাতীয় নেতৃত্ব কর্মশালায় দেশের শীর্ষস্থানীয় নীতিনির্ধারক ও আধিকারিকরা অংশগ্রহণ করেছেন।

ভক্তি ও পরম্পরার মেলবন্ধনে পালিত ' গোপাষ্টমী'মথুরা-বন্দাবন সহ ব্রজভূমিতে বিশেষ পূজার্চনা

মথুরা ও নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর ঃভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত পবিত্র উৎসব ' গোপাষ্টমী'মঙ্গলবার অত্যন্ত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ধর্মীয় উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হলো। শ্রীকৃষ্ণের গোপালক হিসেবে যাত্রা শুরুর স্মৃতিতে প্রতি বছর কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে এই উৎসব পালিত হয়। বিশেষ করে উত্তর প্রদেশের ব্রজভূমিতে (মথুরা ও বৃন্দাবন) এই উৎসবের বিশেষ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক তাপর্য রয়েছে, যেখানে ভক্তরা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে গো-মাতার আরাধনা ও সেবা করে থাকেন।গোপাষ্টমী উপলক্ষে এদিন সকাল থেকেই মথুরা ও বৃন্দাবনের বিভিন্ন মন্দির ও গোশালাগুলিতে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। রীতি মেনে এদিন গরুগুলিকে স্নান করিয়ে কপালে তিলক ও গলায় ফুলের মালা পরিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো হয়। এরপর তাদের পায়েস, মিষ্টি-সহ বিভিন্ন প্রথাগত সুস্বাদু খাবার এবং সবুজ ঘাস খাওয়ানো হয়।এই পুণ্য তিথি উপলক্ষে মথুরা এবং বৃন্দাবনের সর্বত্র বিশেষ পুজো, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে 'গো-সেবা' এবং 'গোপাল লীলা'-র সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে উদযাপন করা হচ্ছে। প্রকৃতি, গো-সম্পদ এবং মানবজীবনের মধ্যে চিরন্তন বন্ধন, ভক্তি ও করুণার এক অনন্য নিদর্শন হিসেবে দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে এই গোপাষ্টমী উৎসব।

জগমোহনপুর হরিহরে সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন, উপস্থিত পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ



হুগলি, ১৭ নভেম্বর ঃ হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়া বিধানসভার অন্তর্গত জগমোহনপুর হরিহর এলাকা সার্বজনীন শ্রীশ্রী জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার। পুজোর শুভ উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাঙ্গিপাড়ার বিধায়ক প্রসেনজি বাগ-সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, পুজো উদ্যোক্তা ও স্থানীয় বাসিন্দারা।এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষকে ঘিরে পুজো প্রাঙ্গণে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। পুজো উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে অতিথিদের স্বাগত জানানো হয়। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবের আবহে সম্পন্ন হয় পুজোর উদ্বোধন।জগদ্ধাত্রী পুজোকে কেন্দ্র করে জগমোহনপুর হরিহর এলাকায় ইতিমধ্যেই উৎসবের আমেজ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণে এই পুজোকে ঘিরে এলাকায় আনন্দ ও উৎসাহের পরিবেশ দেখা যায়।

দিল্লির শাহদারায় পুরনো বাড়ি ভেঙে বিপত্তি! মৃত্যু তিন মাসের শিশুর, উদ্ধার ৭-৮ জন

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর ঃ রাজধানী দিল্লির শাহদারা জেলার বিবেক বিহার থানা এলাকার অন্তর্গত জ্বালা নগরে মঙ্গলবার একটি পুরনো বাড়ি ভেঙে পড়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে মাত্র তিন মাস বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় দমকল বাহিনী, দিল্লি পুলিশ এবং অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা। যৌথ উদ্ধারকারী দল ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে ৭ থেকে ৮ জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করেছে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন হঠাই জ্বালা নগর এলাকার ওই জীর্ণ বাড়িটি ভেঙে পড়ে। বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে উদ্ধারকাজে হাত লাগান এবং পুলিশ ও দমকলে খবর দেন। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দমকল কর্মী ও পুলিশ ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়া

নেতাজি ইন্ডোরে ৫ লক্ষ কণ্ঠে হনুমান চালিশা পাঠের আসরে বাম ও তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর ঃ কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত '৫ লক্ষ কণ্ঠে হনুমান চালিশা' পাঠের মেগা ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে পূর্বতন বাম ও তৃণমূল সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি সনাতন সংস্কৃতির জাগরণ এবং যুবসমাজকে দেশের বিরোধী শক্তিগুলির মোকাবিলায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। পাশাপাশি, আগামী দিনে রাজ্যে একাধিক বৃহ ধর্মীয় কর্মসূচি ও রামানন্দ মিশনের আশ্রম গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথাও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।এদিনের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বাংলাকে 'মা কালীর ধরিত্রী' হিসেবে অভিহিত করে বাম ও তৃণমূল- উভয় শিবিরকেই 'সনাতন বিরোধী' বলে কটাক্ষ করেন। সিপিএমের নাম না করে বাম শাসনের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ৩৪ বছর ওরা ধর্ম পালন করতে দিত না। বলত, আমরা নাস্তিক। তার পরে যারা এল, তাদের নেত্রী বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলে দিলেন, হিন্দু ধর্ম গন্দা ধর্ম। অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ এবং কুম্ভমেলা নিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থানের কড়া সমালোচনা করে শুভেন্দু বলেন, রামমন্দির হিন্দুদের টাকায় হয়েছিল। আর তৃণমূলনেত্রী পার্ক সার্কাসে মিছিল করে বলেছিলেন, রামমন্দির নেহি চলেগা। মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলেছিলেন।নাম না করে বামপন্থী ও সনাতন বিরোধীদের বিরুদ্ধে যুবসমাজকে সোচ্চার হওয়ার বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একটা দল আছে, তারা নির্বাচনে জেতে না, যারা সনাতনকে গালি দেয়, রামমন্দিরের বিরোধিতা করে, ওরা এখন দেশের ভিতরে গড়ব। করার চেষ্টা করছে। এর বিরুদ্ধে মুখের ওপর জবাব দেওয়ার কাজ এই যুব প্রজন্মকে করতে হবে- নিজের ঘরে বলুন, সোশ্যাল মিডিয়ায় বলুন, রাস্তায় বলুন। নেতাজি ইন্ডোরের অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক তরুণ-তরুণীর উপস্থিতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে তিনি আশাপ্রকাশ করেন যে, এই নতুন প্রজন্মের হাত ধরেই ২০৪৭ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নের 'বিকশিত ভারত' গড়ে উঠবে এবং ভারত 'বিশ্বগুরু' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।এদিন মঞ্চ থেকেই রাজ্যে আগামী দিনের একাধিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, এ রাজ্যে আচার্য জগদগুরু রামভদ্রাচার্য পরিচালিত রামানন্দ মিশনের আশ্রম ও বড় গোশালা হওয়া উচিত। এছাড়াও তিনি ঘোষণা করেন, আগামী ১৫ জানুয়ারি গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান করতে আসবেন জগদ্গুরু রামভদ্রাচার্য, যাঁকে রাষ্ট্রীয় অতিথির মর্যাদা দিয়ে সরকারি হেলিকপ্টারে কপিল মুনির আশ্রমে নিয়ে যাওয়া হবে। পাশাপাশি, আগামী ২৯ ডিসেম্বর ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ১০ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের আসর বসবে, যেখানে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত এবং যোগগুরু রামদেব উপস্থিত থাকবেন। এছাড়াও ২০২৭ সালের ১৬ থেকে ২৪ জানুয়ারি কলকাতায় রামানন্দ মিশনের উদ্যোগে ১০০৮ কুণ্ডলীর সনাতন মহাসভা আয়োজিত হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।উল্লেখ্য, রামানন্দ মিশন, সনাতন বৈভব এবং মহারাজা অগ্রসেন ধামের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত মঙ্গলবারের এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৭ হাজার পড়ুয়া ও ভক্ত সমবেত কণ্ঠে হনুমান চালিশা পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

নেতৃত্ব ক্ষমতার পদের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিস্তৃত, মন্তব্য ডঃ পি কে মিশ্রর



নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর ঃ নীতি আয়োগ আয়োজিত ' লিডারশিপ অ্যাজ আ মিশন' শীর্ষক প্রথম জাতীয় কর্মশালায় মঙ্গলবার মূল ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিব ডঃ পি কে মিশ্র। সুশাসনের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এই বিশেষ কর্মশালায় তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জননেতৃত্বের ২৫ বছরের যাত্রাপথ এবং এই সময়ে গৃহীত বিভিন্ন জাতীয় মিশনের সাফল্যের ওপর আলোকপাত করেন। তিনি স্পষ্ট জানান, নেতৃত্ব কেবল ক্ষমতার পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং বৃহত্তর উদ্দেশ্যে অবদান রাখা প্রতিটি মানুষই এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিব পি কে মিশ্র বলেন, নেতৃত্ব ক্ষমতার পদের গণ্ডি ছা।য়ে বিস্তৃত একটি বৃহত্তর উদ্দেশ্যে অবদান রাখা প্রত্যেকেই এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ভারত যখন 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে, তখন এই কর্মশালাটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জননেতৃত্বের ২৫ বছর এবং এই সময়ে গৃহীত জাতীয় মিশনগুলির ওপর আলোকপাত করছে। এই মিশনগুলি বাস্তবায়নে আধিকারিক, পেশাদার এবং সাধারণ নাগরিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে- যা লক্ষ্য নির্ধারণ থেকে শুরু করে তৃণমূল স্তরে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সমগ্র ব্যবস্থার নেতৃত্বকে স্বীকৃতি দেয়।প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের মূল তিনটি স্তম্ভের কথা উল্লেখ করে পি কে মিশ্র আরও বলেন, গত ২৫ বছরে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি মূলত তিনটি প্রধান নীতির ওপর কেিদ্রত ছিলঃ সততা, দলগত সংহতি বা টিমওয়ার্ক এবং প্রযুক্তি। এই নীতিগুলি মানুষের আস্থা সুদৃঢ় করেছে, সমন্বিত শাসনব্যবস্থা গা তুলেছে এবং সরাসরি পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করেছে।একটি সাধারণ সরকারি কর্মসূচি এবং একটি ' মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করে তিনি জানান, একটি মিশন সাধারণ কোনও কর্মসূচির চেয়ে অনেক বেশি কিছু- এর একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য, নির্ধারিত সময়সীমা, জনগণের অংশগ্রহণ এবং প্রতিটি স্তরে জবাবদিহিতা থাকে, যা সরকারি উদ্যোগগুলিকে প্রকৃত অর্থেই গণআন্দোলনে রূপান্তরিত করে।উল্লেখ্য, প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তৃণমূল স্তরে সরকারি প্রকল্পগুলির রূপায়ণ আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে নীতি আয়োগের পক্ষ থেকে এই প্রথম জাতীয় স্তরের নেতৃত্ব কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

পর্যটক স্বাচ্ছন্দ্যে জোর, নবরূপে আত্মপ্রকাশ পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দফতরের অনলাইন বুকিং পোর্টাল



কলকাতা, ১৭ নভেম্বর ঃ পর্যটকদের পরিষেবা আরও সহজ, দ্রুত এবং আধুনিক করে তুলতে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দফতর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করলো নবরূপে সাজানো অনলাইন বুকিং পোর্টাল। মঙ্গলবার সল্টলেকের 'উদয়াচল ট্যুরিজম প্রপার্টি'-তে আয়োজন করা হয় এই বিশেষ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পর্যটন দফতরের মন্ত্রী ডঃ শঙ্কর ঘোষ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দফতরের সচিব সৌমিত্র শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ। পোর্টাল উদ্বোধনের পাশাপাশি পোর্টাল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখা হয. এদিনের অনুষ্ঠানে।পর্যটনমন্ত্রী ডঃ শঙ্কর ঘোষ বলেন, আপাতত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনলাইন বুকিং পোর্টালের অধীনে রয়েছে ৪০টি ট্যুরিস্ট লজের ৮১৪টি রুম। প্রতিটি ট্যুরিস্ট লজ সহজে বুক করার পাশাপাশি পর্যটকরা যেন পর্যটন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সহজেই জানতে পারে , সেই উদ্দেশ্যেই পর্যটন দফতরের তরফ থেকে নবরূপে সাজানো হয়েছে এই পোর্টাল। তিনি আরও বলেন, বিগত কয়েক বছর যাব পর্যটকরা অনলাইন বুকিং পোর্টালের সহজলভ্যতা না থাকার কারণে বিকল্প পন্থা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। ফলত রাজ্যের একাধিক টুরিস্ট লজের রুম পর্যটক-শূন্য থেকে গেছে বছরের পর বছর। তাই এবছর নতুনভাবে বিভিন্ন ধাপে সাজানো হলো অনলাইন পোর্টালটি।পোর্টালটিতে প্রাথমিকভাবে ৪০টি ট্যুরিস্ট লজের রুমের ছবি সহ লজের চারপাশের অংশের ছবি ও ভিডিও যুক্ত করা হয়েছে, যা পর্যটকদের লজ ও তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেবে। পোর্টালে রাখা হবে পর্যটকদের মতামত প্রদানের অংশ, যার মাধ্যমে পর্যটকরা সরাসরি তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে পারে। পরবর্তীকালে পোর্টালে পর্যটন কেন্দ্রগুলির সঙ্গে সেই পর্যটন কেন্দ্রের দ্রষ্টব্য স্থান ও জনপ্রিয় খাদ্যতালিকা যুক্ত করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। পর্যটকদের পাশাপাশি ট্যুর অপারেটর এবং গাইডদের জন্যও চালু করা হবে আরও একটি নতুন পোর্টাল এবং অ্যাপ। যার মাধ্যমে নতুন টুরিস্ট লজ মালিক থেকে শুরু করে ট্যুর গাইডরা নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারবে। পর্যটন কেন্দ্রের নেপথ্যে থাকা গল্পকে তুলে ধরতে রাজ্যের পর্যটন বিভাগের সঙ্গে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পদ্যোগ বিভাগের যৌথ কার্যক্রমের প্রসঙ্গ উঠে আসে এদিন। এছাড়াও তীর্থযাত্রার ক্ষেত্রে প্যাকেজ চালু করা, বেঙ্গল সাফারির টিক

৩ মাস পর ফের স্ত্রীর ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে বার্তা শুভ্রাংশুর! কী খবর দিলেন?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বরঃ আগস্ট থেকে নভেম্বর! তিন মাস প্রায় পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত স্ত্রীর খোঁজ মেলেনি। আবারও ফেসবুকে ছবি পোস্ট করলেন মুকুল-পুত্র শুভ্রাংশু রায়। তিনি স্ত্রীর ছবি দেওয়া একটা কার্ড পোস্ট করেন। তাতে তিনি লেখেন, ঠিক কখন কবে কোথায় স্ত্রী শর্মিষ্ঠা ভৌমিক রায়কে শেষবার দেখা গিয়েছিল। কেউ কোনও সন্ধান পেলে, যাতে তিনি খোঁজ দেন, সেই পোস্টে ফোন নম্বরও দিয়ে দেন তিনি। গত ২১ অগাস্ট ২০২৬ তারিখে হাওড়ার একটি এজেন্সির মাধ্যমে নেপাল ভ্রমণে গিয়েছিলেন শর্মিষ্ঠা রায়। মানস সরোবর যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। সন্তানরা ছোট হওয়ায়, স্বামী শুভ্রাংশুর কাছে রেখে একাই ঘুরতে যান শর্মিষ্ঠা। এরপর ২৫ আগস্ট শেষবারের মতো পরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয় এবং ২৬ আগস্ট থেকে তাঁর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। প্রায় তিন মাস অতিক্রান্ত হতে চললেও তাঁর কোনো সন্ধান মেলেনি। পরিবারের পক্ষ থেকে ডিএনএ নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হলেও তার চূড়ান্ত প্রতিবেদন এখনও পেন্ডিং রয়েছে। শুভ্রাংশু রায় ও নিখোঁজ অন্যান্য পরিবারের সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গেও দেখা করেছেন। স্ত্রীর খোঁজে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দ্বারস্থ হন কাঁচরাপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক। মা-কে ছাড়া একটা রাতও থাকতে পারত না শুভ্রাংশু-শর্মিষ্ঠার দুই সন্তান। কিন্তু প্রায় তিন মাস পেরিয়ে গেলেও, এখনও মায়ের অপেক্ষায় তারা। মিলছে না কোনও খোঁজও।

‘দলটা মাত্র ছয় মাস ক্ষমতায় এসছে, সবাই বাচ্চা’, মন্তব্য বিজেপি নেতা শীলভদ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিহাটি, ১৭ নভেম্বরঃ পানিহাটিতে বিজেপি কর্মীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজ্য-রাজনীতিতে। এই ঘটনার পর থেকেই ব্যারাকপুরে বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ করেছে রাজ্য সরকার। ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম গঠন করা হয়েছে। কিন্তু, গোষ্ঠীকোন্দলের যে অভিযোগ উঠছে, তা অস্বীকার করছেন না রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। তবে, এটা ছোট-খাটো ঘটনা বলছেন প্রবীণ বিজেপি নেতা শীলভদ্র দত্ত। একইসঙ্গে জানিয়েছেন, ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং টিমের উপর তাঁর ভরসা রয়েছে। আসল ঘটনা খুঁজে বের করা হবে। তাঁর মতে, সরকারের মাত্র ছয় মাস। এখন সবাই বাচ্চা। পরিণত হতে হলে এই ঘটনাগুলো ঘটবে না। বিজেপি কর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম গঠন করা হয়েছে। রাহুল সিনহার নেতৃত্বে গঠন করা হয়েছে টিম। ৪৮ ঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছে। তবে, অভিযুক্তরা এখনও গ্রেফতার হয়নি। এই বিষয়ে প্রাক্তন বিধায়ক ও প্রবীণ বিজেপি নেতা বলেন, ‘‘রাহুলদার মতো লোককে মাথায় রেখে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম গঠন করা হয়েছে। কাজ তো হবেই। তাঁরা খোঁজ নিয়ে সবটাই করবেন। একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে। সেটাকে তো সামলাতে হবে। রাজ্যস্তরের নেত্রীবৃন্দ এদিকে নজর দিচ্ছে। যাতে গণ্ডগোলটা বেশিদূর না যায়। এটা মিটে যাবে। ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম নিশ্চয়



সমস্যার সমাধান করবে। রাহুলদার মতো নেতাকে যখন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তখন এটা নিশ্চয় মিটবে। তদন্ত চলছে। তদন্তে যদি দোষী প্রমাণিত হয়, পুলিশ নিশ্চয় পদক্ষেপ করবে। এটা পুরোপুরি প্রশাসনের বিষয়। এটাকে নিয়ে আমাদের বলার কোনও জায়গা নেই।’’ গোষ্ঠীকোন্দল প্রসঙ্গে শীলভদ্র বলেন, ‘‘দেখুন যে ঘটনাগুলো ঘটছে, ছোটখাট ঘটনা। দলটা মাত্র ছয় মাস ক্ষমতায় এসছে তো, এখনও আমাদের অভিজ্ঞতাটা হয়ে ওঠেনি। সরকারি দলের যে অভিজ্ঞতাটা দরকার তা হয়ে ওঠেনি। সেইজন্যই এই ছোটখাট গণ্ডগোল ঘটছে। যখন আরও বেশি অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে, তখন এই গণ্ডগোল হবে না। এখন সবাই বাচ্চা। তিনি জানান, বাচ্চা বড় হতে হতে যখন বড় হয়ে যাবে, তখন ঠিক হয়ে যাবে।’’ এটা নিয়ে ভাবার বেশি কিছু নয় বলেই মন্তব্য করেছেন বিজেপি নেতা।

এবার জেলে গিয়ে সুজিত বসুকে জেরা করবে সিবিআই, অনুমতি দিল আদালত



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বরঃ পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার তদন্তের গতি আরও বাড়াতে তৎপর হল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) মামলায় বর্তমানে জেল হেফাজতে থাকা প্রাক্তন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য মঙ্গলবার আলিপুর সিবিআই বিশেষ আদালতে আবেদন জানায় সিবিআই। আদালত সূত্রে খবর, তদন্তকারী সংস্থার সেই আবেদন মঞ্জুর করেছেন বিচারক। এর ফলে এবার প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে গিয়ে সুজিত বসুকে জেরা করতে পারবেন সিবিআই আধিকারিকরা। মঙ্গলবার মামলার তদন্তকারী অফিসার আদালতে জানান, পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তের স্বার্থে এবং নতুন উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতে সুজিত বসুকে জিজ্ঞাসাবাদ করা অত্যন্ত জরুরি। সেই কারণেই প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়ে তাঁকে জেরা করার অনুমতি চাওয়া হয়। সওয়াল-জবাব শেষে বিচারক সিবিআইয়ের এই আবেদনে সম্মতি দেন। উল্লেখ্য, পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতির সিবিআই মামলায় এর আগে প্রোমোটার অয়ন শীলকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পরবর্তীতে সিবিআই যে চূড়ান্ত চার্জশিট পেশ করেছিল, সেখানে অয়ন শীলের পাশাপাশি দক্ষিণ দমদম পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান পাঁচু রায় এবং নগরোন্নয়ন দফতরের এক প্রাক্তন কর্তা-সহ মোট তিনজনের নাম উল্লেখ ছিল। তবে পরবর্তীতে এই মামলার সমান্তরাল তদন্তে নেমে ইডি প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুকে গ্রেফতার করে। ইডির হাতে সুজিত বসুর গ্রেফতারির পরই সিবিআই আদালতের অনুমতি নিয়ে এই মামলার পুনরায় তদন্ত শুরু করে। ইতিমধ্যেই সুজিত ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত দক্ষিণ দমদম পুরসভার একাধিক আধিকারিক ও কাউন্সিলরকে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন সিবিআইয়ের তদন্তকারীরা। এবার সরাসরি সংশোধনাগারে গিয়ে সুজিত বসুকে জেরা করার অনুমতি মেলায় এই মামলার তদন্ত কোন নতুন মোড় নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহল।

১০ দফা দাবি নিয়ে মগরাহাট পূর্বের বিডিও অফিসে কংগ্রেসের ডেপুটেশন

বাইজিদ মন্ডল, মগরাহাট, ১৭ নভেম্বরঃ স্থানীয় উন্নয়ন ও জনস্বার্থে ১০ দফা দাবি নিয়ে মগরাহাট পূর্ব ব্লকে সরব হল কংগ্রেস। মঙ্গলবার, ১৭ নভেম্বর ২০২৬, বিকেল ৩টায় মগরাহাট (পূর্ব) ব্লক কংগ্রেস-২-এর উদ্যোগে বিডিও অফিসে ডেপুটেশন কর্মসূচি এবং অফিসের সামনে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক ও সাংসদ অধ্যাপক মনোরঞ্জন হালদার। বিশেষ বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রধান মুখপাত্র সৌম্য আইচ রায় এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুজিত পাটেয়ারী। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মোট ১০ দফা দাবি তুলে ধরা হয়। দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে আবাস যোজনা, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ, খাল সংস্কার, গোকর্ণী ও মোহনপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উন্নয়ন, পাড়া সমাধান প্রকল্প, রাস্তা মেরামত, পথশ্রী প্রকল্প, রাধানগরপুল নির্মাণ এবং বিভিন্ন ভাতা সংক্রান্ত দাবি। এছাড়াও বিডিও অফিসের সামনে কংগ্রেসের আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় রাজনৈতিক বক্তব্যকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরি হয়। সভায় প্রদেশ কংগ্রেসের প্রধান মুখপাত্র সৌম্য আইচ রায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ‘চোর’ ও ‘ধাপ্পাবাজ’ বলে কটাক্ষ করেন। পাশাপাশি তাঁর হুঁশিয়ারি, ‘‘তৃণমূলকে যেভাবে বাংলা ছাড়া করেছি, ২০২৯ সালের আগেই বিজেপিকেও বাংলা ছাড়া করব।’’ তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট পূর্ব ব্লক কংগ্রেস সভাপতি খয়রুল হক লস্কর, আরিফুল সেখ, মিহির হাজরা, আক্তার সেখ, ইউসুফ খান-সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরা। স্থানীয় মানুষের দীর্ঘদিনের সমস্যা, উন্নয়ন এবং বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা সংক্রান্ত দাবিকে সামনে রেখেই এই ডেপুটেশন ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। ১০ দফা দাবির মাধ্যমে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল কংগ্রেস নেতৃত্বের মূল উদ্দেশ্য।

ময়ূর ঝর্ণায় হাতি সংরক্ষণ প্রকল্প চালুর দাবি

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ১৭ নভেম্বরঃ হাতির উপদ্রব ঠেকাতে ময়ূর ঝর্ণা হাতি সংরক্ষণ প্রকল্প চালুর দাবি উঠল। একই সঙ্গে হাতির হানায় অনাবাদি হয়ে পড়ে থাকা জমির ক্ষতিপূরণ এবং কৃষিজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের দাবিও জানাল ‘অরণ্য এবং ময়ূর বাঁচাও কমিটি’। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রামের জেলাশাসকের কাছে ১১ দফা দাবিতে স্মারকলিপি জমা দেন কমিটির সদস্যেরা। কমিটির দাবি, হাতির উপদ্রবে জঙ্গলমহলে প্রায় আট হাজার হেক্টর জমি অনাবাদি হয়ে পড়ে রয়েছে। চাষ করতে না পেরে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন বহু কৃষক ও কৃষিজীবী। এই পরিস্থিতিতে কাঁকড়াঝোড়ের ময়ূর ঝর্ণাকে কেন্দ্র করে এলিফ্যান্ট রিজার্ভ প্রজেক্ট চালুর দাবি জানিয়েছে কমিটি। তাদের বক্তব্য, ২০২২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি এই প্রকল্প চালুর কথা বলা হলেও এখনও তা বাস্তবায়িত হয়নি। কেন প্রকল্প চালু করা যাচ্ছে না, তা তদন্ত করে দেখারও দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, ২০২২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারির পর থেকে হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্তেরা কত টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন, তার হিসাব প্রকাশের দাবি উঠেছে। অনাবাদি জমির জন্য প্রতি একরে ৬০ হাজার টাকা এবং এক শতক জমির ফসল নষ্ট হলে পাঁচ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বলে দাবি কমিটির। মৃতের পরিবারকে অন্তত ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ, হাতির হানা থেকে বাঁচতে গ্রামে আলো, রাস্তা মেরামত, ৫০টি হিমঘর ও ১০০টি সবজি সংরক্ষণ কেন্দ্র তৈরির দাবিও জানানো হয়েছে। হাতি সংক্রান্ত প্রকল্পে স্থানীয় যুবকদের নিয়োগের কথাও স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

কলকাতা মেডিক্যালের ইন্টার্নদের শো-কজ, সমর্থন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর!

‘প্রতিহিংসামূলক আচরণ’ বলছেন অনিকেত-দেবাশিসরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বরঃ চোরবাগানের পুজোমণ্ডপে পদপিষ্টের ঘটনার রাতে সাংবাদিক বৈঠক করে হাসপাতালের পরিকাঠামো ও ওষুধের অভাব নিয়ে প্রশ্ন তোলার জেরে এ বার শাস্তিমূলক পদক্ষেপের মুখে পড়লেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের আট জন ইন্টার্ন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে সৌম্যদীপ দে, আয়ুষ ঝা এবং অজিষ্কা কুমার বর্মা-সহ মোট আট জন ইন্টার্নকে কারণ দর্শানোর নোটিস ধরানো হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, অধ্যক্ষের দফতরের তরফে ওই আট জন ইন্টার্নের অভিভাবকদের কাছেও ইমেল পাঠিয়ে বিষয়টি জানানো হয়েছে। এই ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে জুনিয়র চিকিৎসক মহলে। প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে ‘রাজনৈতিক প্রতিহিংসা’ বলে দাগিয়ে প্রতিবাদে সরব হয়েছেন আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ দেবাশিস হালদার এবং অনিকেত মাহাতো। হাসপাতাল সূত্রে খবর, আট জন ইন্টার্নকে পাঠানো শো-কজের চিঠি এবং তাঁদের অভিভাবকদের কাছে পাঠানো ইমেলে মূলত দু’টি অভিযোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, চোরবাগান কাণ্ডের রাতে ওই আট জন ইন্টার্ন ডিউটিতে থাকা সত্ত্বেও নিজেদের কর্তব্য পালন না করে সাংবাদিক বৈঠক করেছেন। দ্বিতীয়ত, ওই সাংবাদিক বৈঠকে হাসপাতালে মজুত ওষুধ সংক্রান্ত যে সমস্ত তথ্য তাঁরা দিয়েছিলেন এবং যে সব জীবনদায়ী ওষুধ নেই বলে দাবি করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। এই পদক্ষেপের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদত মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘অধ্যক্ষ একটি টিচিং হাসপাতালের কর্ণধার। উনি ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের (এনএমসি) নিয়মাবলি মেনে যদি কোনও কাজ করে থাকেন, তবে সেটা আইনের শাসন। আর আইনের শাসনকে তো আমরা সবসময় মাথায় তুলে রাখি। অধ্যক্ষ মহাশয়ের যদি মনে হয়ে থাকে যে কেউ আইন লঙ্ঘন করেছেন, তবে তার জন্য নিয়ম মেনেই কারণ দর্শানোর চিঠি পাঠানো হয়েছে। পড়ুয়ারা বা জুনিয়র চিকিৎসকেরাও সেই চিঠির উত্তর দেবেন। সেই অনুযায়ী অধ্যক্ষ মহাশয় যদি তাঁদের যুক্তি মেনে নেন এবং সন্তুষ্ট হন, তবে তো খুবই ভাল।’’ অন্যদিকে, কর্তৃপক্ষের এই পদক্ষেপের নিন্দা করেছেন ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট’-এর অন্যতম মুখ চিকিৎসক দেবাশিস হালদার। তাঁর কথায়, ‘‘আজই আমরা শো-কজ লেটারটি দেখলাম। চোরবাগানের ঘটনার পর আমাদের জুনিয়র ইন্টার্নেরা মেডিক্যাল কলেজের অব্যবস্থা নিয়ে



মুখ খুলেছিলেন বলেই শাস্তিস্বরূপ তাঁদের এই চিঠি পাঠানো হয়েছে। আমি এর তীব্র ধিক্কার জানাই। হাসপাতালের অব্যবস্থা নিয়ে, মানুষের স্বার্থে কী কী জিনিস নেই, তা সাধারণ মানুষের জানার অধিকার রয়েছে। শো-কজ লেটারে প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে কেন মুখ খোলা হল! একজন ইন্টার্ন আদতে একজন শিক্ষার্থী, আইনত তাঁর কথা বলার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই।’’ দেবাশিস আরও বলেন, ‘‘সরকারি হাসপাতালে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা জানেন যে দীর্ঘদিন ধরে এই অভাব-অভিযোগ নিয়ে বারবার কর্তৃপক্ষের কাছে দরবার করা হয়েছে। এমন নয় যে সে দিনই প্রথম বলা হয়েছিল। সাধারণ মানুষের স্বার্থে সত্যিটা সামনে আনার জন্য এই যে পদক্ষেপ, তাকে আমরা পূর্বতন সরকারের মতোই একটি প্রতিহিংসামূলক আচরণ হিসেবে দেখছি। প্রতিবাদী জুনিয়রদের যেভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে, আমরা সর্বতোভাবে তাঁদের পাশে রয়েছি। সবার সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’’ আর এক আন্দোলনকারী চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো সমাজমাধ্যমে দীর্ঘ পোস্ট করে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি লেখেন, ‘চোরবাগানের ঘটনায় ইন্টার্ন এবং জুনিয়র ডাক্তারদের সাংবাদিক বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে আট জন ইন্টার্ন ডাক্তারকে শো-কজ নোটিস দিলেন কলেজের অধ্যক্ষ। এটিকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার বলেই মনে করি এবং তীব্র প্রতিবাদ জানাই। আমরা দেখেছি, সে দিন ইন্টার্ন এবং জুনিয়র চিকিৎসকেরাই প্রথম এগিয়ে এসে সুষ্ঠু পরিষেবা দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। শুধু কর্তব্যরত চিকিৎসকেরাই নন, যাঁদের ডিউটি ছিল না তাঁরা এবং প্রাক্তনীরাও একযোগে কাজ করেছেন। তাই ডিউটি করতে করতে তাঁরা হাসপাতালের পরিকাঠামোগত এবং পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে যে কথা বলেছেন, তা গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যেই পড়ে।’ কর্তৃপক্ষের দিকে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে অনিকেত আরও লেখেন, ‘কী চিকিৎসা দেওয়ার জন্য, কোন পরিকাঠামোগত ত্রুটির কারণে আহত ব্যক্তিদের বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হল, এর উত্তর কর্তৃপক্ষ কবে দেবেন? গত ৯ আগস্ট আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের বুকে ঘটে যাওয়া নৃশংস ঘটনার পর সে দিন জুনিয়র ডাক্তাররা প্রতিবাদ করেছিলেন এবং সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলেছিলেন বলেই সত্য সামনে এসেছিল। অভয়ার ন্যায়বিচারের সেই লড়াইয়ে সারা বিশ্ব আন্দোলিত হয়েছিল, স্বাস্থ্য দুর্নীতি এবং গ্রেট কালচারের মুখোশ বাংলার মানুষের কাছে উন্মোচিত হয়েছিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ- এটাই সময়ের শিক্ষা।’ প্রসঙ্গত, গত দুর্গাপুজোর প্রথম সপ্তমীর দিন (১৭ অক্টোবর) উত্তর কলকাতার চোরবাগানের পুজোমণ্ডপে পদপিষ্ট হয়ে ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনায় গুরুতর জখমদের প্রথমে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে আনা হলেও, পরে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে তাঁদের অ্যাপোলো হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ওই রাতেই মেডিক্যাল কলেজের একদল জুনিয়র চিকিৎসক ও ইন্টার্ন সাংবাদিক বৈঠক করে প্রশ্ন তোলেন, রাজ্যের শীর্ষস্তরের একটি সরকারি হাসপাতাল থেকে কেন জখমদের একটি বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো হল? একই সঙ্গে রক্তক্ষরণ বন্ধের ওষুধ এবং জরুরি চিকিৎসা সরঞ্জাম হাসপাতালে অমিল ছিল বলেও অভিযোগ তুলেছিলেন ইন্টার্ন সৌম্যদীপ দে-রা। সেই বিতর্কের জল গড়িয়েছিল স্বাস্থ্য ভবন পর্যন্ত। নবমীর দিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্বাস্থ্য দফতরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কাজের সময় ওয়ার্ডে না থেকে জুনিয়র চিকিৎসকেরা সাংবাদিক বৈঠক করছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখতে। এরপরই স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদত মুখোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজের প্রশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দেন এবং জানান, প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী সে দিন হাসপাতালে পর্যাপ্ত ওষুধ মজুত থাকার কথাই জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। তার পরই এ বার সরাসরি আট ইন্টার্নের বিরুদ্ধে শো-কজের খাঁড়া নেমে এল।

ছাত্রীকে অশালীন মেসেজ! সাসপেন্ড শিক্ষকের প্রত্যাবর্তনে রণক্ষেত্র দক্ষিণ কলকাতার নামী স্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বরঃ স্কুল ছাত্রী ও সহকর্মী শিক্ষিকাদের হোয়াটসঅ্যাপে অশ্লীল বার্তা পাঠানোর অভিযোগ ঘিরে এবার উত্তাল দক্ষিণ কলকাতার প্রথম সারির স্কুল। কয়েক মাস আগেই বাংলার ওই শিক্ষককে বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। এরপর ওই শিক্ষককে সাসপেন্ড করা হয়। জল গড়ায় আদালতে। আদালত হাইকোর্টের নির্দেশে সাসপেনশন উঠে যাওয়ার পর মঙ্গলবার সকালে অভিযুক্ত শিক্ষক কাজে যোগ দিতে এলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন পড়ুয়া ও শিক্ষিকারা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্কুল চত্বরে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। ঘটনার সূত্রপাত গত আগস্ট মাসে। স্কুলের বাংলা বিভাগের শিক্ষকের বিরুদ্ধে এক ছাত্রীকে হোয়াটসঅ্যাপে আপত্তিকর বার্তা পাঠানোর অভিযোগ ওঠে। পরবর্তীতে জানা যায়, শুধু ছাত্রী নয়, স্কুলের একাধিক সহকর্মী শিক্ষিকাকেও তিনি একই ধরনের অশ্লীল ও বিতর্কিত মেসেজ পাঠাতেন। এই অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রথমে ওই শিক্ষককে ছুটিতে পাঠায় এবং সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়। পাশাপাশি স্কুল কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রছাত্রীদের তরফে থানায় একটি এফআইআর-ও দায়ের করা হয়েছিল। নিজের সাসপেনশনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এরপর কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অভিযুক্ত শিক্ষক। কয়েক সপ্তাহ মামলা চলার পর উচ্চ আদালতের নির্দেশে তাঁর সাসপেনশন প্রত্যাহার হয়। পুজোর ছুটি মিটতেই মঙ্গলবার সকালে ফের স্কুলে কাজে যোগ দিতে আসেন তিনি। অভিযোগ, এদিন স্কুলে এসেও তিনি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করেন। এরপরেই ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে পড়ুয়াদের। সকাল ১১টা থেকে স্কুলের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভে বসে পড়ে তারা। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই বিক্ষোভে শামিল হন স্কুলের সহশিক্ষিকারাও। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে অভিযুক্ত শিক্ষককে দীর্ঘক্ষণ টিচার ইন-চার্জের ঘরে বসিয়ে রাখা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পুলিশ ওই শিক্ষককে ঘেরাওমুক্ত করে একটি ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পরিস্থিতি আরও অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। ট্যাক্সি আটকে তীব্র বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন পড়ুয়ারা। বাধ্য হয়ে অভিযুক্ত শিক্ষককে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে পুনরায় টিচার ইন-চার্জের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখে পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে পড়ুয়াদের তীব্র বচসা ও বাগযুদ্ধ শুরু হয়। অভিযুক্ত শিক্ষক গড়িয়াহাট থানাকে লিখিত জানিয়ে দেন, তিনি আর স্কুলে আসবেন না। এরপরই পুলিশের গাড়ি অভিযুক্ত শিক্ষককে স্কুলের ভিতর থেকে বার করে আনেন।



অঞ্জনা বসুর বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজোয় বিশেষ অতিথি সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বরঃ বিনোদন জগতের ব্যস্ততার মাঝেও বাঙালির উৎসব-পার্বণের সঙ্গে বরাবরই নিবিড় যোগাযোগ অভিনেত্রী অঞ্জনা বসুর। অভিনয়ের পাশাপাশি পুজো-পার্বণেও বিশেষ আগ্রহ রয়েছে তাঁর। সেই ধারাই বজায় রেখে প্রতি বছরের মতো এ বছরও অভিনেত্রীর বাড়িতে আয়োজন করা হয়েছে জগদ্ধাত্রী পুজোর। আর পুজোর দিনেই বিশেষ অতিথি হিসেবে হাজির হলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে পালিত হয় জগদ্ধাত্রী পুজো। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে এই পুজো ঘিরে থাকে আলাদা উন্মাদনা। কোথাও বারোয়ারি আয়োজন, কোথাও আবার বনেদি বাড়ির নিজস্ব পুজো। সেই তালিকায় অঞ্জনা বসুর বাড়ির পুজোও প্রতি বছর বিশেষ গুরুত্ব পায়। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হল না। পুজোকে ঘিরে অভিনেত্রীর বাড়িতে তৈরি হয়েছে উসবের আবহ। কাজের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, পুজো-পার্বণের দিনগুলিতে নিজের ঐতিহ্য ও পারিবারিক রীতিকে গুরুত্ব দেন অঞ্জনা। প্রতি বছরের মতো এ বছরও নিয়ম মেনে বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজোর আয়োজন করেছেন তিনি। পুজোর দিন আত্মীয়-পরিজন ও আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতিতে জমে উঠেছে বাড়ির পরিবেশ। এ দিনের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে পুজোর অন্যতম আকর্ষণ। অভিনেত্রীর বাড়ির পুজোয় তাঁর আগমন ঘিরে তৈরি হয়েছে বাড়তি আগ্রহ। রাজনীতি ও বিনোদন জগতের পরিচিত মুখের এই উপস্থিতি এ বারের আয়োজনকে দিয়েছে অন্য মাত্রা। জগদ্ধাত্রী পুজো বাঙালির কাছে শুধুই ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে পারিবারিক ঐতিহ্য, আবেগ এবং একসঙ্গে সময় কাটানোর আনন্দ। দেবী জগদ্ধাত্রীকে শক্তি ও শুভশক্তির প্রতীক হিসেবে আরাধনা করেন ভক্তরা। তাই এই পুজোকে ঘিরে বাংলার ঘরে ঘরে তৈরি হয় এক বিশেষ আবহ। অঞ্জনা বসুর বাড়ির পুজোও যেন সেই চেনা বাঙালিয়ানারই প্রতিচ্ছবি। প্রতি বছরের মতো এ বছরও নিজের বাড়িতে পুজোর আয়োজন করে পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় রাখলেন অভিনেত্রী। আর সেই পুজোয় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের উপস্থিতি এ বারের উদযাপনে যোগ করল বাড়তি আকর্ষণ

বিশ্ব তালিকায় নজির আইআইটি খড়্গপুরের! তাকলাগানো সাফল্য দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেরও, কে কোন স্থান পেল?

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি ও খড়্গপুর, ১৭ নভেম্বরঃ সদ্য প্রকাশিত হয়েছে কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি সাসটেইনেবিলিটি র‍্যাঙ্কিং ২০২৭। সেই তালিকাতেই ভারতসেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে আইআইটি দিল্লি। দেশের মধ্যে শীর্ষ স্থান দখলের পাশাপাশি এই প্রতিষ্ঠান বিশ্ব তালিকাতেও রয়েছে প্রথম ২০০-র মধ্যে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। তালিকায় তাদের স্থান ১৯৪তম। এদিকে, দেশের অন্য প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দেশের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে আইআইটি খড়্গপুর (বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং ২২৪) এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় (বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং ২৩৭)। সংবাদসংস্থা পিটিআই-এর খবর, এই র‍্যাঙ্কিংয়ের নিরিখে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভারতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির র‍্যাঙ্কিংয়ে এ বছর অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। ২০২৩ সালে যেখানে বিশ্বের প্রথম ৫০০-র মধ্যে

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩৪৩ সংখ্যা, বুধবার্ , ১ অগ্রাহয়ণ, ১৪৩৩

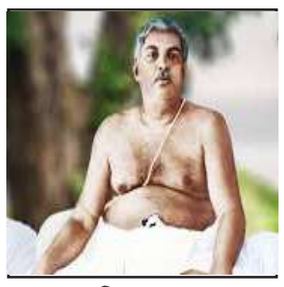
কমল মজুমদার

কথাসাহিত্যিক ও শিল্পী কমলকুমার মজুমদার। জন্মঃ- ১৬ নভেম্বর, ১৯১৪ সাল। ১৯৬৯ সালে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'অন্তর্জলি যাত্রা' প্রকাশিত হয়। ১৯৭০ সালে তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'নিম অন্নপূর্ণা' প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রধান গল্পগুলি হল নিম অন্নপূর্ণা, শ্যামনৌকা, গোলাপ সুন্দরী, মতিলাল পাদরী, তাহাদের কথা, প্রভৃতি। পিঞ্জরে বসিয়া শুক, খেলার প্রতিভা, অন্তর্জলী যাত্রা, সুহাসিনীর পমেটম, অনিলা স্মরণে ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। দানসা ফকির তাঁর রচিত নাট্যগ্রন্থ। তিনি বিচিত্র বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি প্রধানত লিখতেন এক্ষণ, কৃত্তিবাস প্রভৃতি পত্রিকায়। বাংলার সাবেকি লোকশিল্প, কুটিরশিল্প, ধাতুশিল্প ও দারুশিল্প এবং মঠ ও মন্দির বিষয়ক বিভিন্ন দিকে তাঁর অধিকার ছিল। তাঁর ছড়ার সঙ্কলন 'আইকম বাইকম' ও 'পানকৌড়ি'। ছড়ার বইয়ে নিজেই চিত্রাঙ্কন ও অলঙ্করণ করেছিলেন। সাউথ পয়েন্ট স্কুলে শিল্পকলা বিষয়ক শিক্ষক ছিলেন। শেষের দিকে বস্তির ছেলেমেয়েদের নাটক অভিনয় শেখাতেন। তাকে বলা হয় 'লেখকদের লেখক'। তাঁর উপন্যাস 'অন্তর্জলী যাত্রা' এর অনন্যপূর্ব আখ্যানভাগ ও ভাষাশৈলীর জন্য প্রসিদ্ধ। বাঙলা কথাসাহিত্য বিশেষ করে উপন্যাস ইয়োরোপীয় উপন্যাসের আদলে গড়ে উঠছিল, কমলকুমার মজুমদার সেই পথ ত্যাগ করেছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের দুরূহতম লেখকদের একজন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলার, টাকি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-প্রফুল্লকুমার মজুমদার এবং মাতা- রেণুকাদেবী। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিভিন্ন স্থানে কর্মরত ছিলেন। উল্লেখযোগ্য ভাবে, বাংলা সরকারের জনগণনা বিভাগ, গ্রামীন শিল্প ও কারুশিল্প, ললিতকলা একাডেমি এবং সাউথ পয়েন্ট স্কুলে। এছাড়াও তিনি ছবি, নাটক, কাঠের কাজ, ছোটদের আঁকা শেখানো, ব্যালে নৃত্যের পরিকল্পনা, চিত্রনাট্য রচনা করেন। বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর লেখা সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। রাধাপ্রসাদবাবু বলতেন, কমলবাবুর পাণ্ডিত্য যখন-তখন অবাক করে দেবার মতো। কিন্তু সেটা তিনি দেখাতেন না, কথায় কথায় ধরা পড়ত। একটা সেন্স অব হিউমারে সব মুড়ে রাখতেন। একবার হল কী, এক ফড়ফড়ে আঁতেল এসে হাজির কফি হাউজে। নতুন নতুন কী সব বইপত্তর নিয়ে বেজায় বকছে। সদ্য প্রকাশ হওয়া কোন এক আর্ট থিওরির বইয়ের নাম করে বললে, সে কী, এ বই না পড়া থাকলে তো তিরিশ বছর পিছিয়ে আছেন? হঠাৎ বহুক্ষণ চুপ থাকা কমলবাবু বললেন, 'আপনার কি অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিক্স' পড়া আছে? আঁতেল মাথা নাড়ল, না, ওটা পড়া নেই। তাতে 'এ হে হে' করে উঠলেন কমলবাবু। বললেন, তাহলে তো আড়াই হাজার বছর পিছিয়ে গেলেন মোহায়! আঁতেল চুপ। একদিন বিক্রমনের সঙ্গে বসেছি কমলকুমারের কাছে। এ কথা, সে কথায় বিক্রমন জিজ্ঞেস করলেন, এত কঠিন করে লেখেন কেন?' একটু হেসে বললেন, বলা কঠিন। তারপর একটু থেমে বললেন, তআমার যে খুব সহজ, তরতরে লেখা পড়তেও কষ্ট হয়, হোঁচট খাই।

রবি ঘোষ

যদি বলি খর্বকায় রবীন্দ্রনাথ ঘোষ দোস্তিদার কে চেনেন? প্রশ্নটি শুনে, অনেকেই হয়তো দুই ভুরুর মাঝের অংশ সংকুচিত করে স্মৃতির পাতায় পরিচিতের তালিকা হাতড়াতে থাকবেন। কিন্তু যদি বলি, গুপীনাথ গায়েনের জুড়িদার ব এ কাঠি ঘ এ কাঠি অর্থাৎ বাঘাকে চেনেন? সেক্ষেত্রে আমি নিশ্চিত অনেকেরই ঠোঁটের কোনায় হাসি ফুটে উঠবে। হ্যাঁ,ঠিকই ধরেছেন। আমি আমাদের সকলের অত্যন্ত প্রিয় বাংলা ছবির কিংবদন্তি অভিনেতা রবি ঘোষের কথা বলছি। এই রবীন্দ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার ওরফে রবি ঘোষ আমাদের সাউথ সাবার্বান স্কুল (মেইন) এর ছাত্র ছিলেন। ১৯৪৩ সালে উনি আমাদের স্কুলে ভর্তি হন এবং এই স্কুল থেকেই মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেন।পড়াশোনার পাশাপাশি উনি ছোট থেকেই ভালো ছবি আঁকতে পারতেন। উনি যখন ক্লাস নাইনের ছাত্র, তখন ইতিহাস পরীক্ষায় লর্ড ক্লাইভ সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন এসেছিল। লর্ড ক্লাইভ সম্বন্ধে ওই প্রশ্নের উত্তর ওঁর জানা না থাকায়,পরীক্ষার খাতায় লর্ড ক্লাইভ এর একটি সুন্দর ছবি এঁকে দিয়েছিলেন। মনে মনে ভেবেছিলেন, উত্তর তো অনেকেই লিখবে, কিন্তু এ ছবি দেখে মনি মাস্টার মশাই খুব তারিফ করবেন নিশ্চয়। কিন্তু বাস্তবে ঘটেছিল ঠিক উল্টোটাই। পরবর্তীকালে আশুতোষ কলেজে পড়ার সময় তিনি নিয়মিত শরীরচর্চাও শুরু করেন কলেজের ব্যায়ামাগারেই। সাথে অভিনয়ের প্রতি বাড়তি ঝোঁক থাকায়,তিনি অভিনয়কেও আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন শরীরচর্চার পাশে জীবনের প্রতিটি বাঁকে। এর জন্য কখনো বাবার অমতে গিয়ে বাড়ি পর্যন্ত ছেড়েছেন। কখনও আবার ছেড়েছেন আদালতের নিশ্চিন্ত চাকরি। দাপটের সাথে মঞ্চ থেকে শুরু করে ছবির পর্দায় অভিনয় করে গেছেন দীর্ঘদিন। সত্যজিৎ রায় তার এক সাক্ষাৎকারে রবি ঘোষ সম্পর্কে বলেছেন যে -রবি ঘোষ মোটেই কেবল কৌতুক অভিনেতা ছিলেন না,পাশাপাশি ছিলেন যথার্থ একজন চরিত্রাভিনেতা। সত্যিই তার প্রমাণ পাওয়া যায় সত্যজিতের জন অরণ্য ছবিটি দেখলে। উত্তম -সৌমিত্র যুগেও খুব পরিচিত সিনেমার ভাষ্যে রবি ঘোষই নিয়ে এসেছিলেন একটা অন্যরকম হওয়া। যে হাওয়ার রেশ থেকে যায় বহু বহু বছর। মনে পড়ে অরণ্যের দিনরাত্রি ছবিটির কথা, যেখানে রবি ঘোষ শেখর নামে একটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সেখানে অসীমের চরিত্রে অভিনয় করা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে সঞ্জয় চরিত্রে অভিনয় করা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় বলছেন - শেখরটাকে সঙ্গে না আনলে ঠিক জমে না.. সত্যিই সে সময়ের বাংলা ছবিতে রবি ঘোষের উপস্থিতি ছাড়া ছবি জমত না। তপন সিনহার ছবি গল্প হলেও সত্যিতে ধনঞ্জয়ের চরিত্রে তিনি তিনি অভিনয় করেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা পাবে।

সাধক রামপ্রসাদ



পরম ঈশ্বর তাঁর শরীরে অবস্থিত থাকেন। তিনি মহান হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। তাকে কেন্দ্র করে সবাই পরিক্রমা করতে শুরু করে দেয়। যেমন ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ঘিরে সবাই পরিক্রমা করতে শুরু করে দিয়েছিল। ভগবান হলেন জগত সেরা। তিনি আছেন বলে সবাই শারীরিকভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগতে নিজেকে রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। কালী ভক্ত রামপ্রসাদ বলেছেন, মা কালীর পুজো করতে হবে। মা কালীর আর্শিবাদ নিতে হবে। পেতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকলে তিনি নিশ্চয় সাড়া দিবেন। ডাকার মতো করে ডাকতে হবে। কালী মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। নিজেকে মানসিক শক্তি দিয়ে অপরকে উপকার করতে হবে। জাগাতে হবে নিজেকে ভালো কাজের মধ্যে দিয়ে। জাগরিত করতে হবে আপন শক্তিকে। অশুভ শক্তিকে পরাজিত করতে হবে। শুভ শক্তির সূচনা করার প্রয়োজন। হালিশহর নিবাসী মা কালী রামপ্রসাদ বলতেন, দান, ধ্যান এবং শিক্ষা দান করলে কোনও সময় তা কমে না।

রডা কোম্পানির অস্ত্র লুণ্ঠন ও বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী

রবীন্দ্রকুমার শীল

বিশ শতকে মধ্য কলকাতার পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার নাম বদলে রাখা হয় বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট। কে এই বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী?

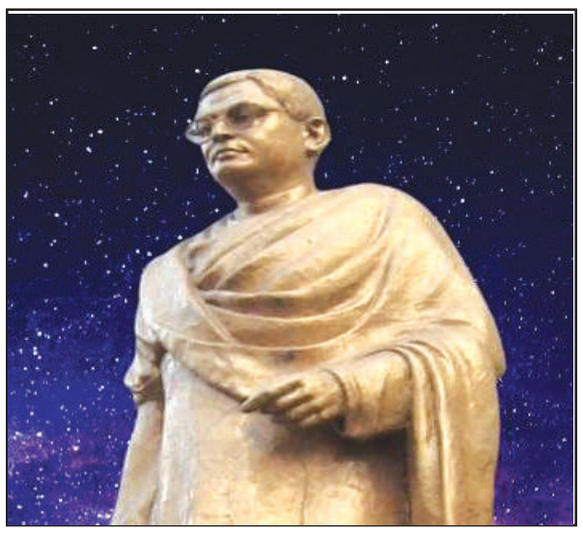
১৯১৫ সালের ২ অগস্ট। চব্বিশ পরগণা জেলার আগরপাড়া স্টেশনে বিকেল ৫ঃ১৪-র ট্রেনে সোদপুরের দিক থেকে নামলেন দুই ভাই, ক্ষেত্রনাথ পাল আর ননীনাথ পাল। এঁরা ছিলেন পৌরসভার ট্যাক্স সংগ্রাহক। দুজনের সঙ্গেই তখন সারাদিনের সংগ্রহ। আগর পাড়া স্টেশন থেকে যে রাস্তাটি সোজা ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের দিকে যাচ্ছে সেই রাস্তা দিয়ে দুই ভাই এগোতে শুরু করলেন তাঁদের বাড়ির দিকে। কিছুদূর এগোবার পর এল নীলগঞ্জ রোড আর স্টেশন রোডের সংযোগস্থল চার রাস্তার মোড়। সেখানে আগে থেকেই ঘোরাঘুরি করছিলেন ছ-সাত জন ধুতি পাঞ্জাবি পরা বাঙালি যুবক। দুই ভাই ওখানে পৌঁছতেই তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিন-চার জন। ননীনাথ নিজেকে বাঁচিয়ে বড় রাস্তার দিকে দৌড়াতে লাগলেন আর সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে লাগলেন। ছিনতাই হয়ে গেল ক্ষেত্রনাথের টাকা ভর্তি ব্যাগ।

এদিকে ননীনাথের ডাকে সাড়া দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের ধারণা হয়েছিল, আক্রমণকারীরা পেশাদার ডাকাত। স্বাভাবিকভাবেই তারা দৌড়ে গিয়েছিল চার রাস্তার মোড়ের দিকে। দ্রুত গতিতে তাদের আসতে দেখে ক্ষেত্রনাথের ব্যাগ ফেলে সকলে বিভিন্ন দিকে দৌড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু পিছন দিক থেকে তাড়া করে, তারা এক জনকে ধরে ফেলে। পুলিশ ঘটনাস্থলে আসবার পরে সেই ব্যক্তির পরিচয় সবার সামনে উন্মোচিত হয়। তিনি বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী।

ব্রিটিশ সরকারের খাতায় তাঁর আদি নিবাস উত্তর চব্বিশ পরগনার হালিশহর এবং কলকাতার ৪ নম্বর দুর্গাচরণ পিতুরি লেন। ভারত শাসন আইন অনুসারে তাঁর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মামলা তখনও পর্যন্ত বিচারাধীন। কিন্তু ব্রিটিশ পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারছিল না। আগরপাড়ার স্থানীয় মানুষদের সহায়তায় সেদিন গ্রেফতার হয়ে গেলেন বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম নেতা বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী। এরপরের পর্ব বিচারের। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল খড়দহ হাইওয়ে ডাকাতি মামলা। বিচার হয়েছিল আলিপুরের আদালতে। এই মামলা ছাড়াও সেই সময় তাঁর বিরুদ্ধে উঠেছিল রড্ডা কোম্পানির অস্ত্র এবং গোলা বারুদ লুণ্ঠনের অভিযোগ। উঠেছিল গার্ডেনরিচ এবং বেলেঘাটায় ডাকাতির অভিযোগ।

উনিশ শতকের শেষের দিকে মধ্য কলকাতায় গড়ে উঠেছিল 'আত্মোন্নতি সমিতি' নামে একটি গোষ্ঠী। ১৩ নম্বর ওয়েলিংটন লেন রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গড়ে ওঠা এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ডন পত্রিকা খ্যাত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সহ একদল বিপ্লবী। পরবর্তী সময়ে এই সংগঠনটি চলে আসে তিন নম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারের খেলাৎচন্দ্র ইনস্টিটিড শনের বাড়িতে। আর সেই সময়েই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী।

১৯০২ সালের একটি ঘটনা। ধর্মতলা চত্বরে বিশেষ কাজে গিয়েছিলেন বিপিন বিহারী। হঠাৎ



চোখে পড়ল একটি বাঙালি ছেলেকে দুই-তিন জন সাহেব রাস্তার মাঝখানে ভীষণভাবে মারধর করছে। তৎক্ষণাৎ সেখানে ছুটে গেলেন। যোগ দিলেন ওই বাঙালি যুবকের সঙ্গে। দুজনের সঙ্গে পেরে উঠল না সাহেবরা। আহত যুবকটিকে সরাসরি নিয়ে এলেন আত্মোন্নতি সমিতির কার্যালয়ে। পরবর্তী সময়ে সেই যুবকটি হয়ে উঠেছিলেন সমিতির একজন অন্যতম কর্মী, নাম ধরানাথ ভট্টাচার্য।

১৯০৩ সালে তাঁর যোগাযোগ হল বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে। অরবিন্দ ঘোষের সান্নিধ্যে তখন বাংলার বিপ্লবীরা ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করেছেন। ১৯১৪ সালের ২৬ আগস্ট সংঘটিত হল রডা কোম্পানির অস্ত্র লুণ্ঠন। এই কাজের পরিকল্পনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ও অনুকুল মুখার্জি। বিপ্লবীরা ৫০টি মাউজার পিস্তল এবং ৪৬,০০০ কার্তুজ তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। সিডিসন কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছিল ১৯১৪ সালের অগস্ট মাসের লুট হওয়া ওই অস্ত্রই পরবর্তীকালে ৫৪টি ডাকাতি এবং হত্যার কাজে ব্যবহার করা হয়। রডা বন্দুক চুরির ঘটনায় মলঙ্গা লেনে অবস্থিত বিপ্লবী কর্মীদের উপরে বিশেষ চাপ সৃষ্টি করা হয়। পুলিশি তৎপরতায় বেশ কিছু অস্ত্র এবং কার্তুজ উদ্ধার হয়। কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন অনুকুল মুখার্জি, গিরীন্দ্র ব্যানার্জি, নরেন ব্যানার্জি, কালিদাস বসু সহ কয়েকজন বিপ্লবী। বিপিন বিহারী সেই সময়ে আগরপাড়ায় আত্মগোপন করেন।

১৯১৫ সাল। রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে তখন সারা ভারত জুড়ে একটি বিপ্লবের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

ব্রিটিশ পুলিশ আধিকারিক জে সি নিক্সন ১৯১৭ সালে এই ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে সরকারি নথিতে উল্লেখ করছেন কলকাতায় এই পরিকল্পনায় মূলত যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ওরফে মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী।

বিপিন বিহারীর অন্যতম সহযোগী বরানগর নিবাসী খগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি তাঁর এক স্মৃতিচারণে বলেছেন, বিপিন বিহারী তখন ছদ্মবেশ ধারণ করে শিখ পাঞ্জাবীদের পোশাক পরতেন। মাথায় থাকত পাগড়ি। দাড়ি রেখেছিলেন, হাতে বালাও পরতেন। আর সেই ছদ্মবেশে অবাধে প্রবেশ করতেন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে। কথা বলতেন দেশীয় সৈন্যদের সঙ্গে।

আগরপাড়া গ্রামে ঐতিহাসিক ডাকাতি এবং মুরারি মোহন মিত্রের হত্যার ঘটনার পর কারাদণ্ডে দণ্ডিত বাংলার এই বিপ্লবীকে ব্রিটিশ সরকার কখনো নিয়ে যায় দিল্লিতে, কখনো বা দেশের অন্যান্য প্রান্তে। তাঁকে রাখা হয় কনডেমড সেলে। মানুষের সঙ্গে দেখা করার কোন সুযোগ ছিল না। ছিল না কোন বই পড়ার সুযোগ।

১৯২৯ সালে তৈরি বাংলার বিপ্লবীদের সম্পর্কে ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের গ্রীন লিস্টের তালিকায় ৩৮৪ নম্বরে পাওয়া যায় বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর নাম। ১৯৪২ সালে তিনি ভারত ছাড়ো আন্দোলনেও যোগ দেন। তিনি জীবনের প্রায় ২৪ বছর বিভিন্ন জেলে কাটান। ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় আইন সভায় সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন বিপিন বিহারী। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে চব্বিশ পরগনার বীজপুর বিধানসভা থেকে তিনি বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হন। স্বাধীন ভারতবর্ষে কৃষক এবং শ্রমিক আন্দোলনে সে সময় তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। শরৎচন্দ্র সেসময় হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি। বিপিনবিহারী তখন হাওড়া জেলার শিবপুর, সালকিয়া, ডোমজুড়, আন্দুল, বাগনানে দাপিয়ে সংগঠন করে চলেছেন। সেই সময় শরৎচন্দ্র তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। অর্থ সাহায্য ও আত্মগোপনের ব্যবস্থা করেছেন।

শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন' থেকে জানা যায়, শরৎচন্দ্র বিপিনবিহারী সম্পর্কে বলেন, 'কত বলি বিপিন আমার বাড়িতে এসে মাঝে মাঝে দু চারদিন থাকো, একটু ভালো খাও, ভালো বিছানায় শোও, একটু আদর যত্ন গ্রহণ কর, তা ওর সময় হয় না। সময় হবে কোথা থেকে, দেশের চিন্তা ছাড়া ওর কি আর চিন্তা আছে? কিছুই নেই।' ৫ নভেম্বর, অগ্নিযুগের বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর ১৩৯তম জন্মদিন চলে গেল। তাঁর ছবিতে মালা পড়ানোর কেউ নেই

ভারতে মুন্ডা বিদ্রোহের নায়ক

চিত্ত মুন্ডা

ভারতে মুন্ডা বিদ্রোহের নায়ক। বিরসামুন্ডা র জীবনের অজানা কাহিনী। ঔপনিবেশিক শাসন শুধুমাত্র আদিবাসীদের আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেনি তাদের স্বাধিকার এবং প্রথাগত জীবনযাত্রাকে বিধ্বস্ত করেছিল যা আদিবাসীদের ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল এবং তার চূড়ান্ত পরিনতি ছিলো মুন্ডা বিদ্রোহ বা মুন্ডা অভ্যুত্থান। নৃতাত্বিক দিক দিয়ে মুন্ডারা ছিল অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর মানুষ। মুন্ডা বিদ্রোহ হয়েছিলো মূলত ছোটনাগপুর অঞ্চলে,মূল কেন্দ্র ছিলো রাঁচি এবং সিংভূম অঞ্চল। মাথায় রাখতে হবে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি সরাসরি ছোটনাগপুরের শাসনভার গ্রহন করে এবং ভূমি বন্দোবস্ত চালু করে। উচ্চহারে রাজস্ব,বহিরাগত বা দিকুদের অত্যাচার। মহাজনী শোষনের বিরুদ্ধে কোল, হো,ওঁরাও এবং মুন্ডারা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। ১৮৩২ নাগাদ ছোটনাগপুর অঞ্চলে কল বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছিল এবং উনবিংশ শতকে এই বিদ্রোহের সম্প্রসারিত রূপ ছিল মুন্ডা বিদ্রোহ। কোল সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বা সর্দারদের বলা হতো মুন্ডা বা গ্রাম প্রধান। এরা আদতে কোল সম্প্রদায়ের অংশ। প্রথাগত নিয়ম অনুযায়ী কোলরা সকলে মিলে বনজঙ্গল কেটে ও পরিষ্কার করে চাষবাস উপযোগী করে তোলে। তাদের মালিক রাজাও নয়, জমিদার নয়। মালিকানা ছিলো যৌথ। এটি খুন্তকান্টি ব্যবস্থা নামে পরিচিত। বনের ফলমূল,কাঠ,বেত প্রভৃতির অধিকার ছিলো কোলদেরই। চিরাচরিত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ভাঙন , ঔপনিবেশিক শাসনে মুন্ডাদের খুন্তকান্তি ব্যবস্থার অবসান ঘটে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী ব্যবস্থার প্রবর্তন হলে আদিবাসী জমিদারেরা তাদের জমিদারিগুলি হস্তগত করে শিখ, মুসলিম এবং পাঞ্জাবী বহিরাগত জমিদারেরা। অন্যদিকে ফসলের পরিবর্তে নগদে রাজস্ব দেওয়া বাধ্যতামূলক হওয়ায় ছোটনাগপুর অঞ্চলে বহিরাগত মহাজনদের প্রভাব বাড়তে থাকে। সামগ্রিকভাবে জমিদার ও মহাজন্দের প্রভাব বাড়তে থাকে । সামগ্রিকভাবে জমিদার ও মহাজনী শোষনের বিরুদ্ধে মুন্ডা নেতারা প্রচারাভিযান শুরু করে। ঔপনিবেশিক অরণ্য আইন প্রয়োগ করে অরণ্য এবং অরণ্যজাত দ্রব্যের ওপর আদিবাসীদের চিরাচরিত অধিকার হরণ করা হয়। আদিবাসী মুন্ডারা অরণ্য থেকে বাঁশ,কাঠ, পাতা, মধু,ফলমূল সংগ্রহ করত। এমনকি অরণ্যে পশুশিকার করতো এবং পতিত জমিতে পশু চরাতো। এই অধিকার হরণ শুধুমাত্র তাদের আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেনি তাদের এতদিনের অধিকার এবং স্বতন্ত্রতাকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে জমি জরিপ করে পতিত জমিগুলিকে কোম্পানি দখলে নিলে মুন্ডারা ছিন্নমূল হয়ে যায়। মুন্ডাদের বলপূর্বক জমিদার ও জোতদারদের বেগার শ্রম দিতে বাধ্য করতো। এমনকি কোম্পানি তার বানিজ্যিক ফসল চাষ এবং অন্যান্য কাজে মুন্ডাদের সামান্য মজুরির বিনিময়ে বলপূর্বক কাজে নিয়োগ করতো। তাদের জোর করে আসামের চা বাগানে পাঠানো হতো। খ্রিস্টান মিশনারিদের কার্যকলাপ, ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে লুথেরান,অ্যাংলিকান,ক্যাথলিক মিশনারিরা মুন্ডা সমাজে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করতে গেলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃস্টি হয়েছিল। বিরসা মুন্ডা শুধুমাত্র মুন্ডা বিদ্রোহের নায়ক নন, তিনি সমগ্র আদিবাসী সমাজের কাছে এক কিংবদন্তী নেতা। ধরতী আবা বা ধরত্রীর পুত্র বিরসা মুন্ডাদের কাছে হয়ে উঠেছিলেন 'সিংবোঙা' বা 'সূর্যদেবতা'এবং বিরসা ভগবান। তার ডাকেই সংগঠিত হয়েছিল 'মুন্ডা উলগুলান' বা তুমুল আলোড়ন।

বিরসা জন্মগ্রহন করেছিলেন ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে রাঁচি জেলার অন্তর্গত বোহান্ডা জঙ্গলের নিকট চালকাদ গ্রামে। বাবা সুগান মুন্ডা, মা কারমীর চতুর্থ সন্তান ছিলেন বিরসা মুন্ডা। বিরসার ছোটবেলা কেটেছিল বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়িয়ে,পশুপালন করে আর বাঁশি বাজিয়ে। লোকমুখে ছোটবেলা থেকে কোল ও মুন্ডা সর্দারদের বীরত্বের কাহিনী ও অতীতের সুখের, গৌরবের দিনগুলোর কথা শুনে ছোট্ট বিরসা চঞ্চল হয়ে উঠত।

একদিকে দারিদ্র ও অন্যদিকে মিশনারি প্রভাবে সুগান মুন্ডা তার ১২ বছরের পুত্র বিরসাকে স্থানীয় জার্মান মিশনারি স্কুলে ভর্তি করে দেন। পরে এক ক্যাথলিক গীর্জার স্কুলে ভর্তি হন বিরসা । বিরসার মনে একদিকে আদিবাসী সংস্কৃতি অন্যদিকে মিশনারি ধর্ম ও শিক্ষার পারস্পারিক বিরোধিতার টানাপোড়েন চলছিলো । এই সময় তিনি বৈষ্ণব গুরু আনন্দ পাঁড়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অবশেষে সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দের অবসান ঘটিয়ে বিরসা আদিবাসী ঐতিহ্য এবং বিশ্বাসের ওপর ভর করে নিজেকে ' সিংবোঙার' অবতার হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। অসাধারন ব্যক্তিত্ব সাহস,নতুন ধর্মীয় ভাবাবেগ এবং সম্মোহনী ক্ষমতা মুন্ডা সমাজকে আলোড়িত করেছিল। তিনি মুন্ডা সমাজের সংস্কারের জন্য কিছু নির্দেশিকা চালু কবেন। ১। মুন্ডাদের মদ্যপান পরিত্যাগ করতে হবে । ২। সুন্দর এবং নির্মল গ্রাম ও চরিত্র গঠন

তৃণমূলকে শমীকের কড়া খোঁচা, শূন্যের সঙ্গে শূন্য যোগ করলে ফলও শূন্য

শিবনাথ দাস

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পালা বদলের পর বদলে গিয়েছে রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণ। দীর্ঘদিনের শাসনক্ষমতা হারিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস এখন বিরোধী শিবিরে। অন্যদিকে, শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার রাজ্যের শাসনভার সামলাচ্ছে। আর এই নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে বিরোধী দলগুলির মধ্যে শুরু হয়েছে নতুন করে হিসেবনিকেশ। বিশেষ করে বিজেপিকে মোকাবিলা করতে বৃহত্তর বিরোধী জোট গঠনের সম্ভাবনা ঘিরে নতুন করে সরগরম বঙ্গ রাজনীতি।

সম্প্রতি প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির জন্মদিন ও মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানে গিয়ে বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বিরোধী ঐক্যের পক্ষে সওয়াল করেন। তাঁর বক্তব্য, মঞ্চে যদি তৃণমূল, বাম ও কংগ্রেসের নেতারা পাশাপাশি বসতে পারেন, তাহলে রাজনৈতিক লড়াইয়ের ময়দানেও তাঁরা একজোট হতে পারবেন না কেন? তাঁর মতে, বিরোধীরা আলাদা আলাদা লড়াই করলে রাজনৈতিক সুবিধা পাবে বিজেপি। তাই বিজেপিকে আটকাতে বৃহত্তর বিরোধী সমন্বয়ের প্রয়োজন রয়েছে।

কুণাল ঘোষের এই বক্তব্য নিছক একটি রাজনৈতিক মন্তব্য নয়, বরং তৃণমূলের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। কারণ, এতদিন পর্যন্ত তৃণমূলের রাজনীতিতে নিজেদের স্বতন্ত্র শক্তি হিসেবে তুলে ধরার প্রবণতাই ছিল বেশি। জাতীয় রাজনীতিতেও একাধিক বার বিরোধী জোটের নেতৃত্ব দেওয়ার দাবি করেছে তৃণমূল। অথচ রাজ্যে বিরোধী দলগুলির সঙ্গে সমন্বয়ের প্রশ্নে তাদের অবস্থান বরাবরই ছিল অত্যন্ত সতর্ক, অনেক ক্ষেত্রে দূরত্ব বজায় রাখার পক্ষপাতী। কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলাতেই সেই অবস্থানে যেন হঠাৎ পরিবর্তনের সুর।



এখানেই উঠে আসছে সুবিধাবাদী রাজনীতির প্রশ্ন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, ক্ষমতায় থাকার সময় যে দল বিরোধীদের সঙ্গে সমঝোতার প্রয়োজন বিশেষ অনুভব করেনি, বিরোধী আসনে বসতেই সেই দল কেন বৃহত্তর ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে? এতদিন নিজেদের রাজনৈতিক শক্তি ও জনসমর্থনের উপর ভরসা করে চলার কথা বলা হলেও এখন কি একা লড়াই করার আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি দেখা দিয়েছে? রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে একলা চলার নীতি, আর প্রতিকূলতা দেখা দিলেই জোটের খোঁজ;এই দ্বিচারিতার অভিযোগ থেকেই তৃণমূলকে কটাক্ষ করতে শুরু করেছে বিরোধী শিবির।

কুণাল ঘোষের এই বক্তব্য সামনে আসতেই তৃণমূলের অন্দরেই প্রকাশ্যে চলে আসে মতবিরোধ। দলের বর্ষীয়ান সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সিপিএমের সঙ্গে কোনও ধরনের জোটের সম্ভাবনা সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতায় আপত্তি না থাকলেও সিপিএমের সঙ্গে এক ছাতার তলায় আসা সম্ভব নয়।

দূষণ ও নোংরায় বেহাল মিরিক হ্রদ, অস্তিত্ব বাঁচানোর লড়াইয়ের মাঝে একশো কোটির উন্নয়ন প্রকল্পে নতুন আশার আলো

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ১৭ নভেম্বর ঃ সত্তরের দশকের মধ্যভাগে দার্জিলিংয়ের ভিড়ভাট্টা ও কোলাহল থেকে দূরে একটু শান্তির খোঁজে আসা পর্যটকদের কাছে কমলালেবু ও চা বাগানে ঘেরা মিরিক একটি অন্যতম প্রিয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। এই সুন্দর পাহাড়ি শহরের আকর্ষণের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হলো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর হ্রদ বা লেক। কিন্তু প্রায় পাঁচ দশক পর এই পর্যটন কেন্দ্রটিই এখন মারাত্মক পরিবেশগত সংকটের মুখোমুখি। ক্রমাগত বেড়ে চলা দূষণ, জঞ্জাল এবং হোটেলগুলির নোংরা জল সরাসরি হ্রদে পড়ার ফলে মিরিকের লাইফলাইন হিসেবে পরিচিত এই হ্রদের অবস্থা আজ বেহাল। হ্রদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে এখন এর সংরক্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। মিরিক পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান এল বি রাই জানিয়েছেন, গত বছর দায়িত্ব ছাড়ার আগে হ্রদের চত্বরে সৌন্দর্যায়ন ও নিকাশি ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য দশ কোটি টাকার একটি প্রকল্পের টেন্ডার জারি করা হয়েছিল। যদিও এরপর ওই প্রকল্পে ঠিক কতখানি অগ্রগতি হয়েছে, সে বিষয়ে তাঁর কোনো জানা নেই। হ্রদের এই করুণ দশা দেখে এবার তা বাঁচাতে আসরে নেমেছে মিরিক হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনও। সংগঠনের সম্পাদক হেমকুমার তামাং অভিযোগ করেছেন যে, প্রশাসনিক নজরদারির অভাব এবং দীর্ঘদিনের অবহেলার কারণেই হ্রদের অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হচ্ছে। নালার নোংরা জল ও প্লাস্টিক বর্জ্যের জেরে হ্রদের জল দূষিত হয়ে পড়ছে। তিনি জানান, হ্রদের পরিচ্ছন্নতা ও সংরক্ষণের জন্য প্রশাসনের কাছে বহুবার আর্জি জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনো দৃশ্যমান বা জোরালো ফলাফল সামনে আসেনি। এর আগে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর পক্ষ থেকেও হ্রদ পরিষ্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এর অঙ্গ হিসেবে হ্রদের মাঝে মেশিন বসিয়ে দূষিত জল নিষ্কাশনের কাজ শুরু হলেও, সেই প্রকল্প মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে, হ্রদ চত্বরে শৌচাগার নির্মাণের জন্য পূর্ববর্তী সরকারের আমলে পাঁচ কোটি টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদিত হলেও, তা আজও বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। তবে এই নিরাশাজনক পরিস্থিতির মাঝেও রাজ্য সরকারের একটি উদ্যোগে নতুন আশার আলো দেখা দিয়েছে। গত জুলাই মাসে রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী শংকর ঘোষ কেন্দ্র সরকারের 'ওয়ান স্টেট, ওয়ান ডেস্টিনেশন' নীতির অধীনে মিরিকের উন্নয়নের জন্য একশো কোটি টাকার একটি প্রকল্পের ঘোষণা করেন। পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে বর্তমানে এই বিষয়ে একটি বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট (ডিপিআর) প্রস্তুত করা হচ্ছে। এর অধীনে হ্রদের চারপাশের সৌন্দর্যায়ন, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং নতুন পর্যটন আকর্ষণ গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।



কিন্তু এই একশো কোটি টাকার প্রকল্প নিয়ে রাজ্য সরকারকে সতর্ক করেছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। মিরিক পৌরসভায় ৯ টি ওয়ার্ড এবং প্রায় ১৭ হাজার মানুষের বসবাস। এখানকার ৫৪ জন হোটেল মালিকের সংগঠনের সভাপতি গোপাল লামা জানিয়েছেন, কেবল সরকারি আধিকারিকদের ঘরে বসে ডিপিআর তৈরি করলেই চলবে না। প্রকল্পের চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি করার আগে হোটেল মালিক, পরিবহন কর্মী, ব্যবসায়ী এবং হোমস্টে চালকদের সঙ্গে আলোচনা করা অত্যন্ত জরুরি। তাঁর মতে, স্থানীয় মানুষের সমস্যা ও প্রয়োজন না বুঝে কোনো প্রকল্প তৈরি করলে এই একশো কোটি টাকার পরিকল্পনাও অতীতের প্রকল্পগুলির মতোই মাঝপথে আটকে যেতে পারে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের এই আশঙ্কার বিষয়ে পর্যটন মন্ত্রী শংকর ঘোষ জানিয়েছেন, পর্যটন দপ্তর সব পক্ষের মতামত শুনতে প্রস্তুত। তিনি জানান, খুব শীঘ্রই তিনি নিজে মিরিক সফর করবেন। সেই সময় দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ত, কার্সিয়াংয়ের বিধায়ক সোনম লামা এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করার দিকে পদক্ষেপ করা হবে। উল্লেখ্য, ২০১২ সাল থেকে মিরিক হ্রদ দেখভালের দায়িত্ব জিটিএ-র হাতে রয়েছে। যদিও হ্রদের সংস্কার এবং এখানে আধুনিক বোটিং পরিষেবা চালুর দাবি দীর্ঘ দিন ধরেই জোরালোভাবে উঠছিল, তবে এখনও পর্যন্ত এই দিশায় কোনো স্থায়ী ও দৃশ্যমান কাজ হয়নি। জিটিএ-র পর্যটন সচিব সোনম ভুটিয়াও স্বীকার করেছেন যে, মিরিক হ্রদের সংস্কার অত্যন্ত প্রয়োজন। তিনি জানান, রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে আগেই আর্থিক বরাদ্দ করা হয়েছে এবং আশা করা হচ্ছে খুব শীঘ্রই হ্রদ সংস্কারের কাজ শুরু হবে। এখন মূল প্রশ্ন হলো-এই একশো কোটি টাকার নতুন উন্নয়ন পরিকল্পনা মিরিকের হারিয়ে যাওয়া আকর্ষণকে ঠিক কতটা ফিরিয়ে আনতে পারবে?

দিনহাটায় রামমন্দির নির্মাণের জন্য ভূমিপূজন সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ১৭ নভেম্বর ঃ কোচবিহারের দিনহাটার শালমারা এলাকায় মঙ্গলবার ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির নির্মাণের উদ্দেশ্যে যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদায় ও বিধিবদ্ধ উপাচারে ভূমিপূজন অনুষ্ঠিত হলো। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ এবং সনাতনী ধর্মীয় রীতিনীতির মধ্য দিয়ে এদিন মন্দির নির্মাণের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার শুভ সূচনা করা হয়। এই বিশেষ ধর্মীয় সমারোহে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। তাঁর উপস্থিতিতে পুরোহিতদের বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে ভূমিপূজনের সমস্ত ধর্মীয় আচার ও যজ্ঞাদি সুসম্পন্ন হয়।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আর্দ্রা, পিন-৭২৩১২১, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। টেন্ডার নোটিশ নং: এসএনটি_ই_টেন্ডার এডিএ_২৬_২৭_৪১। কাজের নাম: আর্দ্রা ডিভিশনের এসএসই(পি.ওয়ে)/জিবিএ -এর এথটিয়ারভুক্ত ইয়ার্ডের উন্নতির সাথে সম্পর্কিত এস অ্যান্ড টি কাজ। টেন্ডারের মূল্য (₹): ₹৯৭,০২,১৫৩.০০। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়: ০৭/১২/২০২৬ তারিখে ১১:০০ টায়। বিস্তারিত বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। (PR-1016)

Office Of The
BASUBATI GRAM PANCHAYAT
Singur Development Block
BASUBATI :: SINGUR :: HOOGHLY

e-TENDER NOTICE No. (1) 177/BGP/2026, (2) 178/BGP/2026, Date: 17/11/2026

Percentage rate e-tenders are hereby invited by the undersigned from the bonafide and experienced contractors for total 6(Six)different works. Source of Fund: 16th CFC UNTIED (2026-27) & 15th CFC TIED(2025-26). Bid Submission closing date (online) 27/11/2026 at 10:00 AM. Bid opening date for Technical Proposals: 30/11/2026 at 10:00 AM. For details please visit https://tenders.wb.gov.in

Sd/- Executive Assistant
Basubati Gram Panchayat

OFFICE OF THE PASCHIM MEDINIPUR ZILLA PARISHAD

ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER

Notice Inviting Tender is hereby called from resourceful and eligible Contractors for above NIT(s). Intending bidders may download tender documents of **PMD/N- 55, 92, 218, 217/ 2026-27 (2nd call)**, from e-procurement portal from 18.11.2026 at 10-00 Hours to **24.11.2026 upto 17.00 & N-356/2026-27, N-216/2026-27 (3rd call)** from e-procurement portal from 18.11.2026 at 10-00 Hours to 01.12.2026 upto 17.00

For details visit e-procurement portal of Govt. website **www.tenders.wb.gov.in**

Sd/-District Engineer Paschim Medinipur Zilla Parishad
Memo no: 813(3)/Advt./ICA/Paschim Medinipur Date:17.11.2026

DURGAPUR ABHOYNAGAR II GRAM PANCHAYAT

BELANAGAR, ABHOYNAGAR, NISCHINDA, HOWRAH-711205
SHORT NOTICE INVITING ELECTRONIC TENDER NO. - WB/ HOW/BJPS/DAII GP/NIT-02/26-27

The PRODHAN, DURGAPUR ABHOYNAGAR II GRAM PANCHAYAT, Howrah invites e-Tender for RENOVATION OF ROAD AND PILING. Bid Submission end date (online) 25/11/2026 at 2.00 pm. Bid opening date for Technical Proposals **27/11/2026 at 02.00 pm.** For details visit website **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/- Prodhan
DURGAPUR ABHOYNAGAR II GRAM PANCHAYAT

OFFICE OF THE SRINAGAR GRAM PANCHAYAT
Kakdwip, South 24 Parganas

NOTICE INVITING QUOTATION No. 208/SN/2026, Date:-17.11.2026

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of total 3 (Three)Nos. different works. Fund: 15th FC (untied) 2nd inst 25-26. Date of Sale of Tender Form 24.11.2026. Last date of dropping of sealed Tender Form 24.11.2026. Date of Opening Tender 25.11.2026. For details visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Srinagar Gram Panchayat

OFFICE OF THE PURULIA-I PANCHAYAT SAMITY
At-Chakda, Kotloi, Purulia, 723102.

Memo. No.491/EO/P-I Dated: 14/11/2026

Notice

Executive Officer, Purulia-I Panchayat Samity invites E-tender as follows: **NIeT No.-WBPUR/EO/Niet-03/26-27**_dt.14.11.2026, for14 no. schemes **(Tender ID 2026_DM_5086322_1 to 2026_DM_5086322_14)** under **15th FC 25-26** within the jurisdiction of Purulia-I Panchayat Samity. Last Date of tender submission is **24.11.2026 up to 1-00 pm** respectively.
Details may be obtained from website: **https://tenders.wb.gov.in.**

Sd/-
Executive Officer
Purulia-I Panchayat Samity

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে রক্ত বদলের ঘটনাঃ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট তলব স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৭ নভেম্বর ঃ জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এক রোগীর জন্য আনা রক্ত অন্য রোগীকে দেওয়ার অভিযোগের বিষয়টি ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠছে। এই ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখার্জি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। বিষয়টি তদন্তের জন্য একটি তিন সদস্যের কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কমিটিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, এই তথাকথিত গাফিলতির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ পাঠানোর প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। ঘটনার পর চিকিৎসামহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যে, রক্ত দেওয়ার আগে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে রোগীর পরিচয় এবং ব্লাড গ্রুপ যাচাই করা হয়েছিল কি না। যদি যাচাই করা হয়ে থাকে, তবে এ ধরনের ত্রুটি কীভাবে ঘটল? হাসপাতালের এক আধিকারিক জানিয়েছেন যে, একটি তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং তাদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ঘটনাটি হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে ঘটেছে। রানিনগরের বাসিন্দা বলিন রায় অ্যানিমিয়ার সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে গত ১০ নভেম্বর হাসপাতালে ভর্তি হন। চিকিৎসকদের পরামর্শে ১২ নভেম্বর তাঁকে এক ইউনিট এ-পজিটিভ রক্ত দেওয়া হয়। পরবর্তীতে চিকিৎসকরা তাঁকে আরও এক ইউনিট রক্ত দেওয়ার পরামর্শ দেন। এই নির্দেশ অনুযায়ী, গত শনিবার পরিজনরা ব্লাড ব্যাংক থেকে এক ইউনিট রক্ত এনে ওয়ার্ডে ডিউটিরত নার্সদের হাতে তুলে দেন। কিছুক্ষণ পর রক্ত দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হলে পরিজনদের নজর পড়ে রক্তের প্যাকেটের ওপর। তাঁরা দেখতে পান যে, বলিন রায়কে এ-পজিটিভের বদলে এবি-পজিটিভ রক্ত দেওয়া হচ্ছে। পরিজনরা সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি নার্সদের জানান, যার ফলে রক্ত দেওয়ার প্রক্রিয়া তৎক্ষণাত বন্ধ করে দেওয়া হয়। জানা গেছে, একই ওয়ার্ডে পাশের বিছানায় কচুয়া বোয়ালমারির বাসিন্দা বীরেন্দ্রনাথ শর্মা ভর্তি ছিলেন। চিকিৎসকরা তাঁকেও রক্ত দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর ব্লাড গ্রুপ ছিল এবি-পজিটিভ। অভিযোগ উঠেছে যে, তাঁর জন্য নির্ধারিত এবি-পজিটিভ রক্ত ভুলবশত বলিন রায়কে দিতে শুরু করা হয়েছিল, আর অন্যদিকে বীরেন্দ্রনাথ শর্মাকে এ-পজিটিভ রক্ত দেওয়া হচ্ছিল। অথচ বলিন রায়ের ব্লাড গ্রুপ হল এ-পজিটিভ। সৌভাগ্যবশত, দুই রোগীর ক্ষেত্রেই রক্ত দেওয়ার প্রক্রিয়া সময়মতো থামিয়ে দেওয়া হয়। তবে পরিজনদের অভিযোগ, এই ভুলের কারণে উভয় রোগীকে শারীরিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। বলিন রায়ের পরিবার চিকিৎসার ক্ষেত্রে গাফিলতির অভিযোগ তুলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগও জমা দিয়েছে। বর্তমানে উভয় রোগীই জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন এবং তাঁদের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানানো হয়েছে। সোমবার এই ঘটনার বিস্তারিত খবর প্রকাশিত হওয়ার পর বিষয়টি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। এরপর রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীও এতে হস্তক্ষেপ করেন। সোমবার কলকাতায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখার্জি জানান যে, এই ধরনের ঘটনা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। রোগীরা বর্তমানে সুস্থ আছেন। যেকোনো ব্যস্ত হাসপাতালেই ভুলত্রুটি বা সমস্যা হতে পারে, তবে সরকার এই ধরনের গাফিলতিকে উৎসাহিত বা সমর্থন করে না। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের শোকজ করার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। সেই সঙ্গে একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়েছে। রিপোর্ট পাওয়ার পর তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। অন্যদিকে, মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারীও এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেন যে, মিডিয়ার মাধ্যমে বিষয়টি জানার পর তিনি মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং এমএসভিপির সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি যত দ্রুত সম্ভব তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ করার এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। বিধায়ক স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, চিকিৎসাসেবায় কোনো ধরনের গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না।

ঐতিহ্যের টানে গঙ্গামান্নায় জমজমাট কাড়া লড়াই, প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা উড়িয়েও উপচে পড়ল ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১৭ নভেম্বর ঃ জঙ্গলমহলের মাটির গন্ধে মিশে থাকা এক প্রাচীন লোক ঐতিহ্য 'কাড়া লড়াই'। সমস্ত প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা এবং জল্পনাকে দূরে সরিয়ে রেখে পুরুলিয়ার বান্দোয়ান ব্লকের গঙ্গামান্না গ্রামে এই ঐতিহ্যকে ঘিরে দেখা গেল মানুষের আবেগ ও উৎসাহের এক অনন্য ছবি। গ্রামীণ সংস্কৃতির টানে দূরদূরান্ত থেকে বহু কাড়া লড়াইপ্রেমী মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন এই প্রতিযোগিতায়। এদিনের এই আকর্ষণীয় লড়াইয়ে মোট ১৩ জোড়া কাড়া অংশ নেয়। প্রতিযোগিতাকে আরও রোমাঞ্চকর করে তুলতে আয়োজকদের পক্ষ থেকে রাখা হয়েছিল আকর্ষণীয় নগদ পুরস্কারের ব্যবস্থা। প্রথম বিজয়ী দল পায় ৩১ হাজার টাকা, দ্বিতীয় স্থানাধিকারী পায় ২১ হাজার টাকা এবং তৃতীয় পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয় ৭ হাজার টাকা। উল্লেখ্য, কাড়া লড়াই ঘিরে নির্দিষ্ট প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা থাকলেও, এই প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি জঙ্গলমহলের মানুষের নিখাদ টান ও আবেগ ছিল এক্কেবারে চোখে পড়ার মতো। গ্রামবাংলার বহু পুরনো স্মৃতি, লোকাচার এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে এই কাড়া লড়াই। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে চলা এই সংস্কৃতি যে আধুনিকতার যুগেও মানুষের মনে আজও সমানভাবে বিশেষ জায়গা অধিকার করে রয়েছে, গঙ্গামান্নার এই আসর তার ফের প্রমাণ দিল।



পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া, পিন-৭১১১০১ কর্তৃক ০৩ বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের উদ্দেশ্যে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। আরও বিশদ তথ্য জানতে এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের **ই-অকশন লিজিং** মডিউল দেখুন। **ক্যাটালগ নং. ঃ পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-৩৩। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ২ টো। **ক্র. নং.; লট নং.** এবং **স্টেশনের নাম** নিম্নরূপ। (১) পার্কিং- এইচডব্লুএইচ-এমএওয়াইপি- টিডব্লু-১৭৯-২৬-২ (পার্কিং- দুই চাকার যান) এবং মায়াপুর। (২) পার্কিং- এইচডব্লুএইচ- এনএলএসএফ - টিডব্লু-৮৩-২৬-১ (পার্কিং- দুই চাকার যান) এবং নিয়ালিশপাড়া। (৩) পার্কিং- এইচডব্লুএইচ- ডিটিএই- এমএক্স-৩১২-২৬-১ (পার্কিং- মিশ্র) এবং ধাত্রীগ্রাম। (৪) পার্কিং- এইচডব্লুএইচ- এমইউজি- এমএক্স-৩১০-২৬-১ (পার্কিং- মিশ্র) এবং মগরা। (৫) পার্কিং- এইচডব্লুএইচ- জিআরএই- এমএক্স-৩০৮-২৬-১ (পার্কিং- মিশ্র) এবং গুড়াপ। (৬) পার্কিং- এইচডব্লুএইচ- বিএলওয়াই- এমএক্স-৩০৯-২৬-১ (পার্কিং- মিশ্র) এবং বালি। (৭) পার্কিং- এইচডব্লুএইচ- বিএমএই- আরডব্লু-৩১১-২৬-১ (পার্কিং- তিন চাকার যান) এবং বেলমুড়ি। HWH-444/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ এনআইটি/০২/২৬/৬০, তারিখ ১৬.১১.২০২৬। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলী প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দফাসমূহ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

● **(ক) ক্রমিক নম্বর ও টেন্ডার নম্বর; বিবরণ; ইএমডি** যথাক্রমে ঃ (১) ১৪২৬১০১৪; ২৩য়্যার/৪-ওয়্যার ই অ্যান্ড এম কার্ড (কার্ড প্রতি ৪টি চ্যানেল) ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ₹ ২,৬০,৪৪০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১২.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।**(২) ১৪২৬১১৫৯; স্পেসিফিকেশন নং. আইআরএস টিসি-৩০/২০০৫ [ভার-১] অ্যামেন্ডমেন্ড-৫ সহ অনুসারে ৬ কোয়াড x ০.৯ মিমি আকৃতির তাম্র পরিবাহী-র সিগন্যালিং এবং টেলিকম স্থাপনার জন্য ভূনিম্নস্থ রেলওয়ে জেলি ভরতি কোয়াড কেবেল; ₹ ৫০,০০,০০০। (৩) ১৪২৬১১৬৬; আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/এসপিএন/টিসি/১১০/২০২০ রিভিসন-০ অনুসারে ৪৮ ফাইবার আর্মার্ড ওএফসি কেবেল; ₹ ২০,০০,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং. ২ ও ৩-এর জন্য **০৯.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৪) ১০২৬২৫৯১; ডব্লুএজি -৯-এর জন্য ডাম্পার -এর সেট; ₹ ১,৬৩,২৭০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৩.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৫) ১০২৬৫০১৭; এসএস পাইপ ফিটিংস; ₹ ১,০৭,৩০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১১.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৬) ১০২৬১৬৭০; অটো ড্রেন ভালভ; ₹১,৪৪,৬১০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১০.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৭) ১০২৬১২৭৬; অক্সিলিয়ারি কমপ্রেশার ইত্যাদি; ₹ ১,৭৬,৩৯০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৩.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৮) ১০২৬১০০৭; ডব্লুএজি৫এ/জি৭/পি৪ লোকোসমূহের জন্য গিয়ার কেস অ্যাসেম্বলি; ₹১,৪০,০৭০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৪.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৯) ১০২৬২৫২০; আইওএইচ কিট-এর স্পেয়ার্স (এএস/এম৪৮); ₹২,২৭,৬৪০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৯.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (১০) ১০২৬১৭৯১; গিয়ার হুইল ৫৮ টিথ; ₹ ১৫,৯০,০৫০। (১১) ১০২৬২৪৬৯; ফিল্টার অ্যাসেম্বলির সেট; ₹ ৬,৪৪,২৮০। (১২) ১০২৬১৯২৯এ; আইলোকো সেট ইত্যাদিতে এনআই-সিডি ব্যাটারি; ₹ ১৩,২৫,৩৫০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং. ১০ থেকে ১২-এর জন্য **০৩.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (১৩) ১০২৬২৩৫৪; এসবিএক্স কার্ড (স্লট এইচ অ্যান্ড আই) ইত্যাদির প্রোসেসর;₹৩,১৬,৮৪০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৯.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (১৪) ১০২৬২৩৬২; অ্যানালগ আই/ও কার্ড (এএনএ ইনপুট/আউটপুট) ইত্যাদি; ₹ ২,৯৩,১৯০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৭.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (১৫) ১০২৬২২২১; কনভেনশনাল লোকোসমূহ ইত্যাদির রিলে কিউআরএসআই ১ এবং ২ ধরনের ডিআই সংগ্রহের কাজ;₹২,৪৫,৭৯০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৩.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (১৬) ১৪২৬৫০৭৭এ; সুসংহত বিদ্যুৎ সরবরাহ (আইপিএস) ইত্যাদির সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা ও সূচনা; ₹ ৪,৮২,১৩০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৭.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (১৭) ২০২৬৩০১২; মেসার্স বম্বার্ডিয়ার ট্রাকশন মোটর-এর রাবার স্যান্ডউইচ ইউনিট; ₹ ১,২৬,৩৬০। (১৮) ২০২৬২১৮৯এ; বিএইচইএল নির্মিত ট্র্যাকশন মোটর-৪৩০৩ডিওয়াই বা সিজিএল-এর জন্য বেয়ারিং বিহীন সাসপেনশন টিউব ও আনুষঙ্গিকসমূহ (১৩টি উপাদান); ₹ ১,২৪,৮৫০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং. ১৭ ও ১৮-এর জন্য **০৯.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (১৯) ১২২৬_ ডিএক্সআইএনজি _ এসএস_ ৬৪৯৩; ৮.৫-ক্র ডায়মন্ড ক্রশিং সিঙ্গল স্লিপ টি৬৪৯৩-এর চালু চুক্তি; ₹ ৯,২০,৪০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৭.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (২০) ২২২৬১৬০৮; ইঞ্জেকশন অ্যাটোজালিজুম্যাব ১২০০ মিগ্রা;₹ ০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৬.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। টেন্ডার মূল্য ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ২০ পর্যন্ত ₹ ০।

● **(খ) সংশোধনী ঃ** অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত টেন্ডারগুলির সংশোধনী **www.ireps.gov.in**-এ দেখুন ঃ ১১২৬৫০১৪ খোলার তারিখ ২৫.১১.২০২৬।

দ্রষ্টব্য ঃ উপরোক্ত টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https:// www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে দরপ্রস্তাব জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলি এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের বিষয়ে আরও বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

STORES-50/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Recruitment Notice

Office of the District Magistrate (BCW & TD Section), Purulia invites applications for engagement of various Posts [Superintendent (female candidates), Matron (female candidates), Cook, Helper, Darwan cum Night Guard & Karmabandhu (Part Time) for 50 bedded ST Girls' Central Hostel at BTM College Campus, Barabazar Block, Purulia on purely temporary and contractual basis. For details, please visit the website: **www.purulia.gov.in / www.purulia.nic.in** or contact Office of the PO-cum-DWO, BCW & TD, Purulia

Sd/-
ADM (Dev), Purulia
Memo No: 91/ADV/ICA/PURU Dt. 17/11/2026

মোথাবাড়ি হিংসা মামলাঃ এনআইএ-র তলব প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সুজাপুরের বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন ও তাঁর স্বামীকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৭ নভেম্বর ঃ জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) মালদার মোথাবাড়ি হিংসার ঘটনায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সুজাপুরের বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিনকে আবার তলব করেছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁর স্বামী মোহাম্মদ মেহবুব আলমকেও সমন পাঠিয়েছে। এনআইএ আগাম

চাষবাস

মেশিনের চাকে টেক্কা হাতে তৈরি চায়ের! উত্তরবঙ্গের ‘তিস্তা ব্র্যান্ডের হাই ভ্যালু স্পেশালিটি টি পাড়ি দিচ্ছে ইউরোপ-আমেরিকায়

১৭ নভেম্বর ঃ উত্তরবঙ্গের চা শিল্পে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলছে। চেনা মেশিনে তৈরি চায়ের পাশাপাশি এবার বিদেশের বাজারে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে উত্তরবঙ্গের ছোট চা বাগানের হাতে তৈরি বিশেষ চা। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতের ছোঁয়ায় তৈরি এই চায়ের নাম ‘ ভ্যালু স্পেশালিটি টি’। উন্নত গুণমান, বিশেষ স্বাদ এবং পরিবেশবান্ধব উপাদন পদ্ধতির কারণে ইংল্যান্ড-আমেরিকার বাজারে বাড়ছে এই চায়ের চাহিদা। কেজিপ্রতি দেড় থেকে দু’হাজার টাকা দামে বিদেশে বিক্রি হচ্ছে এই বিশেষ চা। এবার এই সাফল্যকে আরও বড় জায়গায় নিয়ে যেতে ‘ ব্র্যান্ড নামে দেশ-বিদেশের বাজারে নিজেদের তৈরি চা সরাসরি বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছেন উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা চাষিরা। সেই সঙ্গে তৈরি হচ্ছে ডিজিটাল বিপণন প্ল্যাটফর্মের পরিকল্পনাও।

সাধারণত চা তৈরির ক্ষেত্রে যন্ত্রের উপর নির্ভর করেন উপাদকরা। কিন্তু উত্তরবঙ্গের এই বিশেষ চায়ের ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনা হয়েছে অনেকটা পুরনো দিনের হাতে চা তৈরির পদ্ধতি। পাহাড়ি এলাকার পরিচিত হাত মলাই চায়ের আদলে তৈরি হচ্ছে এই চা। তবে পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হাতে করা হয় না। চায়ের গুণমান বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় কিছু মাপজোক ও নিয়ন্ত্রণের কাজে যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। বাকি অধিকাংশ কাজই করেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। তাঁদের দক্ষতা ও পরিশ্রমেই তৈরি হচ্ছে বিদেশের বাজারে সমাদৃত এই বিশেষ চা।

কোচবিহারের জামালদহ, জলপাইগুড়ির রামশাই ও রংধামালি



এবং দার্জিলিংয়ের সিটং-সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় আটটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা এই চা উপাদনের সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে বছরে প্রায় তিন হাজার কেজি হাতে তৈরি বিশেষ চা উপাদিত হচ্ছে। পরিমাণে কম হলেও গুণমানের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে এই চায়ের কদর বাড়ছে। বর্তমানে চার ধরনের চা তৈরি করছেন তাঁরা। সেগুলি হল গ্রিন টি, হোয়াইট টি, পার্পল টি এবং অর্থোডক্স টি। বিদেশের বাজারে চাহিদা ক্রমশ বাড়তে থাকায় বার্ষিক উপাদন তিন হাজার কেজি থেকে বাড়িয়ে পাঁচ হাজার কেজি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র চা চাষিদের সংগঠনের দাবি, এই হাতে তৈরি চায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল উপাদনে কীটনাশক ব্যবহার না করার উদ্যোগ। পরিবেশবান্ধব ও নিরাপদ চা উপাদনের লক্ষ্যেই কাজ করছেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি। সেই কারণেই বিদেশের ক্রেতাদের কাছে এই চায়ের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে বলে মনে করছেন উদ্যোক্তারা। উপাদন সীমিত হওয়ায় বাজারে এর দামও তুলনামূলক বেশি। বর্তমানে প্রতি কেজি চা দেড় থেকে দু’হাজার টাকা দরে বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। তবে এই সাফল্যের মাঝেও বড় সমস্যা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র চা চাষিরা এখনও নিজেদের উদ্যোগে সরাসরি বিদেশের বাজারে চা রপ্তানি করতে পারছেন না। ফলে বিভিন্ন এজেন্সি তাঁদের কাছ থেকে চা তৈরি করে সরাসরি বিদেশের বাজারে পৌঁছে দেওয়া। তিনি বলেন, ইংল্যান্ডের বাজারে হাতে তৈরি চায়ের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের উপাদকরা সরাসরি সেই বাজারে নিজেদের পণ্য পাঠাতে না পারায় মাঝখানে অন্য সংস্থাগুলি ব্যবসার সুবিধা নিচ্ছে। এই সমস্যা মেটাতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জন্য এক্সপোর্ট লাইসেন্স বা রপ্তানির অনুমতিপত্র পাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি নিজেদের তৈরি চা নিজস্ব প্যাকেটে ‘ ব্র্যান্ড নামে বাজারজাত করার পরিকল্পনাও রয়েছে। এর ফলে অন্য কোনও সংস্থা কম দামে চা কিনে নিজেদের ব্র্যান্ডে বিক্রি করার পরিবর্তে উপাদকরাই নিজেদের পরিচিতি তৈরি করতে পারবেন। দেশীয় বাজারের পাশাপাশি বিদেশেও সরাসরি পৌঁছে দেওয়া যাবে উত্তরবঙ্গের হাতে তৈরি চা। বিপণন আরও সহজ করতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশ-বিদেশের ক্রেতাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ গড়ে তোলার সুযোগ তৈরি হতে পারে। সব মিলিয়ে, ক্ষুদ্র চা চাষি ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাত ধরে উত্তরবঙ্গের চা শিল্পে তৈরি হচ্ছে নতুন সম্ভাবনা। প্রয়োজনীয় রপ্তানি অনুমতি এবং নিজস্ব ব্র্যান্ডের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে সরাসরি প্রবেশের সুযোগ মিললে ‘ ব্র্যান্ডের হাত মলাই চা উত্তরবঙ্গের অর্থনীতিতে নতুন পরিচিতি এনে দিতে পারে।

ধর্ম বা জাতের ভিত্তিতে কোনও তথ্য রাখে না কমিশন!

হিন্দু ভোটার বাদ পড়ার অভিযোগে যোগীকে জবাব সিইও-র

সংবাদ সংস্থা, লখনউ, ১৭ নভেম্বরঃ উত্তরপ্রদেশের ভোটার তালিকা থেকে বিপুল সংখ্যক ‘হিন্দু’ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে বলে খোদ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন, এ বার তার জবাব দিল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দফতর। মঙ্গলবার রাজ্যের সিইও নভদীপ রিনওয়া স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, নির্বাচন কমিশন ভোটারদের ধর্ম বা জাতপাতের ভিত্তিতে কোনও তথ্য সংরক্ষণ করে না এবং এই সংক্রান্ত কোনও সরকারি বিশ্লেষণও প্রকাশ করে না। পাশাপাশি, ২০২৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, যেখানে মোট ভোটারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৩ কোটি ৫৮ লক্ষেরও বেশি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার পর ভোটার তালিকায় অসঙ্গতির অভিযোগ তুলেছিলেন। তাঁর দাবি ছিল, রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোটার তালিকায় নাম থাকা প্রায় ১ কোটি ২৭ লক্ষ হিন্দু ভোটারের নাম ভারতের নির্বাচন কমিশনের মূল ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। তিনি আরও দাবি করেন, প্রায় ৬৬ লক্ষ এমন ভোটারের নাম তালিকায় নেই, যাঁদের মধ্যে ৫৫ লক্ষ সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পের হিন্দু উপভোক্তা এবং ১৮-১৯ বছর বয়সি প্রায় ৪.৫ লক্ষ তরুণ ভোটার রয়েছেন। কমিশনকে একটি স্বাধীন সাংবিধানিক সংস্থা হিসেবে উল্লেখ করেও, এই অসঙ্গতির ব্যাখ্যা চেয়ে রাজ্য সরকারের তরফে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে রাজ্যের সিইও নভদীপ রিনওয়া জানান, নির্বাচন দফতরের তথ্যভাণ্ডারে কেবল ভোটারের নাম, বাবা বা স্বামীর নাম, বয়স, বাড়ির নম্বর এবং লিঙ্গ সংক্রান্ত তথ্যই নথিভুক্ত থাকে। সেখানে ধর্ম বা জাতপাতের কোনও উল্লেখই থাকে না। তাঁর ব্যাখ্যা, ভোটার তালিকা যেহেতু একটি প্রকাশ্য নথি (পাবলিক ডকুমেন্ট), তাই সংবাদমাধ্যম এবং স্বাধীন বিশ্লেষকরা অনেক সময় নামের ভিত্তিতে নিজস্ব বিশ্লেষণ করে থাকেন। কিন্তু সেই সমস্ত পরিসংখ্যানকে কোনওভাবেই নির্বাচন দফতরের সরকারি তথ্য হিসেবে গণ্য করা উচিত নয়। আগামী ২০২৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এ দিন বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন-এর অধীনে উত্তরপ্রদেশের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সিইও জানান, নতুন খসড়া তালিকায় মোট ভোটার রয়েছেন ১৩ কোটি ৫৮ লক্ষ ৬৮ হাজার ৯০৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৭ কোটি ৩৮ লক্ষ ৫৮ হাজার ৫১০ জন, মহিলা ভোটার ৬ কোটি ২০ লক্ষ ৬ হাজার ৩৫৩ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৪ হাজার ৪২ জন। এ ছাড়া ১৮ থেকে ১৯ বছর বয়সি নতুন ভোটারের সংখ্যা ১১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩৫২ জন। গত ১০ এপ্রিল প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকার তুলনায় এই খসড়া তালিকায় মোট ১৮ লক্ষ ৮৪ হাজার ১১৩ জন ভোটার বৃদ্ধি পেয়েছে। নভদীপ জানিয়েছেন, খসড়া তালিকা নিয়ে দাবি ও আপত্তি (ক্লেমস অ্যান্ড অবজেকশনস) জানানোর প্রক্রিয়া চলবে ১৭ নভেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে যোগ্য নাগরিকরা তালিকায় নাম তোলা, নাম বাদ দেওয়া বা তথ্য সংশোধনের জন্য যথাক্রমে ৬, ৭ এবং ৮ নম্বর ফর্মের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

‘কোনও ষড়যন্ত্র বরদাস্ত নয়, ভারতমাতাকে রক্ষা করব’

...১ পাতার পর

তাই পুজো ঘিরে ছিল সাজ সাজ রব। বিকেল ৪টে নাগাদ পৌঁছন শুভেন্দু। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন। পরে সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, ‘‘রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত পুজোয় প্রদীপ জ্বালানোর সুযোগ পেলাম, এ আমার বড় প্রাপ্তি।’’ মায়ের আশীর্বাদে বিজেপির সরকার হয়েছে দাবি করে তিনি বলেন, ‘‘এই সরকার মায়ের সব স্বপ্ন পূরণ করবে।’’ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নদিয়াকে উন্নত জেলা হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতিও দেন শুভেন্দু। খুব স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ‘‘একদিকে এইমস, অন্য দিকে হরিণঘাটা শিল্পতালুক। একের পর এক উন্নয়নের কাজ চলছে।’’ এর পরেই ক্যাম্পার কারখানা গড়ার কথা জানান তিনি। শুভেন্দুর কথায়, ‘‘খুব শীঘ্রই ভূমি পুজো হবে।’’ তেহট্ট, করিমপুরকে রেল মানচিত্রে জায়গা করে দেওয়ার জন্য সার্ভে করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। এ দিন আগাগোড়া হিন্দুত্বের অস্ত্রে শান দিয়েছেন শুভেন্দু। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, ‘‘সনাতনের উপরে কোনও আঘাত সহ্য করব না।’’ রাজ্যে নতুন ১৩ হাজার দুর্গাপুজো ও ৭ হাজার কালীপুজো হয়েছে দাবি করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘এ বারই কোচবিহার থেকে পুরুলিয়া পর্যন্ত এক কোটি মানুষ ছটপুজো করেছেন।’’ কাকদ্বীপে কালীপ্রতিমাকে প্রিজন ভ্যানে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। রাস উৎসবও মহা ধুমধাম করে হবে জানিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘‘নবদ্বীপে যাচ্ছি। শান্তিপুর ও নবদ্বীপের রাসের জন্য বিশেষ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। ভক্তরা আনন্দ করবেন।’’ একই সঙ্গে ভারত বিরোধী কোনও কাজ সহ্য করা হবে না বলেও হুঙ্কার দেন শুভেন্দু। বুড়িমার কাছে আশীর্বাদ চেয়ে তিনি বলেন, ‘‘রাষ্ট্রবিরোধী, দেশবিরোধী শক্তিদের যাতে নির্মূল করে দিতে পারি, সেই শক্তি যেন মা আমাকে দেন।’’

নতুন তালিকায় জুড়ল ১৮ লক্ষ নাম

...১ পাতার পর

এর মধ্যে মহিলা ভোটার বেড়েছে ১০ লক্ষ ৯৬ হাজার ৮২৮ জন এবং পুরুষ ভোটার বেড়েছে ৭ লক্ষ ৮৭ হাজার ৪৪৯ জন। পাশাপাশি, রাজ্যের জেন্ডার রেশিও প্রতি ১০০০ পুরুষ ভোটারের বিপরীতে ৮৩৪ জন মহিলা ভোটার থেকে বেড়ে হয়েছে ৮৪০ জন। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে, খসড়া তালিকার উপর নাম যোগ করা, বাদ দেওয়া বা কোনও ধরনের সংশোধনের জন্য আবেদন জানানো যাবে। আগামী ১৭ নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে এই প্রক্রিয়া চলবে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। নাগরিকেরা যথাক্রমে ফর্ম ৬, ৭ এবং ৮-এর মাধ্যমে নিজেদের আবেদন জমা দিতে পারবেন। আগামী ২৮ ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত দাবি ও আপত্তির নিষ্পত্তি করা হবে। এরপর সব প্রক্রিয়া শেষ করে আগামী ২০২৭ সালের ৪ জানুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে।

শিশুকন্যাকে ধর্ষণ-খুনে আসামির ফাঁসির রায় বহাল

...১ পাতার পর

জনের সাক্ষ্য গ্রহণ-সহ গোটা বিচারপ্রক্রিয়া শেষ করে। তারপর অভিযুক্তের ফাঁসির সাজা শোনান বিচারক চন্দ্রপ্রভা চক্রবর্তী। ২০২৫-এর পর ফের এই মামলা কলকাতা হাইকোর্টে উঠে আসে। এক বছরের বেশি সময় ধরে এই মামলা শোনে দুই বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। তারপর ফাঁসির সাজা বহাল রাখে কোর্ট। আইনজীবী বলেন, ‘‘অভিযুক্ত অশোক সিংয়ের বয়স ৫০। গুড়াপে এর বিরুদ্ধে মহিলাদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ ছিল। সে মদ খেয়ে মহিলাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করে। এরপর ৫ বছরের মেয়েকে ধর্ষণ ও খুন করে সে। মা-বাবা মেয়েটিকে অর্ধনগ্ন অবস্থায় অশোকের বাড়িতে দেখতে পান। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে হাড়হিম ঘটনা সামনে আসে। দেখা যায় শিশুটিকে বারেবারে দেওয়ালে ছুড়ে-ছুড়ে মারা হয়। এরপর পকসো আদালত ফাঁসির সাজা দেয়।’’

কম্বলের দড়ি বেয়ে পাঁচিল টপকে ছত্তিশগড়ে পালালেন ৪ বিচারাধীন বন্দি

১৭ নভেম্বর ঃ তামিলনাড়ুর পর এবার ছত্তিশগড়! ফের জেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে উঠল প্রশ্ন। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে গোটা সংশোধনাগার অন্ধকারে ডুবিয়ে দেওয়ার পর কম্বল জুড়ে তৈরি দড়ির সাহায্যে উঁচু পাঁচিল টপকে পালালেন চার বিচারাধীন বন্দি। সোমবার ভোররাতে ছত্তিশগড়ের



মহাসামুন্দ জেলা সংশোধনাগারে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর ২৪ ঘণ্টারও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও পলাতক বন্দিদের কোনও সন্ধান মেলেনি। জেল সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার ভোর ৩টে থেকে ৪টের মধ্যে এই ঘটনা ঘটে। সংশোধনাগারের ৫ নম্বর ব্যারাকে বন্দি ছিলেন পাঁচুরাম নিশাদ, রাজেন্দ্র রাজ চৌধরী, ধর্মবীর যোগী এবং লীলাধর পাল। চারজনই বিচারাধীন বন্দি। তাঁদের মধ্যে পাঁচুরাম চুরির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন। বাকি তিনজনের বিরুদ্ধে রয়েছে মাদক পাচারের অভিযোগ। অভিযোগ, জেলের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন বন্দিরা। এর ফলে সংশোধনাগার চত্বর কার্যত অন্ধকারে ডুবে যায়। বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নিরাপত্তা ব্যবস্থাতেও সমস্যা তৈরি হয়। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই পালানোর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেন চার বন্দি। জানা গিয়েছে, একাধিক কম্বল একসঙ্গে জুড়ে লম্বা দড়ির মতো তৈরি করেন তাঁরা। এরপর সেই দড়ির সাহায্যে সংশোধনাগারের উঁচু পাঁচিল টপকে বাইরে বেরিয়ে যান চারজন। তাঁদের সঙ্গে আরও এক বন্দি পালানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কম্বলের গিঁট খুলে যাওয়ায় তাঁর পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। ফলে পাঁচজনের মধ্যে চারজন পালাতে সক্ষম হন। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই জেল কর্তৃপক্ষের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। কীভাবে নিরাপত্তারক্ষীদের নজর এড়িয়ে বন্দিরা বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করলেন এবং পাঁচিল টপকে পালালেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সহকারী জেল সুপারিনটেনডেন্ট সন্দীপ কুমার ঘটনার কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, পালিয়ে যাওয়া চার বন্দিই ৫ নম্বর ব্যারাকে ছিলেন।

ঘটনার পরই স্থানীয় থানাগুলিকে সতর্ক করে দেয় জেল কর্তৃপক্ষ। পলাতক বন্দিদের সন্ধানে ভোর থেকেই শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। বিভিন্ন এলাকায় খোঁজ চালানো হলেও এখনও তাঁদের নাগাল পাওয়া যায়নি। পাশাপাশি কীভাবে এত বড় নিরাপত্তার গাফিলতি ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ছত্তিশগড়ে জেল ভেঙে বন্দি পালানোর ঘটনা অবশ্য নতুন নয়। ২০২১ সালেও পাঁচ বিচারাধীন বন্দি সংশোধনাগার থেকে পালিয়েছিলেন। অন্যদিকে, গত মাসেই তামিলনাড়ুর একটি জেল থেকে ১৭ জন বন্দি পালানোর ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। যদিও কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয়। পরপর দুই রাজ্যে জেল ভেঙে বন্দি পালানোর ঘটনায় দেশের সংশোধনাগারগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে। বিশেষ করে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর কীভাবে গোটা নিরাপত্তা ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়ল, তা এখন তদন্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ইনস্টাগ্রামে এবার যৌনগন্ধী কনটেন্টে লাগাম!

১৭ নভেম্বর ঃ সোশাল মিডিয়ায় আপত্তিকর ছবি ও ভিডিওর রমরমা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই উদ্বেগ বাড়ছে। বিশেষ করে শিশুদের নিয়ে তৈরি যৌনগন্ধী কনটেন্ট, অশালীন ছবি, ডিপফেক এবং বিকৃত ভিডিও ছড়িয়ে পড়া নিয়ে বারবার প্রশ্নের মুখে পড়েছে ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের মতো জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম। বিষয়টি নিয়ে মাসচারেক আগেই মেটার কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল কেঃদ্রীয় সরকার। এবার সেই আপত্তিকর কনটেন্টের বিস্তার রুখতে বড়সড় পদক্ষেপ করল মার্ক জুকারবার্গের সংস্থা। মঙ্গলবার ভারতের ব্যবহারকারীদের জন্য ইনস্টাগ্রামের অ্যালগরিদমে পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেছে মেটা। নতুন নিয়মে আপত্তিকর কনটেন্টের সুপারিশ ও প্রচারের উপর আরও কড়া নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হবে। কী পরিবর্তন আসছে ইনস্টাগ্রামে? এতদিন ইনস্টাগ্রামে ব্যবহারকারীরা যেসব অ্যাকাউঃট ফলো করেন, সেগুলির পোস্টের পাশাপাশি অপরিচিত অ্যাকাউঃন্টের ছবি, ভিডিও এবং রিলসও তাঁদের ফিডে ভেসে উঠত। ব্যবহারকারীর পছ ঃদ, আগ্রহ এবং অনলাইন কার্যকলাপের ভিত্তিতে এই ধরনের কনটেঃট সুপারিশ করত প্ল্যাটফর্মের অ্যালগরিদম। কিন্তু নতুন নিয়মে আপত্তিকর বা যৌনগন্ধী কনটেন্টের ক্ষেত্রে সেই সুপারিশ ব্যবস্থায় কড়াকড়ি করা হচ্ছে। অর্থাৎ, কোনও কনটেন্ট ইনস্টাগ্রামে থাকলেও সেটি আর আগের মতো সহজে বিপুল সংখ্যক ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছে যাবে না। বিশেষ করে যাঁরা সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টটি ফলো করেন না, তাঁদের কাছে এই ধরনের কনটেঃন্টের রেকমেনডেশন সীমিত করা হবে। ফলে ব্যবহারকারীদের ফিডে আপত্তিকর ছবি বা ভিডিও ভেসে ওঠার সম্ভাবনা কমবে বলে মনে করছে সংস্থা। তবে এর অর্থ এই নয় যে, সমস্ত আপত্তিকর কনটেঃন্ট সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাটফর্ম থেকে মুছে ফেলা হবে। মূলত কনটেন্টের বিস্তার এবং কার কাছে সেটি পৌঁছবে, সেই বিষয়টির উপর নিয়ন্ত্রণ বাড়ানো হচ্ছে। অর্থা, কনটেন্ট সরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি অ্যালগরিদমের মাধ্যমে তার প্রচার সীমিত করাই নতুন ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য। কেন্দ্রের চাপেই কি এই সিদ্ধান্ত? উল্লেখ্য, সোশাল মিডিয়ায় ডিপফেক, বিকৃত তথ্য, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার এবং শিশুদের নিয়ে তৈরি আপত্তিকর কনটেন্টের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে মাসচারেক আগে মেটাকে সতর্ক করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। এই ধরনের কনটেন্টের বিরুদ্ধে আরও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রযুক্তি সংস্থাগুলির উপর চাপ বাড়ানো হয়েছিল। কেন্দ্রের তরফে মেটাকে অ্যালগরিদমে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার পাশাপাশি আপত্তিকর কনটেন্ট মোকাবিলায় কী কী পদক্ষেপ করা হবে, তার বিস্তারিত পরিকল্পনা জমা দিতে বলা হয়েছিল। বিশেষ করে শিশুদের যৌন নির্যাতন সংক্রান্ত ছবি ও ভিডিও যাতে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে না পারে, সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এরপর মেটার তরফে জানানো হয়েছিল, শিশুদের জন্য ক্ষতিকারক কনটেন্ট শনাক্ত হলে তা প্রশাসনকে জানানো হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপের ক্ষেত্রে প্রশাসনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হবে বলেও সংস্থার তরফে জানানো হয়েছিল।

অন্ধ্রপ্রদেশে ওএনজিসি-র গ্যাস কূপে ভয়াবহ লিক! আতঙ্কে রাতারাতি গ্রামছাড়া ৫০০ পরিবার, নিরাপদ আশ্রয়ে ৮০০ মানুষ

১৭ নভেম্বর ঃ অন্ধ্রপ্রদেশে ফের গ্যাস বিপর্যয়! রাষ্ট্রায়ত্ত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস সংস্থা ওএনজিসি-র গ্যাস কূপে ভয়াবহ লিকের ঘটনায় ছড়াল তীব্র আতঙ্ক। বিপদের আশঙ্কায় গোটা গ্রামের বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে গেল প্রশাসন। প্রায় এক কিলোমিটার এলাকা খালি করে দেওয়া হয়েছে। ঘরছাড়া হয়েছেন ৪০০ থেকে ৫০০ পরিবারের সদস্যরা। সব মিলিয়ে প্রায় ৮০০ জনকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। চলতি বছরে এই নিয়ে চতুর্থবার অন্ধ্রপ্রদেশের কোনাসিমা জেলায় গ্যাস লিকের ঘটনা ঘটল। পরপর এমন ঘটনায় ওএনজিসি-র নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ভোর প্রায় ৫টা নাগাদ কোনাসিমা জেলার ২১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের কাছে গেড্ডাডা গ্রামের একটি গ্যাস কূপে এই দুর্ঘটনা ঘটে। সেখানে ওএনজিসি-র উদ্যোগে রি-ড্রিলিংয়ের কাজ চলছিল। সেই সময় আচমকাই বিকট শব্দ করে কূপ থেকে বিপুল পরিমাণ গ্যাস বেরিয়ে আসতে শুরু করে। মুহূর্তের মধ্যে গ্যাসে ঢেকে যায় আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া যায়নি, তবুও পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে দ্রুত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয় প্রশাসন। গ্যাস ছড়িয়ে পড়ার খবর সামনে আসতেই স্থানীয় বাসিঃদাদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়। কোনওরকম ঝুঁকি না নিয়ে কূপের চারপাশে প্রায় এক কিলোমিটার এলাকাজুড়ে নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়। ওই এলাকার ৪০০ থেকে ৫০০টি পরিবারকে বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রায় ৮০০ গ্রামবাসীকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে শুরু হয়েছে গ্যাস লিক বন্ধ করার কাজ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ওএনজিসি-র বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা কাজ করছেন। জেলাশাসক মহেশকুমার রবিলালা জানিয়েছেন, কূপ থেকে বেরিয়ে আসা গ্যাস আশপাশের এলাকায় ছড়িয়ে না পড়ে মূলত উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। ফলে আপাতত বড়সড় বিপদের আশঙ্কা তুলনামূলকভাবে কম বলে মনে করছে প্রশাসন। তবে কোনওরকম ঝুঁকি নিতে নারাজ



কর্তৃপক্ষ। তাঁর আশা, সন্ধ্যার মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে পারে। এদিকে, গ্যাস লিকের কারণে দুর্ঘটনা এড়াতে গ্রামবাসীদের একাধিক সতর্কতামূলক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৈদ্যুতিক সুইচ, আলো, অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং গ্যাসের উনুন ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে ঘরছাড়া বাসিন্দাদের দুপুর ও রাতের খাবারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। পরিস্থিতির উপর সারাক্ষণ নজর রাখছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই সক্রিয় হন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু। তিনি ওএনজিসি-র শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। গ্যাস লিক সম্পূর্ণভাবে বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বজায় রাখার উপরেও জোর দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, কোনাসিমা জেলায় গ্যাস লিকের ঘটনা এই প্রথম নয়। চলতি বছরে এই নিয়ে চতুর্থবার এমন বিপর্যয়ের মুখে পড়ল এলাকাটি। গত জানুয়ারি মাসে জেলার মোরি গ্রামে একটি গ্যাস কূপে ব্লোআউটের জেরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল। প্রায় পাঁচ দিন ধরে জ্বলেছিল সেই আগুন। সেই ঘটনার আতঙ্ক কাটতে না কাটতেই ফের গ্যাস লিকের ঘটনায় উদ্বেগ বেড়েছে স্থানীয় বাসিঃদাদের। একই জেলায় বারবার গ্যাস কূপে দুর্ঘটনা ঘটায় গক্সক্ট-র পরিকাঠামো, রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিশেষ করে রি-ড্রিলিংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলাকালীন কীভাবে এমন পরিস্থিতি তৈরি হল, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আপাতত সকলের নজর গ্যাস লিক বন্ধ করার কাজ এবং ঘরছাড়া পরিবারগুলির নিরাপদে বাড়ি ফেরার দিকে।

NAME CHANGE

I, Nasiruddin (Old Name) S/O–Abdus Sattar resident of Satgharia Jote Basanta , Budhia, Ps-English Bazar , Dist-Malda , West Beng

প্রগতির নতুন গতিঃ ১০ বছরে উত্তর-পূর্ব ভারতের রেলওয়ে বৈদ্যুতিকরণে শূন্য থেকে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত যাত্রা

মালিগাঁও, ১৭ নভেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ১০ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তার আওতাধীন এলাকায়



১০০ শতাংশ রেলওয়ে বৈদ্যুতিকরণের অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। ২০১৪-এর আগে এই অঞ্চলে কোনো রেলওয়ে বৈদ্যুতিকরণ ছিল না। বৈদ্যুতিকরণের পদক্ষেপ ২০১৭-১৮-এ শুরু হয়, যা রেলওয়ে পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ এবং স্থিতিশীল পরিবহনের প্রসারের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আওতাধীন রাজ্যগুলিতে এই কাজ ক্রমশ সম্প্রসারিত হয়েছে, যার ফলে রেলওয়ে সংযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালী হওয়ার পাশাপাশি ট্রেন পরিষেবা আরও দক্ষ, পরিবেশবান্ধব ও নির্ভরযোগ্য হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সমস্ত সক্রিয় রেলওয়ে সেকশনে বৈদ্যুতিকরণ সম্পন্ন হয়েছে, যা উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আধুনিকরণের প্রচেষ্টায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ২০২৬-২৭ পর্যন্ত অর্জন করা সামগ্রিক অগ্রগতি অনুযায়ী, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার আওতাধীন এলাকায় মোট ৪,৩১১.৯৬ রুট কিলোমিটার (আরকেএম) রেলপথ বৈদ্যুতিকরণের আওতায় এনেছে। এর মধ্যে ২,৫৪৬.০৪ আরকেএম অসমের অন্তর্ভুক্ত, ৯৮৭.৫১ আরকেএম পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত এবং ৪২৭.৪৯ আরকেএম বিহারের অন্তর্ভুক্ত। ত্রিপুরা (২৬৯.৪৫ আরকেএম), মিজোরাম (৫২.৮৮ আরকেএম), অরুণাচল প্রদেশ (১১.৬৭ আরকেএম), মেঘালয় (৯.৫৮ আরকেএম), নাগাল্যান্ড (৬ আরকেএম) এবং মণিপুরেও (১.৩৫ আরকেএম) বৈদ্যুতিকরণের অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে, যা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নেটওয়ার্কে বৈদ্যুতিক রেলওয়ে পরিকাঠামোর ব্যাপক সম্প্রসারণকে তুলে ধরে। বছরভিত্তিক পরিসংখ্যানগুলি এই বৈদ্যুতিকরণ পদক্ষেপের অধীনে অর্জন করা ধারাবাহিক অগ্রগতিকে তুলে ধরে। ২০২৩-২৪ সালে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ৯১৫.৬২ আরকেএম বৈদ্যুতিকরণ সম্পন্ন করেছে এবং পরবর্তী বছর, অর্থাৎ ২০২৪-২৫ সালে ১,১৪১.৩৮ আরকেএম বৈদ্যুতিকরণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০২৫-২৬ সালে অতিরিক্ত ৪৪৫.৬৬ আরকেএম বৈদ্যুতিকরণ কাজ সম্পন্ন করা হয়, অন্যদিকে ২০২৬-২৭ সালে এখন পর্যন্ত ১৪১.৭৭ আরকেএম বৈদ্যুতিকরণ সম্পন্ন হয়েছে, এটি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বৈদ্যুতিকৃত রেলওয়ে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের নিরন্তর প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে। সম্প্রতি, ১৪.০৯.২০২৬ তারিখে লামডিং-বদরপুর সেকশনে এবং ১২.১০.২০২৬ তারিখে মিজোরামের ভৈরবি-সাইরাং সেকশনে রেলওয়ে বৈদ্যুতিকরণের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বৈদ্যুতিক রেলওয়ে সংযোগ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আরও একটি অগ্রগতি। এর পাশাপাশি, চলমান নতুন রেলওয়ে প্রকল্পগুলিতে একই সঙ্গে বৈদ্যুতিকরণের কাজও এগিয়ে চলেছে, যা নিশ্চিত করছে যে ভবিষ্যতের রেলওয়ে পরিকাঠামোতেও আধুনিক, জ্বালানি-সাশ্রয়ী ও স্থিতিশীল ট্র্যাকশন ব্যবস্থা যুক্ত থাকবে। এই সাফল্যগুলি রেলওয়ে পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ, জ্বালানি-সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব পরিবহনের প্রসার এবং ভারতীয় রেলওয়ের ব্রড-গেজ নেটওয়ার্ককে ১০০ শতাংশ বৈদ্যুতিকরণের লক্ষ্য অর্জনে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অঙ্গীকারকে পুনরায় নিশ্চিত করে।

জগদ্ধাত্রী পুজো ২০২৬ উপলক্ষে পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে ব্যাপক ট্রেন পরিষেবা, নিরাপত্তা এবং যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর ঃ লক্ষ লক্ষ পুজোপ্রেমী মানুষের সুরক্ষা, স্বাচ্ছন্দ্য এবং নির্বিঘ্ন যাতায়াতের প্রতি গভীর যত্ন ও দায়বদ্ধতা প্রদর্শন করে, পূর্ব রেল ২০২৬ সালের ১৪ নভেম্বর থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষে ব্যাপক পরিচালনাগত, নিরাপত্তা এবং যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ভদ্রেশ্বর, মানকুণ্ডু, চন্দননগর এবং চুঁচুড়া স্টেশনে প্রতিদিনের যাত্রীর ভিড় বহুগুণ বেড়ে আনুমানিক ১ লক্ষে পৌঁছানোর কারণে, পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পান্ডের নির্দেশনায়, বিশাল উৎসবের এই চাপ সামলাতে হাওড়া ও শিয়ালদহ ডিভিশনে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। উৎসবের যাত্রীদের সুবিধাজনক যাতায়াত নিশ্চিত করতে, পূর্ব রেল হাওড়া ও ব্যান্ডেলের মধ্যে প্রতিদিনের নির্ধারিত ১৬০ টি ইএমইউ ট্রিপ ছাড়াও, ১৩ /১৪ নভেম্বর থেকে ১৯/ ২০ নভেম্বরের মধ্যবর্তী রাতগুলিতে (১৩/ ১৪ ও ১৯/ ২০ নভেম্বর প্রতিদিন ১২ টি করে ট্রিপ এবং ১৪/ ১৫ নভেম্বর থেকে ১৮/ ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন ২১ টি ট্রিপ) মোট ১২৯টি বিশেষ ইএমইউ ট্রিপ পরিচালনা করছে। এছাড়া হাওড়া ডিভিশন নিয়মিত উইকডে শিডিউল অনুযায়ী দুপুর ১৫.০০ টা পর্যন্ত উৎস ভিত্তিক শহরতলি পরিষেবা চালাবে, একটি হাওড়া-মসাগ্রাম ইএমইউ লোকাল বর্ধমান পর্যন্ত সম্প্রসারিত করবে এবং হাওড়া ও ব্যান্ডেলের মধ্যবর্তী সমস্ত স্টেশনে অতিরিক্ত স্টপেজ সহ ৩টি ট্রেন প্রদান করবে। হঠাৎ ভিড় বাড়লে হাওড়া- ব্যান্ডেল ও ব্যান্ডেল-রিশরা রুটে চালানোর জন্য ব্যান্ডেল ও হাওড়ায় দুটি ইএমইউ স্ক্র্যাচ রেক স্ট্যান্ডবাই রাখা হয়েছে, পাশাপাশি বালি-ব্যান্ডেল সেকশনে উভয়দিকে ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। শিয়ালদহ ডিভিশনে, ১৭/ ১৮ এবং ১৮/ ১৯ নভেম্বরের মধ্যবর্তী রাতে রানাঘাট ও কৃষ্ণনগর সিটির মধ্যে এক জোড়া বিশেষ ট্রেন চলাচল করছে। পুণার্থীদের নিরাপত্তা এবং ভিড় ব্যবস্থাপনার প্রতি পূর্ব রেলের দৃঢ় প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটিয়ে, হাওড়া ডিভিশনের রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স ৫৭০ জন কর্মকর্তার সহায়তায় ২৫৮ জন আরপিএফ কর্মী মোতায়েন করেছে, পাশাপাশি গভীর রাতে ক্ষতিগ্রস্ত স্টেশনগুলির চারপাশে ১৪ টি বিশেষ নাইট-প্যাট্রোলিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্টেশন চত্বর এবং সংবেদনশীল এলাকাগুলি ১০৪ টি সিসিটিভি ক্যামেরা, ১৪ টি সৌরচালিত সিসিটিভি ক্যামেরা এবং আকাশপথে নজরদারির জন্য ৩টি ড্রোন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে, অন্যদিকে ১৭টি লাউডস্পিকার, স্পষ্ট যাত্রী তথ্য সাইনেজ এবং সম্পূর্ণ কার্যকরী পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম ট্রেন পরিষেবা, প্ল্যাটফর্মের ভিড় এবং নিরাপত্তা সম্পর্কে ক্রমাগত আপডেট প্রদান করছে। কমার্শিয়াল, অপারেটিং এবং আরপিএফ বিভাগ স্থানীয় প্রশাসনের সাথে নিবিড় সমন্বয় রেখে প্ল্যাটফর্ম, ফুট ওভারব্রিজ , বুকিং অফিস এবং সার্কুলেটিং এলাকায় ক্রমাগত যৌথ তদারকি চালিয়ে যাচ্ছে। বালি ও ব্যান্ডেলের মধ্যবর্তী



সংবেদনশীল স্থানগুলিতে যে কোনও অপারেশনাল জরুরি অবস্থা অবিলম্বে মোকাবিলা করার জন্য টিআরডি, এস অ্যান্ড টি, ইএমইউ রক্ষণাবেক্ষণ, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল এবং আরপিএফ-এর কর্মীদের নিয়ে গঠিত মোবাইল গ্যাংগুলি কৌশলগতভাবে মোতায়েন করা হয়েছে। পুজোপ্রেমীরা যাতে দ্রুত টিকিট কাটতে পারেন এবং স্টেশনে সহজে যাতায়াত করতে পারেন, সেজন্য চারটি প্রধান স্টেশনে বিশেষ টিকিট ও কমার্শিয়াল কর্মীদের ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। চন্দননগরে ৮ টি অসংরক্ষিত কাউন্টার (৪ টি নিয়মিত এবং ৪টি অতিরিক্ত, যার মধ্যে প্রধান বুকিং অফিসে ৭টি এবং অতিরিক্ত বুকিং অফিসে ১টি), ৪টি এটিভিএম এবং ৮ টি এম-ইউটিএস মেশিন (যার মধ্যে ৫টি চালু আছে) কাজ করছে, যা ৪৪ জন মোতায়েন করা কমার্শিয়াল কর্মী এবং ১৮ জন বিশেষ টিকিট চেকিং কর্মীর দ্বারা সমর্থিত। মানকুণ্ডুতে ৫ টি অসংরক্ষিত কাউন্টার (৩ টি নিয়মিত এবং ২টি অতিরিক্ত, যার মধ্যে প্রধান বুকিং অফিসে ৪ টি এবং অতিরিক্ত বুকিং অফিসে ১টি), ২টি এটিভিএম এবং ৩টি এম-ইউটিএস মেশিন সক্রিয় রয়েছে, যা ১০ জন কমার্শিয়াল কর্মী এবং ১৫ জন টিকিট চেকিং কর্মীর দ্বারা পরিচালিত। চুঁচুড়ায় ৪ টি অসংরক্ষিত কাউন্টার (৩টি নিয়মিত এবং ১টি অতিরিক্ত), ৪ টি এটিভিএম, ১টি এম-ইউটিএস মেশিন এবং ৩ জন কমার্শিয়াল কর্মী প্রদান করা হয়েছে, অন্যদিকে ভদ্রেশ্বর ৩টি অসংরক্ষিত কাউন্টার, ৩টি এটিভিএম এবং ১টি এম-ইউটিএস মেশিন দিয়ে সজ্জিত। পুণার্থীদের কল্যাণ, পরিচ্ছন্নতা এবং জরুরি চিকিৎসার কথা মাথায় রেখে, পূর্ব রেল চন্দননগর ও মানকুণ্ডু উভয় স্টেশনেই মে আই হেল্প ইউ বুথ খুলেছে, যার মধ্যে চন্দননগরের বুথে প্রতি শিফটে ৪ জন টিকিট চেকিং কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করছেন। পুজোপ্রেমীদের এক উষ্ণ ও জমকালো অভ্যর্থনা জানাতে, চন্দননগর স্টেশনে প্রায় ৮,০০০ বর্গফুট এলাকা জুড়ে একটি লাল কার্পেটও বিছানো হয়েছে। চন্দননগর ও মানকুণ্ডু উভয় স্টেশনেই মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্স বুথ, স্ট্যান্ডবাই অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা এবং কার্যকরী অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ও ফায়ার সেফটি সরঞ্জাম মোতায়েন করা হয়েছে, অন্যদিকে অতিরিক্ত পরিচ্ছন্নতা কর্মী ও সংস্থান সহ নিবিড় হাউসকিপিং উৎসব জুড়ে প্ল্যাটফর্ম, এফওবি, সার্কুলেটিং এলাকা এবং শৌচাগারগুলিকে স্বাস্থ্যকর রাখছে। পূর্ব রেল সমস্ত যাত্রী এবং আগত দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা কর্মীদের সাথে সহযোগিতা করতে, নিরাপত্তা নির্দেশিকা মেনে চলতে এবং রেল চত্বরে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অনুরোধ করছে। এই ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে বলতে গিয়ে, পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানান, জগদ্ধাত্রী পুজোর উৎসবের দিনগুলিতে প্রতিটি পুজোপ্রেমী এবং নিত্যযাত্রীর জন্য একটি নিরাপদ, নির্বিঘ্ন এবং আরামদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানে পূর্ব রেল সম্পূর্ণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

জল থেকে ডাঙায় ফিরলেন মুর্শিদাবাদের জল-মানব ইকবাল, এখন আবার জলে নামতেই ভয়

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৭ নভেম্বর ঃ খোশ মেজাজে এখন পাড়ার মাঠে, রাস্তায় দেখা যাচ্ছে মুর্শিদাবাদের জল-মানব ইকবালকে। শারীরিক অসুস্থতা অনেকটাই কাটিয়ে উঠে এখন স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পথে ইকবাল। একটা সময় যিনি সারা দিনরাত পুকুরের জলে ডুবে থাকতেন, এখন আর জলে নামতেই চাইছেন না তিনি, এমনকি বাড়িতে স্নান করতেও তাঁর অনীহা। তবে সুস্থতার পথে ফিরলেও নতুন করে আবারও শুরু হয়েছে তাঁর ইনজেকশন পর্ব। বহরমপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর ইনজেকশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইকবালের মা কামিরণ বিবি বলেন, ইকবালের এখন ইনজেকশন চলছে। তবে আগের মতোই মোটা হয়ে রয়েছে এবং প্রচুর পরিমাণে খাচ্ছে। তবে তার ঘুমের পরিমাণ কমে গেছে। আমরা মুম্বইয়ের ডাক্তারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে তাঁদের কথা মতোই চিকিৎসা করাচ্ছি। উল্লেখ্য, গত কয়েক বছর ধরেই দিনের বেশিরভাগ সময় ইকবালের কাটত পুকুরের জলে ডুবে থেকে। পাড়ার লোকেরা সেখানেই তাকে খাবার দিত, সেখানেই সে খাবার খেত, ঘুমোত, সবকিছুই চলত পুকুরের জলে। জল থেকে উঠলেই ইকবালের মনে হতো তার শরীরে কোনও জিন ভর করেছে এবং তার শরীরে আগুনের মতো জ্বালা করত। এই অদ্ভুত ঘটনার খবর প্রকাশিত হওয়ার পর একটি বেসরকারি সংস্থার তরফ থেকে তাকে মুম্বইতে নিয়ে গিয়ে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে ইকবাল মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার গ্রামে নিজের বাড়িতেই রয়েছে। ইকবাল জানিয়েছেন, ভাইয়ের সাথে খেলে সময় কাটাচ্ছি। শরীরের জ্বালা কমলেও ঘুম কম হচ্ছে। সেই সঙ্গে আমার ওজনও বেড়ে গেছে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বিড়ি বেঁধে তাদের সংসার চলে। সেই অভাবের সংসারে ইকবালের খাবারের পরিমাণও অনেকটাই বেড়ে গেছে। মুম্বাইতে চিকিৎসা চলাকালীন সে অনেকটাই সময় ঘুমিয়ে কাটাত, তবে এখন ঘুমের পরিমাণ কমে গেছে। তবে শরীর সুস্থ রাখার জন্য ইকবাল এখন জিমও করছে। এই বিষয়ে বহরমপুরের বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ তুহিন্দ্রনাথ রায় বলেন, আগামী এক বছর মোট ৫২ টি ইনজেকশন ইকবালকে দিতে হবে। এখনও পর্যন্ত আটটি ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। তবে হঠাৎ করেই তার ইনজেকশন নেওয়ায় ভয় বা অনীহা দেখা দিয়েছে। চিকিৎসকদের মতে, ইকবালের মোটা হওয়া বা ওবেসিটির বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দিয়েছে। সেই মতোই তার চিকিৎসা করা হচ্ছে। এটি একটি বিরল হরমোনজনিত সমস্যা বলেও মনে করছেন চিকিৎসকরা। কিন্তু ইকবালের পরিবার এখনও রয়েছেন দুশ্চিন্তায়। গত দু 'মাস ধরে তাঁর চিকিৎসা পর্ব চললেও ওজন সেভাবে কমেনি। আগের মতো জলের মধ্যে থাকার প্রবণতা কমলেও খাওয়ার পরিমাণ অস্বাভাবিক বেশি থাকায় এবং ওজন না কমায় চিন্তা বাড়ছে পরিবারের। তবুও আশার আলো দেখছেন গ্রামবাসীরা। যে ছেলেটা একটা সময় পুকুরের জলকেই নিজের ঘর বানিয়ে নিয়েছিল, সে আজ পাড়ার মাঠে ভাইয়ের সঙ্গে খেলছে, রাস্তায় হাঁটছে। জল-মানব থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার এই লড়াইয়ে ইকবালের পাশে দাঁড়িয়েছে গোটা গ্রাম।

রোগী সুরক্ষায় বড় পদক্ষেপ, বর্ধমানে দুই বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি বন্ধের নির্দেশ ঃ একাধিক নার্সিংহোমকে সতর্কবার্তা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৭ নভেম্বর ঃ বর্ধমান শহরের বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলির স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং পরিকাঠামো নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠল। বহুতল ভবন, ঝাঁ চকচকে সাইনবোর্ড আর মাল্টিস্পেশালিটি পরিষেবার বিজ্ঞাপনের আড়ালে রোগীদের নিরাপত্তা ও চিকিৎসার ন্যূনতম পরিকাঠামো নিয়েই উঠে এল একাধিক অভিযোগ। সরেজমিনে পরিদর্শনে নেমে কার্যত ক্ষোভ প্রকাশ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি তথা রাজ্য সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান বিশ্বজিত বসু। তাঁর নির্দেশে নবাবহাটের ক্যামেলিয়া ও ইনফিনিটি-এই দুই মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালে নতুন করে রোগী ভর্তি বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি একাধিক বেসরকারি নার্সিংহোমকে সতর্ক করেছে কমিশন। নিয়ম না মানলে আগামী দিনে আরও কঠোর পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার বর্ধমান শহরের বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলির পরিকাঠামো, চিকিৎসা পরিষেবা এবং দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে বিশেষ উদ্যোগ নেয় কমিশন। এ দিন বর্ধমান সার্কিট হাউসে প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন কমিশনের চেয়ারম্যান বিশ্বজিত বসু। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়াল, পুলিশ সুপার এম এস পুষ্পা, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জয়রাম হেমব্রম-সহ বিভিন্ন সরকারি দফতরের আধিকারিকরা। সরকারি পরিষেবা প্রদান-সহ বিভিন্ন দফতরের কাজকর্মে অনিয়ম ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অভিযোগ নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়। বৈঠক শেষেই পরিদর্শনে নামে কমিশনের প্রতিনিধিদল। পাঁচ সদস্যের বিশেষ দল দু'টি ভাগে ভাগ হয়ে বর্ধমান শহরের বিভিন্ন



বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে সরেজমিনে তদন্ত শুরু করে। নবাবহাট এলাকার একাধিক হাসপাতালও ছিল পরিদর্শনের তালিকায়। হাসপাতালগুলির চিকিৎসা পরিকাঠামো, রোগীদের পরিষেবা, স্বাস্থ্যবিধি, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবং সরকারি নিয়ম মেনে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখেন প্রতিনিধিরা। পরিদর্শনের পর পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন কমিশনের চেয়ারম্যান বিশ্বজিত বসু। তাঁর কথায়, নার্সিংহোমগুলিতে ন্যূনতম নিয়ম থাকলে তো বলব অনিয়ম। এখানে স্বাস্থ্য পরিষেবার কোনও নিয়মই মানা হচ্ছে না। সেই সঙ্গে ফায়ার সেফটি বলতেও কিছু নেই। সম্পূর্ণটাই অনিয়ম। রোগীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই ক্যামেলিয়া ও ইনফিনিটি মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালে নতুন রোগী ভর্তি বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। অন্য কয়েকটি নার্সিংহোমকেও সতর্ক করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের নির্ধারিত নিয়ম এবং পরিকাঠামোগত শর্ত পূরণ না করলে আগামী দিনে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে কমিশন। বর্ধমানের মতো জেলা শহরে চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমের উপর নির্ভর করেন বহু মানুষ। অথচ সেই বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতেই রোগীর নিরাপত্তা, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবং ন্যূনতম চিকিৎসা পরিকাঠামো নিয়ে এমন অভিযোগ সামনে আসায় উদ্বেগ বাড়ছে। শুধু বহুতল ভবন, ঝাঁ চকচকে পরিবেশ কিংবা মাল্টিস্পেশালিটি তকমা থাকলেই কি উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত হয়? রোগীর জীবন ও নিরাপত্তার প্রশ্নে সেই বাস্তবতা এবার নতুন করে সামনে আনল কমিশনের এই অভিযান। এখন দেখার, পরিদর্শনের পর বর্ধমানের বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার ছবিতে কতটা পরিবর্তন আসে।

ছট পুজো শেষ, কিন্তু দায়িত্ব শেষ নয়! হরি ওম ঘাটে চলল মহা সাফাই অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর ঃ ছট মাইয়ার আশীর্বাদ নিয়ে ঘরে ফিরেছে ভক্তরা। কিন্তু ঘাটে পড়ে আছে ফুল, ফল, প্রদীপ, পাতা! তখনই এগিয়ে এলেন তাঁরা - যাঁরা ঘাটকে নিজের ঘরের মতো ভালোবাসেন! এদিন সকালে, শিলিগুড়ির বিখ্যাত হরি ওম ঘাটে চলল বিশেষ সাফাই অভিযান! যৌথ উদ্যোগে সামিল হলেন হরি ওম ঘাট কর্তৃপক্ষ ও আজমিকেয়ার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। হাতে ঝাঁটা, হাতে বস্তা, মুখে হাসি! আছে শুধু একটাই উদ্দেশ্য - ঘাট পরিস্কার রাখা, পরিবেশ পরিস্কার রাখা, নদী পরিস্কার রাখা! কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঘাট থেকে তুলে ফেলা হলো পুজোর সমস্ত আবর্জনা! ফুল, মালা, প্লাস্টিক, প্রদীপ - সব পরিস্কার করে আবার আগের মতো ঝকঝকে করে তোলা হলো হরি ওম ঘাটকে। হরি ওম ঘাট কর্তৃপক্ষ কী বললেন? তাঁদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে - এটা শুধু ছট পুজোর পরের সাফাই নয়। আমরা বছরের মাঝে মাঝেই এই সাফাই অভিযানে সামিল হই। আমাদের মূল উদ্দেশ্য একটাই - ঘাটের পাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা। ঘাট পরিস্কার থাকলে, মনও পরিস্কার থাকে। ভক্তরা যাতে সবসময় একটা পরিস্কার, সুন্দর ঘাটে এসে পুজো করতে পারেন, সেটাই আমাদের লক্ষ্য। আজমিকেয়ারের সদস্যরা যেভাবে নিঃস্বার্থভাবে এই কাজে হাত লাগালেন, তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য! ছট শুধু সূর্যদেবের পুজো নয়, ছট হলো প্রকৃতির পুজো! নদীর পুজো! পরিচ্ছন্নতার পুজো! আর হরি ওম ঘাট কর্তৃপক্ষ ও আজমিকেয়ার সেই শিক্ষাকেই আজ বাস্তবে করে দেখালেন।

গুড়াপ কাণ্ডঃ দোষী অশোক সিংহের ফাঁসির সাজা বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্ট

বনস্পতি দে, হুগলি, ১৭ নভেম্বর ঃ ২০২৪ সালে হুগলির গুড়াপে পাঁচ বছরের এক শিশুকন্যাকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত অশোক সিংহের মৃত্যুদণ্ডের সাজাই বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি অরিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিংহ রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ নিম্ন আদালতের রায়কে মান্যতা দিয়ে জানায়, অপরাধের ভয়াবহতা বিবেচনা করলে সাজা লঘু করার কোনো অবকাশ নেই। একইসঙ্গে, নির্যাতিতার পরিবারকে দেওয়া আর্থিক ক্ষতিপূরণের অঙ্ক ১০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫ লক্ষ টাকা করার নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত। তবে আইনি সংস্থান মেনে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানানোর সুযোগ দিতে দোষীকে তিন মাস সময় দেওয়া হয়েছে। ফলে আগামী তিন মাসের মধ্যে ফাঁসির সাজা কার্যকর করা যাবে না। আদালতের পর্যবেক্ষণ, সংবিধান স্বীকৃত চূড়ান্ত আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যায় না। শীর্ষ আদালতের পরবর্তী নির্দেশের ওপরই অশোকের চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ভর করবে। ২০২৪ সালের ওই ঘটনায় বিকেলে খেলতে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় পাঁচ বছর দশ মাসের শিশুটি। পরে অশোকের ঘর থেকেই কম্বল ও কাঠ চাপা দেওয়া অবস্থায় তার রক্তাক্ত, বিবস্ত্র দেহ উদ্ধার হয়। ময়নাতদন্তে শিশুটিকে দেওয়ালে ছুঁড়ে মারার মতো পৈশাচিক নির্যাতনের প্রমাণ মেলে। ২০২৫ সালে হুগলি জেলা আদালত অশোককে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসির সাজা শুনিয়েছিল। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় সে। অন্যদিকে, রাজ্য সরকারের তরফে বিশেষ কৌঁসুলি নিয়োগ করে সর্বোচ্চ সাজা বহাল রাখার জোরালো সওয়াল করা হয়। এদিনের রায়কে ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী বলে অভিহিত করেছেন রাজ্যের বিশেষ সরকারি কৌঁসুলি জয়ন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। তিনি জানান, ১৯৯২ সালে ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের মামলার পর দীর্ঘ ৩৪ বছর বাদে এই ধরনের কোনো অপরাধে কলকাতা হাইকোর্ট ফাঁসির সাজায় সিলমোহর দিল। দোষীর অতীতেও নারী নির্যাতনের রেকর্ড থাকায় আদালত মনে করেছে তার সংশোধনের কোনো সম্ভাবনা নেই। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই রায় সমাজে এক কড়া বার্তা দেবে বলেই মনে করছে আইনজীবী মহল।

আদিবাসী তরুণীকে গণধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৬ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১৭ নভেম্বর ঃ বন্ধুত্বের পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে ১৭ বছরের এক আদিবাসী তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল। এই ঘটনায় পুলিশ কাশীপুর থানা এলাকা থেকে মোট ৬ জন যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে কাশীপুর থানার মাজারামুড়া গ্রামে যাত্রা অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছিলেন ওই তরুণী। অভিযোগ, সেই সময় ওই তরুণীর সঙ্গে পূর্বপরিচিত এক যুবকের মাধ্যমে আরও ৫ জন যুবক সেখানে আসে। এরপর রাতের অন্ধকারে সুযোগ বুঝে ওই ছ'জন মিলে তরুণীকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর নির্যাতিতা তরুণী কাশীপুর থানায় গিয়ে সমস্ত বিষয়টি জানিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পরেই তপর হয় পুলিশ। দ্রুত তদন্ত শুরু করে পুলিশ অভিযুক্ত ৬ যুবককে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে ধৃতদের নাম প্রকাশ করা হয়েছে। তারা হলেন- সুদীপ মান্ডি, রাজেশ মান্ডি, আগুন মান্ডি, মেঘনাথ মান্ডি, সুশান্ত মান্ডি এবং বিনন্দা সরেন। ধৃত প্রত্যেকের বাড়িই কাশীপুর থানা এলাকায় বলে জানা গেছে। ধৃতদের রঘুনাথপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

১৫ কেজির বেশি গাঁজা-সহ গ্রেফতার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়গপুর, ১৭ নভেম্বর ঃ মঙ্গলবার নারায়ণগড় স্টেশন থেকে ১৫.৫৪১ কিলোগ্রাম গাঁজা-সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে রেল পুলিশ (জিআরপি)। ধৃত অভিযুক্তের নাম হাফিজুল মণ্ডল (৩৩)। তিনি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাসিন্দা। জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে খড়গপুর রেল পুলিশ (জিআরপি) নারায়ণগড় রেল স্টেশনে তল্লাশির সময় হাফিজুল মণ্ডলকে আটক করে। সে স্বরূপগরে যাচ্ছিল। সন্দেহ হওয়ায় তার ব্যাগ তল্লাশি করা হয়। এই সময় তার কাছে থাকা দুটি ব্যাগ থেকে গাঁজার ১৫টি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। সেগুলির মোট ওজন ১৫.৫৮১ কিলোগ্রাম। উদ্ধার হওয়া গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই ঘটনায় এন

চেন্নাইয়ের মেন্টর হিসেবে নতুন ইনিংসের পথে ধোনি

সংবাদ সংস্থা, চেন্নাই, ১৭ নভেম্বরঃ আইপিএলে এক বর্ণময় অধ্যায়ের সমাপ্তি। খেলোয়াড় হিসেবে বুটজোা তুলে রাখলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। আগামী ২০২৭ সালের আইপিএল মরশুম থেকে চেন্নাই সুপার কিংসের মেন্টর হিসেবে নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে। মঙ্গলবার রিটেনশনের শেষ দিনে এই মেগা ঘোষণা করল ফ্র্যাঞ্চাইজি। হলুদ জার্সিতে মাঠে নেমে তাঁর সেই পরিচিত ফিনিশিং আর দেখা যাবে না। তবে ডাগআউটে বসে দলের মগজাস্ত্র হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবেন 'থালা'। ২০০৮ সাল থেকে শুরু। প্রায় দুই দশকের পথচলায় ধোনির নেতৃত্বে পাঁচটি আইপিএল এবং দুটি চ্যাম্পিয়নস লিগ টি-টোয়েন্টি খেতাব জিতেছে চেন্নাই। প্রিয় তারকার খেলোয়াড়-জীবনের বিদায়ে আবেগপ্রবণ দলের মালিক এন শ্রীনিবাসন। তাঁর কথায়, ''ধোনি ছাড়া সিএসকে-র কোনও অস্তিত্ব নেই। গত দু'দশক ধরে আমরা একসঙ্গে পথ হেঁটেছি। সাফল্য, ব্যর্থতা-সবকিছু ভাগ করে নিয়েছি।



আমাদের এই মজবুত সম্পর্কের মূল কারণ, আমরা কখনও একে অপরের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলিনি।'' ২০০৮ সালের নিলামের স্মৃতি টেনে তিনি আরও বলেন, ''আমিই জেদ ধরেছিলাম ধোনিকে দলে নিতে। সেটাই আমার জীবনের সেরা সিদ্ধান্ত। ওর ট্রফি জয় দিয়ে নয়, মানুষ হিসেবে ও কতটা ব।, সেটাই আসল।'' রাঁচির ছেলে হলেও ধোনিকে আপন করে নিয়েছে গোটা চেন্নাই। ফ্র্যাঞ্চাইজির ম্যানেজিং ডিরেক্টর কাশী বিশ্বনাথন বলেন, ''ক্রিকেটার হিসেবে ওর কীর্তি প্রতিটি ভক্তের মনে গাঁথা থাকবে। কিন্তু ধোনির আসল ম্যাজিক, কীভাবে ও চেন্নাইয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠল। শহরটা ওকে নিজের ঘরের ছেলে বানিয়েছে।'' হলুদ জার্সিতে মাঠে না দেখার আক্ষেপ থাকলেও, নতুন ভূমিকায় মাহিকে পেয়ে খুশি বিশ্বনাথন। তাঁর সংযোজন, ''পিছনে ফিরে তাকালে ট্রফিগুলোর কথা মনে পড়বে। পাশাপাশি মনে পাবে কীভাবে আমরা সেগুলো জিতেছিলাম। সেটাই ওর আসল লেগাসি। মাঠে হলুদ জার্সিতে ওকে মিস করব ঠিকই, তবে দলের তরুণদের ও গাইড করবে ভেবে ভালো লাগছে। এই বন্ধন আগামী দিনে আরও মজবুত হবে।''

রাজস্থান ছাড়তে পারেন যশস্বী!

রিটেনশনের আগে মুস্তাক আলিতে রজত পাটিদারের সেঞ্চুরি, লক্ষ্যের নজরে চেন্নাই

নিজস্ব প্রতিবেদন

আইপিএল রিটেনশনের আগে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর অন্দরে চরম তৎপরতা। আগামী মরশুমেও রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক থাকছেন রিয়ান পরাগ। লন্ডনে টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে তাঁর বৈঠক সারা। মালিকানা বদলের আবহেও পরাগের উপরই আস্থা ফ্র্যাঞ্চাইজির। আর এতেই জোর জল্পনা, রাজস্থান



ছাড়তে পারেন যশস্বী জয়সওয়াল। প্রাক্তন পেসার ইরফান পাঠানের দাবি, অধিনায়ক হতে না পেরে হতাশ এই তরুণ ওপেনার। গত মরশুমে ১৫ বছরের বৈভব সূর্যবংশীর কাছে রান টপকে যাওয়াও একটা কারণ হতে পারে। তাঁর সম্ভাব্য গন্তব্য কলকাতা নাইট রাইডার্স অথবা লখনউ সুপার জায়ান্টস। ইরফানের মতে, বরুণ চক্রবর্তীর সঙ্গে যশস্বীর সোয়াপ ডিল হলে কেকেআর একজন দীর্ঘমেয়াদি নেতা পেয়ে যাবে। অন্যদিকে, রাজস্থানও লখনউয়ের সঙ্গে স্যাম কারেন, মহম্মদ সামি ও সিদ্ধার্থকে নিয়ে ট্রেডের অঙ্ক কষছে। রিটেনশনের ঠিক আগের দিন সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে ব্যাট হাতে প্রবল ঝড় তুললেন রজত পাটিদার। নিউ চণ্ডীগড়ে অসমের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রদেশের হয়ে মাত্র ৪৮ বলে অপরাজিত ১৩৫ রান। ইনিংসে ১৩টি পেল্লাই ছক্কা ও ৮টি চার। যা ছক্কার নিরিখে মধ্যপ্রদেশের রেকর্ড। ৪১ বলে সেঞ্চুরি। চোট সামলাতে সম্প্রতি ভারত 'এ' দল থেকে নাম প্রত্যাহার করেছিলেন। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে তাঁর এই বিধ্বংসী কামব্যাক রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর জন্য বিরাট স্বস্তির খবর। দল ৫৭ রানে ৩ উইকেট হারানোর পর ক্রিজে এসে একাই ম্যাচের রং বদলে দেন তিনি। শিবাং কুমারের সঙ্গে ৬২ বলে ১৫৩ রানের পার্টনারশিপ। ইনিংসে মাত্র ৫টি ডট বল খেলেছেন পাটিদার। ওমানে পাকিস্তানকে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ জিতেছে ভারতের জুনিয়র ব্রিগেড। গ্রুপ পর্বে এই পাকিস্তানের কাছেই হারতে হয়েছিল। ফাইনালে ৮০ রানের দুর্দান্ত ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলেছেন অধিনায়ক লক্ষ্য রাইচন্দানি। তাঁর আইপিএল খেলার স্বপ্ন মহেন্দ্র সিং ধোনির দল চেন্নাই সুপার কিংসে। মাঠে লক্ষ্যর শান্ত মাথার সঙ্গে ইতিমধ্যে ধোনির মিল পাচ্ছেন উত্তরাখণ্ডের কোচ মণীশ ঝড়। 'বিরাটের মতো আগুন নাকি ধোনির মতো বরফ'-এক সাক্ষাৎকারে প্রশ্নের জবাবে লক্ষ্য নিজেই বেছে নিয়েছেন সিএসকে আইকনকে। কোচের বক্তব্য, সেঞ্চুরি করলেও লক্ষ্যের বাড়তি উচ্ছ্বাস নেই, শূন্য রানে আউট হলেও হেলদোল নেই। লক্ষ্য আগাগোড়া বরফশীতল। আর এই স্নায়ুই লক্ষ্যকে চেন্নাইয়ের সম্ভাব্য রাডারে নিয়ে আসতে পারে।

বিস্ফোরক যুর্গেন ক্লপ

'ইনফান্তিনো শেপ ব্লাটারের চেয়েও খারাপ, এবার বদল প্রয়োজন!'

সংবাদ সংস্থা, বার্লিন, ১৭ নভেম্বরঃ দুর্নীতির দায়ে ফিফা থেকে সরতে হয়েছিল শেপ ব্লাটারকে। ফুটবল দুনিয়া ভেবেছিল, এর চেয়ে খারাপ দিন আর আসতে পারে না। কিন্তু সেই ভুল ভেঙেছেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট জিয়ানি ইনফান্তিনো। অন্তত এমনটাই মত জার্মান কোচ যুর্গেন ক্লপের। তাঁর মতে, ব্লাটারের চেয়েও জঘন্য পরিস্থিতি তৈরি করেছেন ইনফান্তিনো। যে কারণে এবার বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থায় আমূল বদল চাইছেন লিভারপুলের প্রাক্তন বস। সম্প্রতি ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইজ বা এফএফই প্রকল্প নিয়ে চরম বিতর্কে ইনফান্তিনো। বিশ্বকাপ এবং অন্যান্য টুর্নামেন্টের অংশীদারিত্ব বেসরকারি লগ্নিকারীদের হাতে তুলে দেওয়ার ছক কষেছিলেন তিনি। চাপের মুখে ফিফা কাউন্সিলে ক্ষমা চাইলেও, তাঁর স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন বিস্তর। যাবতীয় নথি প্রকাশ না করা পর্যন্ত ইনফান্তিনোকে ফিফা চালানোর অযোগ্য বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটেই ক্লপের তোপ, ''ফুটবল নিয়ে যাঁরা আমার চেয়েও বেশি খোঁজখবর রাখেন, তাঁরাও এখন ফিফায় বদল চাইছেন। শেপ ব্লাটারের পর পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে ভাবিনি। কিন্তু একজন ঠিক সেই অসাধ্যসাধন করে দেখাল!' ইনফান্তিনোকে খোঁচা দিয়ে সংযোজন, ''নতুন যিনি আসবেন, তিনি নিশ্চয়ই এর চেয়ে ভাল কাজ



করবেন। এমন মানুষ দরকার যাঁর ফুটবলের ভবিষ্য নিয়ে মাথাব্যথা আছে, কোনও আর্থিক লোভ নেই।'' আগামী মার্চে ফিফার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। বুধবারই প্রার্থীপদ ঘোষণার শেষ দিন। ইনফান্তিনোকে সরাতে এবার কোমর বেঁধে নেমেছে খোদ উয়েফা। ফরাসি ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ফিলিপ ডায়ালোকে নিজেদের প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করাচ্ছে তারা। উয়েফার কার্যকরী সমিতির পূর্ণ সমর্থন রয়েছে ডায়ালোর দিকে। আইনি লড়াইয়েও ইনফান্তিনোকে চেপে ধরেছে ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা। এফএফই সংক্রান্ত সমস্ত গোপন নথি প্রকাশের দাবিতে আমেরিকার তিনটি আদালতে রীতিমতো মামলা দায়ের হয়েছে। ডায়ালো ছাড়াও নির্বাচনী ময়দানে রয়েছেন টটেনহ্যামের প্রাক্তন ডিফেন্ডার র‍্যামন ভেগা এবং জাপান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের শীর্ষকর্তা কোজো তাশিমা। তবে জল্পনা বাড়ালেও ফিফার মসনদে বসার দৌড় থেকে শেষ মুহূর্তে সরে দাঁড়িয়েছেন আর্সেনালের প্রাক্তন কিংবদন্তি কোচ আর্সেন ওয়েঙ্গার।

বুমরাহর কামব্যাক, ছিটকে গেলেন স্যান্টনার!

টেস্ট সিরিজে ৪ পেসারে নামবে শুভমান-ব্রিগেড

সংবাদ সংস্থা, ওয়েলিংটন, ১৭ নভেম্বরঃ সদ্য সমাপ্ত ওয়ানডে সিরিজে ৩-১ ব্যবধানে দুরন্ত জয়ের পর, এবার কিউয়িদের ডেরায় টেস্ট পরীক্ষার সামনে ভারত। আগামী বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলা দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্টে চার ফাস্ট বোলার নিয়ে নামবে টিম ইন্ডিয়া, মঙ্গলবার জানিয়ে দিলেন অধিনায়ক শুভমান গিল। পেস আক্রমণের ধার বাড়াতে টেস্ট দলে ফিরছেন জসপ্রীত বুমরাহ। অন্যদিকে, সিরিজ শুরুর আগেই বড় ধাক্কা খেল নিউজিল্যান্ড। ডান হাতের আঙুলে চিড় ধরায় গোটা টেস্ট সিরিজ থেকেই ছিটকে গেলেন কিউয়ি তারকা স্পিনার মিচেল স্যান্টনার। ম্যাচের আগের সাংবাদিক বৈঠকে গিল বলেন, ''আমরা নিশ্চিতভাবে চারজন ফাস্ট বোলার নিয়েই খেলব। ওয়ানডে সিরিজে আমাদের বোলাররা দারুণ পারফর্ম করেছে, যা টেস্টের প্রথম একাদশ বাছতে মধুর সমস্যা তৈরি করেছে।'' পেস আক্রমণে বুমরাহর সঙ্গে মহম্মদ সিরাজ, আকাশ দীপ এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ সুযোগ পেতে পারেন। ওয়ানডে



সিরিজের পারফরম্যান্সের সুবাদে টিকে গিয়েছেন গুরনুর ব্রার। তবে স্পিনার কুলদীপ যাদবকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। গিল বলেন, ''প্রথম তিন দিনের পর পিচ সাধারণত পাটা হয়ে যায়। তাই পুরনো বলেও যারা কার্যকরী, এমন বোলার আমাদের দরকার।'' একইসঙ্গে ফর্মে না থাকা ঋষভ পন্থের পাশে দাঁড়িয়ে গিল মনে করিয়ে দেন, পন্থ ৫০টি টেস্ট খেলেছেন এবং অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তাঁর সেঞ্চুরিও রয়েছে, ফলে তাঁকে নিয়ে কোনও সংশয় নেই। মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে ভারতের বিরুদ্ধে পঞ্চম ওয়ানডে ম্যাচে অর্শদীপ সিংয়ের বল ডান হাতে লেগেছিল স্যান্টনারের। সাময়িকভাবে চিকিৎসা করিয়ে ব্যাট চালিয়ে ২৪ রান করলেও, পরে স্ক্যানে আঙুলে চিড় ধরা পড়ে। তাঁর জায়গায় ১৪ জনের দলে ডাক পেয়েছেন অলরাউন্ডার ডিন ফক্সক্রফট। স্যান্টনারের অনুপস্থিতি নিউজিল্যান্ডের স্পিন বিভাগে বড় শূন্যতা তৈরি করবে। পাশাপাশি, ডিসেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চার টেস্টের সিরিজেও তাঁর খেলা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। তবে সাম্প্রতিক অতীতে ভারতের মাটিতে ৩-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ জেতার স্মৃতিকে সঙ্গী করেই ঘরের মাঠে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নামবে টম ল্যাথামের দল।

'দেশের হয়ে দীর্ঘ দিন ভালো খেলার মানসিকতা রয়েছে এমন প্লেয়ার চাই'

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বরঃ সবে এক বছর হয়েছে ভারতীয় দলের দায়িত্ব নিয়েছেন খালিদ জামিল। এর মধ্যেই হতাশা গ্রাস করেছে তাঁকে। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পরপর দু'টি ম্যাচে বাজে হারের পর ভারতীয় ফুটবলারদের পারফরম্যান্স নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন জাতীয় দলের কোচ। একের পর এক ভুল, মাঠে প্রত্যাশিত লড়াইয়ের অভাব- সব মিলিয়ে বর্তমান ফুটবলারদের নিয়ে যে তিনি মোটেও সন্তুষ্ট নন, তা স্পষ্ট করে দিলেন খালিদ। যদিও দলের হারের সম্পূর্ণ দায় নিজের কাঁধেই নিয়েছেন ভারতীয় কোচ। নিউ জিল্যান্ড সফরে দু'টি প্রীতি ম্যাচ খেলেছিল ভারত। প্রথম ম্যাচে ০-৩ গোলে হারের পর দ্বিতীয় ম্যাচেও ০-৫ গোলে বিধ্বস্ত হয় ভারতীয় দল। এই হারের পর খালিদ বলেন, ''আমরা অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে নিউ জিল্যান্ডে এসেছিলাম। ভারতীয় দল এই প্রথম নিউ জিল্যান্ডে খেলল। প্রত্যেকেই এখানে খেলতে চেয়েছিল। কিন্তু ফল একেবারেই আমাদের প্রত্যাশামতো হয়নি। এই হারের সম্পূর্ণ দায় আমার।'' দ্বিতীয় ম্যাচের পারফরম্যান্স নিয়েও সন্তুষ্ট নন ভারতীয় কোচ। বিশেষ করে সেট পিস থেকে গোল খাওয়ার বিষয়টি তাঁকে ভাবাচ্ছে। খালিদের কথায়, ''১৫ নভেম্বরের ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে প্রত্যেকে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। প্রথমার্ধও খুব খারাপ ছিল না। কিন্তু সেট পিস থেকে আমরা একটা ছেলেমানুষি ভুল করে গোল খেয়েছি। আমাদের ভুল শুধরে আবার ঘুরে দাঁড়াতে হবে।'' এর সঙ্গেই তিনি যোগ করেন, ''দেশের হয়ে দীর্ঘ দিন ভালো খেলার মানসিকতা রয়েছে, এমন ফুটবলারদের আমাদের কুঁজে বের করতে হবে।''

পর্তুগালের হারে রোনাল্ডোর মায়ের উল্লাস!

'এবার ওর কথারও জবাব দেব?' তিতিবিরক্ত জর্জে জেসুস

সংবাদ সংস্থা, লিসবন, ১৭ নভেম্বরঃ ৪১ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে অলবিদা জানিয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। কিন্তু তারপরেও নাটকের যবনিকা পড়ছে না! এবার ছেলের হয়ে ময়দানে খোদ মা ডলোরেস আভিয়েরো। তাঁর অভিযোগ, রোনাল্ডোকে রীতিমতো 'ধোঁকা' দিয়েছেন পর্তুগাল কোচ জর্জে জেসুস! আর সেই মন্তব্য শুনে জেসুসের পালটা শ্লেষ, এবার কি বিদায়ী খেলোয়াড়ের মায়ের কথারও জবাবদিহি করতে হবে? গত সেপ্টেম্বরে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে সুযোগ না পেয়ে পর্তুগাল শিবির ছেড়ে বেরিয়ে যান সিআরসেভেন। শান্তি হিসেবে জোটে ৩০ দিনের নির্বাসন ও নামমাত্র জরিমানা। এরপর ৫ নভেম্বর দেশের জার্সিতে ২৩৪ ম্যাচ আর ১৪৬ গোলের জার্নিতে ইতি টানেন রোনাল্ডো। শনিবার ডেনমার্কের কাছে ৪-১ গোলে পর্তুগালের হারের পর ডলোরেসের চাঁচাছোলা মন্তব্য, ''ছেলেটা কষ্ট পেয়েছে। ওরা ওকে ধোঁকা দিয়েছে। আমিও দুঃখ পেয়েছি। তবে ডেনমার্কের কাছে পর্তুগালের এই হার একদম ঠিকঠাক। আমি তো ভীষণ খুশিই হয়েছি!'' দেশের হার দেখে মায়ের এমন প্রকাশ্য উল্লাসে স্বভাবতই হতবাক ফুটবল মহল! কিন্তু যিনি



কাঠগড়ায়, সেই জর্জে জেসুস কি আর চুপ থাকার পাত্র? মঙ্গলবার ওয়েলসের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে পড়েন তিনি। হালকা হেসে, মোক্ষম হুল ফুটিয়ে কোচের জবাব, ''এখন কি আমাকে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর মায়ের কথারও জবাব দিতে হবে?'' এরপর একটু সামলে তাঁর সংযোজন, ''ভদ্রমহিলাকে আমি সম্মান করি। সন্তানদের বড় করতে প্রচুর কষ্ট করেছেন তিনি।'' রোনাল্ডো-বিতর্ক কবে থামবে? সাংবাদিকদের এই প্রশ্নে জেসুসের গলায় চূড়ান্ত বিরক্তি। সাফ মন্তব্য, ''জানি না কবে এই নাটকের শেষ। আপনারা প্রশ্ন করলে, উত্তর তো দিতেই হবে। পরের বছর সওয়াল করলেও জবাব দেব।'' অর্থাৎ, রোনাল্ডো-অধ্যায় চুকলেও, পর্তুগাল ফুটবলে রোনাল্ডো-ভূত যে এখনই নামছে না, তা কোচের কথাতেই পরিষ্কার।

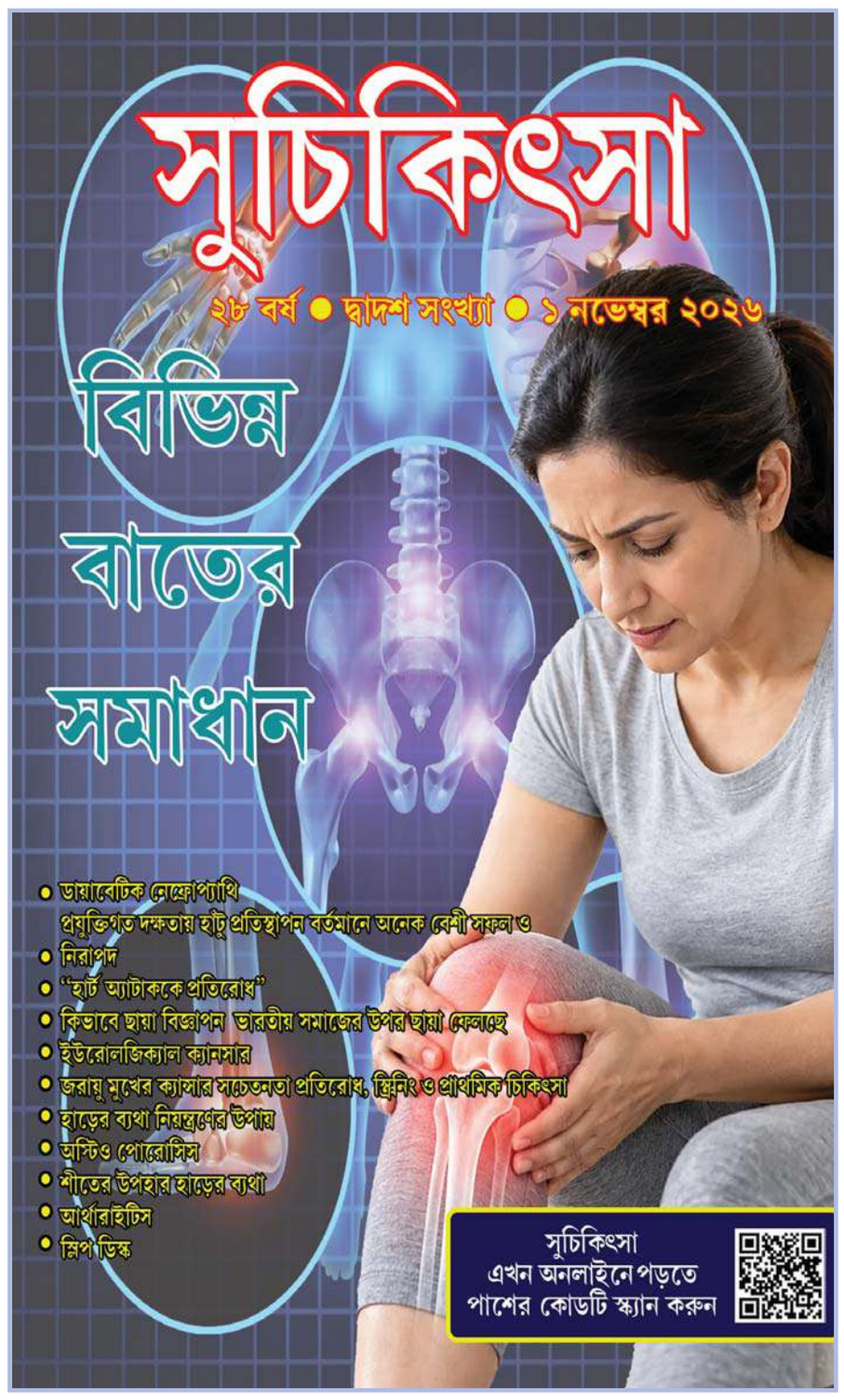
নেদারল্যান্ডসের জালে ৫ গোল দিয়ে নেশন্স লিগের শেষ আটে জার্মানি

ম্যাচজুড়ে দাপুটে ফুটবলের অসাধারণ প্রদর্শনী মেলে ধরল জার্মানি। নেদারল্যান্ডসকে গুঁড়িয়ে গ্রুপ সেরা হয়ে নেশন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালে উঠল ইয়ুর্গেন ক্লপের দল।

সংবাদ সংস্থা, বার্লিন, ১৭ নভেম্বরঃ বার্লিনের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে সোমবার রাতে গ্রুপ পর্বের শেষ রাউন্ডে ৫-০ গোলে জিতেছে চারবারের বিশ্বকাপজয়ীরা। এখানে হারলেও, গ্রুপ রানার্সআপ হিসেবে শেষ আটের টিকেট পেয়েছে ডাচরাও। গ্রুপে তিন নম্বরে থেকে মাঠে নামা জার্মানি প্রথমার্ধে ডেরি শেহান্টের চমৎকার গোলে এগিয়ে যায়। বিরতির পর আরেকটি দর্শনীয় গোলে ব্যবধান বাড়ান ফ্লোহিয়ান ভিয়েস। পরে আরেকটি গোল করেন তিনি। অন্য দুই গোলদাতা নিকো শ্লটারবেক ও ব্রায়ান গ্রুডা। একই সময়ে গ্রপের আরেক ম্যাচে সার্বিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়েও বিদায় নিতে হয়েছে গ্রিসকে। জার্মানি, নেদারল্যান্ডস ও গ্রিস- তিন দলেরই সমান ১১ পয়েন্ট। এক্ষেত্রে টেবিলে তাদের অবস্থান নির্ধারণে মোট গোলের ব্যবধান না ধরে, এই তিন দলের মধ্যে লড়াইয়ের ফল বিবেচনায় নেওয়া হয়। এতে তৃতীয় হয় গ্রিস। ছয় ম্যাচের সবকটি হেরেছে সার্বিয়া। জাভি হার্নান্দেজ কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর ছয় ম্যাচে প্রথম হারের তেতো স্বাদ পেল নেদারল্যান্ডস। পুরো ম্যাচে ৫৬ শতাংশ সময় পজেশন রেখে গোলের জন্য ১৮ শট নিয়ে ১০টি লক্ষ্যে রাখতে পারে জার্মানি। নেদারল্যান্ডসের ৯ শটের কেবল একটি লক্ষ্যে



ছিল। প্রথম দেখায় নেদারল্যান্ডসের মাঠে ১-১ ড্র করেছিল জার্মানি। বল দখল ও আক্রমণে জার্মানি শুরু থেকে এগিয়ে থাকলেও, পরিষ্কার সুযোগ তৈরি করতে পারছিল না। ৩২তম মিনিটে গোলের সবচেয়ে কাছাকাছি যেতে পারে জার্মানরা। বক্সের ভেতর থেকে শেহান্টের শট পোস্টে লাগে। আট মিনিট পরই তিনিই দর্শনীয় গোলে এগিয়ে নেন দলকে। ইয়োজুয়া কিমিখের পাস বাঁ দিকে পেয়ে বক্সে ঢুকে পড়েন শেহান্ট। সামনে ছিল প্রতিপক্ষের ডেনজেল ডামফ্রিস। তাকে কোনো সুযোগ না দিয়ে, একটু জায়গা বানিয়ে জোরাল শটে দূরের পোস্ট দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন ২৪ বছর বয়সি ফরোয়ার্ড। জাতীয় দলের হয়ে চার ম্যাচে তার প্রথম গোল এটি। আগের রাউন্ডে গ্রিসকে ৭-০ গোলে হারানো নেদারল্যান্ডস প্রথমার্ধে খুব একটা ভীতি ছড়াতে পারেনি। শুরুতে ডনিয়েল মালেনের একটি হেড ঠেকাতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি জার্মানি গোলরক্ষক মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেনকে। ৬০তম মিনিটে দারুণ গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করে জার্মানি। বক্সের বাইরে ডামফ্রিসের থেকে বল কেড়ে নেন ভিয়েস। তার সামনে দুই পাশে ছিল প্রতিপক্ষের কয়েকজন খেলোয়াড়। তাদের মাঝ দিয়েই বুলেট গতির শটে বল জালে পাঠান লিভারপুল মিডফিল্ডার। ৬৫তম মিনিটে ব্রায়ান গ্রুডার ফ্রি-কিকে বক্সে নিচু হয়ে হেডে ব্যবধান আরও বাড়ান সেন্টার ব্যাক শ্লটারবেক। পাঁচ মিনিট পর দলের চতুর্থ গোলেও অবদান রাখেন গ্রুডা। বক্সে তার ফ্লিকে বল পেয়ে ভলিতে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন ভিয়েস। ৭৭তম মিনিটে সফরকারীদের জালে পঞ্চম পেরেক ঠুকে দেন গ্রুডা। শেহান্টের শট পোস্টে লেগে ফেরার পর জোরাল শটে জালে পাঠান তিনি।



দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com